কম্মবীর
মাওলানা রুহল আমিন
মোহাম্মদ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী

কর্ম্মবীর

মাওলানা রুহুল আমিন

বঙ্গানুবাদ খোতবাহ, রমণী কণ্ঠহার, হজরতের ভবিষ্যৎ বাণী, মা'রেফাত দর্পন, আদর্শ জীবন, হাদিছ শিক্ষা, পাঁচ খণ্ড তাবিজের কেতাব, তিন খণ্ড টোটকা চিকিৎসা, বৃহৎ নামাজ শিক্ষা ১ম, ২য় ও তৃতীয় ভাগ ফাতাওয়ায়ে হামিদীয়া, অজিফা শিক্ষা, নূতন নামাজ শিক্ষা, হকুকোল এছলাম, কাজের কথা ও জাতীয় কল্যাণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা

মোহাম্মদ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী কর্ত্তৃক

প্রণীত

২য় সংস্করণ

১৩৫৫ সাল—১লা অগ্রহায়ণ

১৪২৯ হিঃ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

মূল্য ৬০/- টাকা মাত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত অনুগ্রহে "কম্মবীর মাওলানা রুহল আমিন" প্রকাশিত হইল মাওলিয়াগণের জীবনী লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিশেষতঃ যে মহামানবের জীবনী আমাকে সঙ্কলন করিতে হইয়াছে, তাঁহার মাহাত্ম্য এত অধিক যে, আমার ন্যায় অযোগ্য লেখকের দ্বারা উহা কিছুতেই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর বোজর্গ, কামেল, মোকাম্মেল ও আদর্শ অলী ছিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া যাঁহার কীর্ত্তি-মহিমা সমগ্র-পাকিস্তান, হিন্দুস্থান ও আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হইয়াছে, সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা পুস্তকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমরা যতই দফতরের পর দফ্তর রচনা করিনা কেন, উহা "গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ" -এর তুলাই বিবেচিত হইবে।

জনাব হজরত মাওলানা ছাহেবের বাল্য জীবনের ঘটনার সহিত আমি সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও তাঁহার প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছি সেইরূপই অত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা জনাব মৌঃ রুহল কুদ্দুছ ছাহেব, তাঁহার বিখ্যাত খলিফা ছুফী ফজলল করিম ও তাঁহার বহু আত্মীয় ও মুরীদের নিকট যে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহাই ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর একখানি ক্ষুদ্র জীবনী হইতে ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী হইতেও বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত বশিরহাট মাদ্রাছার সুযোগ্য সেক্রেটারী মাওলানা বজলর রহমান দরগাহপুরী ছাহেব, মাদ্রাছার বহু মোদারেছীন ও

মাদ্রাছার ম্যানেজিং কমিটীর সুযোগ্য মেম্বারগণ বিশেষ করিয়া মুনশী মোরাম্মদ মনছুর আলী, প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আমাকে এ কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে এ-বিষয়ে উৎসাহ প্রদান না করিলে, পুস্তকখানি জনসমাজে প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ।

বিগত ১৩২৪ সালে তাঁহার সহিত আমি প্রথম পরিচিত হই এবং ১৩৩২ সাল হইতে আমি তাঁহার খেদমতে আত্মনিয়োগ করি। আমার ছাত্র জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার জীবনের শেষ মুহুর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার সাহার্য্য লাভ করিয়া ও তাঁহার স্নেহ-মমতায় প্রতিপালিত হইয়া আমার স্বচক্ষে দর্শন-জনিত অভিজ্ঞতা হইতে যতদূর সম্ভব ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া "কর্ম্মবীর মাওলানা রুহুল আমিন" লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি।' ইহাতে যদি তাঁহার জীবনের কিঞ্চিৎ মনুষ্য ফুটিয়া থাকে অথবা তাহার দ্বারা কাহারও হৃদয়ে ক্ষণিকের নিমিত্তও তৃপ্তি দান করে, তাহা, শুধু তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যের নিমিত্ত। আর দোষ-ত্রুটি যাহা থাকিবে, তাহা আমার নিজের অযোগ্যতার দরুণ। তবে, তাহা যে আমার ইচ্ছাকৃত নহে, ইহা সহৃদয় পাঠকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

পাঠক! অত্র পুস্তকে কোন ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে, তাহা দয়া করিয়া আমাকে অবগত করাইবেন। যদি অধমের জীবন-সন্ধ্যার পূর্ব্বে দ্বিতীয় সংস্করণের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সংশোধিত হইবে সন্দেহ নাই।

মাওলানা ছাহেব চলিয়া গিয়াছেন। মোছলেম গগনের দীপ্তস্তল অসূর্য্যমিত হইয়াছে—অবিভক্ত বাংলার শ্রেষ্ঠতম আলেম ও তাপসের ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবনের চিরপরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে সত্য। কিন্তু তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী ধর্ম্ম সাধনা ও কর্ম্ম জীবনের

বহু পূণ্যস্মৃতি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। সমগ্র পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান ব্যাপী তাঁহার বহু আলেম খলিফা, বশিরহাট ওল্ডস্কীম মাদ্রাছা, এতিমখানা ঈছালে-ছওয়াবের মাহফেল ও বিরাট কোতব-খানা সমস্তই তিনি অবিভক্ত বাংলার মোছলমানদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন ব্যাপী ধর্ম্ম সাধনা, কর্ম্ম জীবনের বিভিন্নমুখী প্রতিজ্ঞা ও অবিশ্রাম কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় প্রদান করা আজ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। জানি না আল্লাহ পাক তাঁহার শূণ্য স্থান কবে পূর্ণ করিবেন।

জগতের বুকে ধূলার মানুষ অমরা, বোজর্গানে দীনের আদর্শ পথই আমাদের গন্তব্য পথ, তাঁহাদের অমর শিক্ষা-দীক্ষাই আমাদের যাত্রাপথের সম্বল। তাঁহার অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী সাধনা ও আদর্শ আমাদের অন্তরে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের শাশ্বত প্রেরণা জাগাইয়া রাখুক, দরগাহে-এলাহীতে ইহাই আমাদের কামনা।

এই পুস্তক প্রণয়নে যাঁহারা আমাকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতি—

হামীদপুর
পোঃ পাচনল খুলনা
৯ই জেলহজ্জ, ১৩৬৭ হিজরী।

দীনাতিদীন—
মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী

———

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

কম্পোজিং ঃ— নাজিব আহমেদ আনসারী (**শিয়ালদহ**)
প্রিমিয়ার প্রিন্টার্স
প্রকাশনায় ঃ— **আলামিন স্টোর্স**, আর. এন. রোড, বশিরহাট
মোবাইল ঃ- ৯৭৩২৭২২১০৬

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

কম্মবীর

মাওলানা রূহল আমিন

—০:)❊(:০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

—: জন্ম :—

জনাব মাওলানা ছাহেব সম্ভবতঃ ১২৮৯ সালে, ২৪ পরগণা জেলার বশিরহাট মহাকুমার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্‌শী গাজী দবিরদ্দিন মরহুম ছাহেব। তাঁহার পরম আত্মীয় গণের খাঁ উপাধি ছিল। মাওলানা ছাহেবের পিতা বাংলা ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারিতেন। তিনি অল্প অল্প আরবী ভাষাও জানিতেন। তিনি অতি পরহেজগার লোক ছিলেন। তিনি বিচার-বুদ্ধিতে অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে গ্রাম-বাসিগণ কোন অসৎ কার্য্য করিতে সাহসী হইত না। তিনি আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া জনাব মাওলানা ছাহেবকে মাদ্রাসায় পড়াতেই প্রায় সাড়ে তেরো শত টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, তিনি ইহাতে বড় জেহাদের পূণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনুমান ৭৫ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু যন্ত্রণা কালে অচৈতন্য অবস্থায় অনবরত নামাজের একামত পড়িতে ও কাণে হাত দিতে ছিলেন। শ্রদ্ধেয় মাওলানা

ছাহেব কোন বিপদে পড়িলে স্বপ্নযোগে তাঁহার পিতাকে অনেকবার দেখিতেন। তিনি বলিয়াছেন—একবার তিনি বিদেশে উরুস্তম্ভ রোগে আক্রান্ত হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা এই ফোঁড়াটীকে 'অতি কঠিন' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রি তিনি রংপুর জেলার 'ভূতছাড়া' স্টেশনে অতি কাতর অবস্থায় কাল যাপন করিতে ছিলেন। সেই রাত্রিতে তিনি স্বপ্নযোগে তাঁহার ওয়ালেদ মরহুম, খালু মরহুম ও তাঁহার বোহ্‌নাই মরহুম দ্বয়কে দেখিতে পান, তাঁহারা যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে আসিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি স্বপ্ন যোগে আরও দেখিতে পাইলেন—যেন ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কেবলা পাল্কীতে আরোহণ করিয়া ভূতছাড়ায় তশরীফ আনিয়া তাঁহার সুস্থতার জন্য দোওয়া করিতেছেন।

যখন টাকী নারায়ণপুরের কলনাদিনী ইচ্ছামতী নদী ভাঙ্গিয়া শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের বাটীর দিকে আসিতেছিল, তখন তিনি কোথায় জমি ক্রয় করিয়া স্বীয় আবাসভূমি স্থানান্তরিত করিবেন, এই চিন্তায় বিব্রত ছিলেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পান—তাঁহার কোটা ঘরের পাকা সিড়িটি যেন পতনোম্মুখ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমতাবস্থায় তিনি স্বপ্নে তাঁহার ভগ্নিপতি ও তাঁহার ওয়ালেদ ছাহেবকে দেখিয়া বলেন—"হুজুর! নদীতো ভাঙ্গিতেছে, এখন কি আমি বসিরহাটে বাটী স্থানান্তরিত করিব?" তিনি বলিলেন—"হাঁ বাবা তাহাই কর?"

তাঁহার মাতার নাম মোছাম্মৎ রহিমা খাতুন। মাতা-মহের নাম মোহাম্মদ হানিফ খাঁ, টাকীর নিকটে সোলাদানা গ্রামে ইহার বাসস্থান ছিল। মাওলানা ছাহেবের মাতা অপ্রাপ্তবয়স্কা অবস্থায় পিতৃমাতৃহীনা হইয়া তাঁহার মাতুল মোহাম্মদ রওশন গাজীর নিকট প্রতিপালিতা হন। অতঃপর তিনি সময় ও সুযোগ বুঝিয়া উপযুক্ত বয়সেই তাঁহার বিবাহ কার্য্য সমাধা করাইয়া দেন।

মাওলানা ছাহেবের মাতা অতি পরদানশীন মহিলা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র ও চারিটি কন্যা সন্তান জনগ্রহণ করেন। মাওলানা ছাহেবের ভ্রাতা মওলবী' রূহুল কুদ্দুছ ছাহেব ও দুইটী কন্যা এখনও জীবিত আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠ্যারম্ভ

জনাব মাওলানা ছাহেব এগারো বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। দুই বৎসরের মধ্যে তিনি বহু সংখ্যক বাংলা পুস্তক পড়িয়া শেষ করেন। অতঃপর তেরো বৎসর বয়সে তিনি সৈয়দপুর মক্তবে বশিরহাটের মুন্শী পীর আব্দুল খালেক (মরহুম) ছাহেবের নিকট কোরআন শরীফ ও পন্দেনামা পড়িয়া শেষ করেন। তিনি এন্তেকাল করার সময় মাওলানা ছাহেবকে একবার জীবনের মত শেষ দেখা করার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কলিকাতা মাদ্রাছায় ছুটী না পাইয়া তাঁহার সহিত শেষ দেখা করিতে পারেন নাই।

তিনি পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের সহিত জীবনের মত শেষ দেখা করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। (করুণাময় আল্লাহ তাঁহাকে উচ্চ সম্মান দান করুন ঃ আমীন)।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পরম আত্মীয় বশিরহাটের দানবীর মরহুম গোপাল খাঁ ছাহেব মাওলানা ছাহেবকে অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী দেখিয়া নিজের বাঁটীতে আনায়ন করতঃ তাঁহার শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইনি বশিরহাটের পশ্চিম পাড়ায় সদর রাস্তার ধারে তিন গুম্বজ বিশিষ্ট একটি সুন্দর মছজেদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া ধর্ম্মপ্রাণতার একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বশিরহাটের ছুফী আব্দুশ-শাফী সাহেবকে উক্ত মাছজেদের এমাম নিযুক্ত করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ছাহেবকে রাখিয়া দিয়াছিলেন। খোদার মরজী অল্প দিনের মধ্যে তিনি কতকগুলি মোতাওয়াল্লী রাখিয়া এই মরজগত হইতে চির

বিদায় গ্রহণ করেন। মাওলানা ছাহেব তখন বশিরহাটের হাইস্কুলের হেড মওলবী জনাব মওলবী ওয়াজেদ আলী মরহুম ছাহেবের নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি পারস্য কুঞ্জের ফুটন্ত বসরাই গোলাব জগদ্বিখ্যাত মাওলানা ছা'দী (রহঃ) এর সুবিখ্যাত ফারছী গ্রন্থ গোলেস্তার শেষ পর্য্যন্ত ও বোস্তার বহুলাংশ ও 'এন্‌শায়ে মতলুব' গ্রন্থ পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলেন। 'মীজান মোন্‌শায়েবের' কিছু অংশ পাঠ করা কালে উক্ত মওলবী ছাহেব ইহলোক হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া গোরের গহীনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 'ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাজেউন।''

বশিরহাটের উক্ত মছজেদের এমাম জনাব ছুফী ছাহেব যখন দেখিলেন যে, হেড মওলবী ছাহেবের মৃত্যুতে মাওলানা ছাহেবের লেখা পড়া শিক্ষার পথ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন তিনি মাওলানা ছাহেবের আব্বা-জানকে বলিলেন—''আমি আপনার পুত্রের লেখা পড়া শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ভর্ত্তি করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি, আপনার কি অভিপ্রায় বলুন।

তাঁহার পিতা, বলিলেন—''আমি এত টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিব?'' ছুফী ছাহেব বলিলেন—''আপনি খোদার প্রতি ভরসা করিয়া প্রতি মাসে মাত্র দশটী করিয়া টাকা দিবেন। অবশিষ্ট যাহা লাগে আমিই তাহার ব্যবস্থা করিব।''

তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন। আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহে এই সময় হইতে জনাব মাওলানা ছাহেবের পিতার ব্যবসায়ে এত লাভ হইতে লাগিল যে, মাওলানা ছাহেবের কঠিন রোগ চিকিৎসা ও চারি জামাত পড়ার জন্য তিনি প্রায় সাড়ে তেরো শত টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছুফী ছাহেব কে?

পাঠক। বশিরহাট পশ্চিম পাড়া মছজেদের এমাম জনাব ছুফী মোহাম্মদ আব্দুশ শাফী ছাহেব যিনি নিজেই মাওলানা ছাহেবকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতা আলিয়া মা'দ্রাছায় ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছিলেন, ইহার একটু পরিচয় আমাদের জানা আবশ্যক।

ইহার বাসস্থান বশিরহাটে। ইনি অতি পরহেজগার ও উচ্চ দরজার অলি ছিলেন। বশিরহাটের মাটীতেই ইনি চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। ইহার ন্যায় খোদা ভক্ত লোক তখনকার যুগে বসিরহাটে আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। এই পরশ মাণিকের সংস্পর্শে আসিয়া মাওলানা ছাহেবের ভাবী জীবন অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

এক সময়ে ছুফী ছাহেব রমজানের ২৭শে তারিখের রাত্রিতে বসিরহাট পশ্চিম পাড়ার মাছজেদে রাত্রি আন্দাজ দুই ঘটিকার সময় ছেজদাতে গিয়া কাঁদিতেছিলেন, জনাব মাওলানা ছাহেবও ঐ সময় উঠিয়া অজু করিয়া ছেজদায় গিয়া এলমের জন্য আল্লাহর দরবারে দোওয়া করিতেছিলেন, ঐ সময় আকাশ নির্ম্মল ও মেঘমুক্ত ছিল, হঠাৎ ঝড় বহিয়া বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। ছুফী ছাহেব বলিলেন— "বাবা। ইহা 'শবে কদর' বলিয়া বোধ হইতেছে।"

তিনি এরূপ 'মক্‌বুলে বারগাহ্‌' ছিলেন যে, কলেরা বা ওলাউঠার সময়ে দোওয়া' করিলে তাহা অব্যর্থ ফলপ্রদ হইত। তিনি মাওলানা ছাহেবকে 'নিজের সন্তান অপেক্ষাও অত্যাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার কোন অসুখের সংবাদ শুনিলে তিনি বিচলিত হইয়া পড়িতেন। সর্ব্বদা তিনি মাওলানা ছাহেবের জন্য দোওয়া করিতেন।

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাছায় পাঠের ব্যবস্থা

অতঃপর জনাব ছুফী ছাহেব তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা মাদ্রাছায় ভর্ত্তি করাইয়া তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দেন। জায়গীরে থাকিয়া পাঠের অসুবিধা হইবে, এই ধারণায় তিনি তাঁহাকে বোর্ডিংএ থাকার সুব্যবস্থা ও যশোহরের মওলবী মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ মরহুম ছাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রাখিয়া আসেন। তাঁহার এন্তেকালের পূর্ব্বে একদিন তিনি বলিলেন—

"বাবা মাওলানা। আমি বাশারত আলী ছাহেবের নিকট মুরীদ হইয়াছিলাম, তাঁহার এন্তেকালের পর অমি অনেক লোকের মুখে শুনিলাম, মুর্শিদাবাদের জনাব মাওলানা শাহ্ ছুফী ফতেহ আলী ছাহেব, মুরীদকে যখন তখন হজরত নবী (ছাঃ) এর সঙ্গে জেয়ারত করাইয়া দিতেন, তাঁহার নিকট কয়েকবার আমি মুরীদ হইতে গিয়াছি কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিয়া উঠে নাই, তৎপরে আমি বর্দ্ধমানের হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদ আলী ছাহেবের নিকট মুরীদ হই।" ছুফী ছাহেব বলেন— তাঁহার এন্তেকালের পর আমি ফুরফুরার পীর কেবলা জনাব হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আবু বাকার ছিদ্দীকী ছাহেবের নিকট মুরীদ হই।

এক দিবস তিনি বলেন—"বাবা মাওলানা। আমার সমস্ত শরীরে আল্লাহ নামের জেক্‌র জারী করিয়া দাও।" জনাব মাওলানা ছাহেব তাওয়াজ্জোহ দেওয়া মাত্রেই তাঁহার সমস্ত লোমকূপ হইতে "আল্লাহ" "আল্লাহ" জেক্‌র জারী হইয়া গেল। একদিন তিনি জনাব মাওলানা ছাহেবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নানা মৌঃ এবাদাত উল্লাহ ছাহেবের গোরের ধারে জিয়ারতের জন্য গিয়া বলিলেন- "বাবা। ইনি বড় দরের অলী ছিলেন, তথায় আর একজন জবরদস্ত অলিরও সমাধি আছে।" মাওলানা ছাহেব বৃক্ষের শাখা

হস্তে ধরিয়া ফয়েজ আকর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু তেজ ফয়েজের জন্য তিনি দাঁড়াইতে অক্ষম হইতেছিলেন।

একদা মাওলানা ছাহেব, ছুফী ছাহেবকে বলিয়া ছিলেন—"আপনি কলেরা, ওলাউঠা ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দূর করার জন্য যে "দোওয়া খানী" করেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্য ফলদায়ক। আপনার পানিপড়া যে গ্রামে উপস্থিত হয়, তথা হইতে উক্ত পীড়া অতি সহজেই দুরীভূত হয়, আপনিই ইহা আমাকে শিখাইয়া দিন।"

তিনি বলিলেন ঃ—

"বাবা। খোদা তায়ালা তোমাকে এই কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। আল্লাহর এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা খোদা তায়ালা আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন।"

তিনি ন্যায্য মোকদ্দমার জন্য 'খতমে খাজাগাঁ' পাঠ করিতেন, ইহাতে প্রায়ই সুফল ফলিতে দেখা যাইত। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"বাবা! নক্শে ছোলেমানী ইত্যাদি কেতাবে এইরূপ অনেক কথা আছে, যাহার অর্থ বোধগম্য নহে। উহা যাদু তেলেছমাত হইতে পারে। বর্দ্ধমানের মুর্শিধি ছাহেব আমাকে অনেক তাবিজ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন, আমি তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি। তুমিও দেখিয়া শুনিয়া আমাকে কতকগুলি তাবিজ চিহ্নিত করিয়া দাও।"

জনাব মাওলানা ছাহেব তাঁহাকে তাবিজাতের কতক-গুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। এক দিবস তিনি বলিয়া-ছিলেন—"বাবা। "নাদেআলী" নামক দোওয়াতে জ্বেন ভূত দমন হইয়া যায়, বুদ্দুহের নকশাতেও এ বিষয়ে উপকার পাওয়া যায়।" মাওলানা ছাহেব বলিলেন—'ইহাতে যেন শেরেকের গন্ধ পাওয়া

যায়, 'বুদ্দুহ' শব্দ আরবী অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, উহা কোন জ্বেনের নাম হইবে। তিনি সেই অবধি উক্ত তাবিজ আর ব্যবহার করেন নাই।

তিনি চেহেল কাফের সুদক্ষ আমেল ছিলেন, জ্বেন ইত্যাদিকে বোতলে বন্ধ করিয়া উহা ছাড়িয়া দিলে একস্থান হইতে অন্য স্থানে উহা গড়াইয়া যাইত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"আমি স্বপ্নযোগে হজরত নবী (সাঃ) ও বেহেশতের জিয়ারত করিয়াছি।" তিনি এতবড় ধর্ম্মভীরু-ছিলেন যে, কোন বেদাতী মওলবী বা বেদাতী পীর বশিরহাট আসিলে, তিনি তাহার নিকট গমন করিতেন না বা তাহার ধোকায় পড়িতেন না। কোন মছলায় তাঁহার সন্দেহ হইলে তিনি একমাত্র মাওলানা ছাহেবের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতেন।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব যখন বাংলা পড়িতেন, তখন একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া অচৈতন্য হইয়া যান, তাঁহার শরীর শীতল হইয়া যায়। সেই সময় জনৈক কবিরাজ তাঁহাকে বিযাক্ত বটীকা খাওয়াইয়াছিল। এই নিমিত্ত তাঁহার স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধির জন্য দোওয়া চাহিতেন। মাওলানা ছাহেব যখন কোরআন শরীফ পড়িতেন, সেই সময় তিনি তিনটী আশ্চর্য্য-জনক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। প্রথম ঃ— এক দিবস স্বপ্নযোগে সোদপুরের মাছজেদে জোমা পড়িতে গিয়া শুনিলেন যে, হজরত খেজের (আঃ) আগমন করিয়াছেন। মাওলানা ছাহেব মাছজেদের বাহিরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখেন, হজরত খেজের (আঃ) এর দুই হস্তে দুইটী রোহিত মৎস্য অছে, তিনি বলিলেন, "বৎস। তুমি ইহার একটী গ্রহণ কর"। মাওলানা ছাহেব ইহা গ্রহণ করিতেই তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল। ছুফী ছাহেবের নিকট ইহার তাবীর বা তাৎপর্য্য অবগত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ—

"খোদা তায়ালা তোমাকে জাহেরী ও বাতেনী উভয় এলমে পারদর্শী করিবেন, তোমাকে 'হাফেজ' করিবেন।"

আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে 'হাফেজে হাদিছ বা হাদিছের হাফেজ' করিয়াছিলেন। কত হাজার হাদিছ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তিনি ২/১ বার যে হাদিছ দেখিতেন, তাহা চির স্মরণীয় হইয়া থাকিত।

আল্লামা আব্দুল গনি না'বেল্‌ছী লিখিয়াছেন, হজরত নবী করিম (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখার তাৎপর্য্য আয়ু দীর্ঘ হওয়া।

মাওলানা ছাহেব হজরত খেজের (আঃ) দ্বিতীয় মৎস্যটী কাহার জন্য আনিয়াছিলেন, ইহা জানার বাসনা তাহার হৃদয়েই থাকিয়া গেল।

২য় স্বপ্ন ঃ তিনি যেন মক্কা শরীফে উপস্থিত হইয়া জম-জমের পানিতে অজু করিয়া হাতিমে (ক) জামায়াতের এক রাক্‌আতে শরীক হইয়াছিলেন।

আর একবার তিনি স্বপ্ন যোগে মদীনা শরীফে উপস্থিত হইয়া হজরত (দঃ) এর রওজা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি আগ্রেহের সহিত দরুদ শরীফ পড়িতেছেন। তিনি তথায় হজরত (ছাঃ), ছাহাবাদ্বয় হজরত আবু বাকার (রাঃ) ও হজরত ওমার (রাঃ)-এর সমাধি তিনটী দর্শন করিয়াছিলেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জনাব ছুফী ছাহেব বলিয়াছিলেন, "বাবা। মক্কা শরীফে হজ্জ, ও মদীনা শরীফের রওজা শরীফ জেয়ারত তোমার নছীবে হইবে।"

(ক) "হ্যাতিম" কাবা গৃহের একটা বিশিষ্ট স্থান। এই পুস্তকের "কাবার পথে" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

"খোদা তায়ালা তোমাকে জাহেরী ও বাতেনী উভয় এলমে পারদর্শী করিবেন, তোমাকে 'হাফেজ' করিবেন।"

আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে 'হাফেজে হাদিছ বা হাদিছের হাফেজ' করিয়াছিলেন। কত হাজার হাদিছ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তিনি ২/১ বার যে হাদিছ দেখিতেন, তাহা চির স্মরণীয় হইয়া থাকিত।

আল্লামা আব্দুল গনি না'বেল্‌ছী লিখিয়াছেন, হজরত নবী করিম (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখার তাৎপর্য্য আয়ু দীর্ঘ হওয়া।

মাওলানা ছাহেব হজরত খেজের (আঃ) দ্বিতীয় মৎস্যটী কাহার জন্য আনিয়াছিলেন, ইহা জানার বাসনা তাহার হৃদয়েই থাকিয়া গেল।

২য় স্বপ্ন ঃ তিনি যেন মক্কা শরীফে উপস্থিত হইয়া জম-জমের পানিতে অজু করিয়া হাতিমে (ক) জামায়াতের এক রাক্‌আতে শরীক হইয়াছিলেন।

আর একবার তিনি স্বপ্ন যোগে মদীনা শরীফে উপস্থিত হইয়া হজরত (দঃ) এর রওজা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি আগ্রেহের সহিত দরুদ শরীফ পড়িতেছেন। তিনি তথায় হজরত (ছাঃ), ছাহাবাদ্বয় হজরত আবু বাকার (রাঃ) ও হজরত ওমার (রাঃ)-এর সমাধি তিনটী দর্শন করিয়াছিলেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জনাব ছুফী ছাহেব বলিয়াছিলেন, "বাবা। মক্কা শরীফে হজ্জ, ও মদীনা শরীফের রওজা শরীফ জেয়ারত তোমার নছীবে হইবে।"

(ক) "হ্যাতিম" কাবা গৃহের একটা বিশিষ্ট স্থান। এই পুস্তকের "কাবার পথে" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

খোদা তায়ালার অনুগ্রহে বহু বৎসর পর ১৩৩০ সালে এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য বাস্তবে পরিণত হয়।

ভক্তিভাজন মাওলানা ছাহেব বাল্যকালে বহুবার স্বপ্ন দেখিতেন যেন তিনি শূণ্যমার্গে উড়িয়া ভ্রমণ করিতেছেন। কখনও দেখিতেন, যেন শত্রুরা তাঁহার পশ্চাতে ধাওয়া করিতেছে, কিন্তু ইহারা জমিতে, আর তিনি শূণ্যমার্গে উড়িয়া যাইতেছেন, শত্রুরা কিছুই করিতে পারিতেছে না। ছুফী ছাহেব ইহার তাবীরে বলিয়াছিলেন, "বাবা। আল্লাহ, তোমাকে উচ্চ দরজা প্রদান করিবেন। তোমার সহযোগীগণ তোমার সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবে, কিন্তু তাহাদের বিদ্বেষে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। এই স্বপ্নের আর এক তাৎপর্য্য এই যে, তুমি "বাতেনী কামালাত" লাভ করিবে। তোমার উৰ্দ্ধ জগতে রূহানী ছায়ের (আত্মিক ভ্রমণ) করা সম্ভবপর হইবে।"

মাওলানা ছাহেব বলেন, উক্ত স্বপ্নের ইহাও তা'বীর (তাৎপর্য্য) হইতে পারে, যে বঙ্গ আসাম ও বাৰ্ম্মার রেল ষ্টীমারে ও নৌকা যোগে ভ্রমণ করিয়া থাকি, ইহাও উড়িয়া যাওয়ার অনুরূপ।

একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, মরিয়া গিয়া গোরে শান্তিতে আছেন। ইহার তাবির এই যে, স্বপ্নে মৃত্যু দেখিলে দর্শকের দীর্ঘায়ু হওয়া হওয়া বুঝা যায়। মাওলানা ছাহেব নিজের ওস্তাদজী ছুফী ছাহেকে অতিরিক্ত সম্মান করিতেন। ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের লক্ষণ।*

পাঠকগণ মনে রাখিবেন নিজের শিক্ষকগণের আদব সম্মান করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

---

* ছুফী ছাহেব আন্দাজ ৯৫/৯৬ বৎসর বয়সে তিন পুত্র ও কয়েকটী কন্যা সন্তান রাখিয়া ইহজগত হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন :

'ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাজেউন'

তাঁহার এন্তেকালের সময় মাওলানা ছাহেব বিদেশে ছিলেন। তিনি বাটী পৌঁছিয়া নিত্যন্ত ব্যথাহত চিত্তে টাকী মারায়ণপুর হইতে

বশিরহাটে তাঁহার মাজার শরীফের নিকট অশ্রুসজল নেত্রে জেয়ারত করিতে দণ্ডায়মান হন। তিনি চক্ষু বন্ধ করিয়া দেখিতে পান যে—যেন একটী পূর্ণ চন্দ্র কবরের মধ্য হইতে উদিত হইতেছে। ইহাতে তিনি বুঝিলেন—ছুফী ছাহেব অলীয়ে কামেল ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এইরূপ অপূর্ব্ব মোহব্বাত খুব কমই দেখা যায়। খোদা পাক এইরূপ মেহেরবান ওস্তাদকে যেন 'আলা ইল্লীনে' স্থান দান করেন।

হজরত বলিয়াছেন—

ما اكرم شاب شيخا من اجل سنه الا قيض الله له عنه من يكرمه — (رواه الترمذى)

মাওলানা ছাহেব যখন বশিরহাটে পড়িতেন, তখন মুন্‌শী গোলাম রহমান ছাহেবের নিকট বাংলা পড়িতেন। ইনি অধুনা লুপ্ত মোসলেম হিতৈষীর প্রবীণ সম্পাদক মুন্‌শী আব্দুর রহিম ছাহেবের মামা ছিলেন। তিনি অতি পরহেজগার লোক ছিলেন। তিনি ২৪ পরগণা জেলার টাকীর বড় বড় জমিদারের ফারছী ও বাংলা ভাষার শিক্ষক ছিলেন। ইনি ডাক্তার জহুরল হক ছাহেব প্রভৃতি কয়েকটি উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। খোদা তাঁহাকে বেহেশতে উচ্চাসন দান করুন।

পাঠক। আমরা জনাব মাওলানা ছাহেবকে কলিকাতা মাদ্রাছায় ভর্ত্তি করাইয়া দিয়া তাঁহার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ছুফী ছাহেবের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার আমরা তাঁহার মাদ্রাছায় অধ্যয়ন জনিত ঘটনাবলী আপনাদের গোচরীভূত করিবার চেষ্টা পাইব।

মাওলানা ছ'হেবের কলিকাতা মাদ্রাছায় অধ্যয়ন

তিনি অনুমান পনেরো বৎসর বয়সে প্রথম কলকাতা আলীয়া মাদ্রাছায় সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে বৎসরের ছয় মাস

অর্থাৎ যে কোন যুবক কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তাঁহার বয়সের জন্য সম্মান করে, আল্লাহ তাহার বার্দ্ধক্যের সময় তাহার জন্য এইরূপ লোক নিযুক্ত করিবেন যেন সে তাহার সম্মান করে।

অবশিষ্ট থাকিতে ভৰ্ত্তি হইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। মাত্র ছয় মাস পড়িয়া পরীক্ষার সময় তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। পূৰ্ব্বেই বলা হইয়াছে, ছুফী ছাহেব তাঁহাকে কলিকাতায়, যশোহরের জনাব মওলবী মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেব ছাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে বারাসাত পৰ্য্যন্ত ট্রেনে তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ী যোগে বশিরহাটে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট রাখিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবৰ্ত্তন করেন। আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত অনুগ্রহে তিনি উক্ত পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় কলিকাতা মাদ্রাছায় ফিরিয়া যান। তখন মাদ্রাছার পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি ক্লাসের অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এই নিমিত্ত পৃথক ভাবে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তিনি মাত্র ছয় মাস অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় জামাতের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাশ করেন। তাঁহার স্মৃতি শক্তি কিরূপ প্রখর ছিল, ইহা হইতেই তাহা অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি মাত্র চৌদ্দ দিনে 'পাঞ্জে গঞ্জ' কেতাব খানা সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ও আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় সৰ্ব্ব নিম্ন শ্রেণী হইতে সৰ্ব্বোচ্চ শ্রেণী পৰ্য্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাশ করিয়াছিলেন। তিনি জামাতে 'উলা'তে সমগ্র বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে প্রতি মাসে তিন টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাছার শেষ শ্রেণী পৰ্য্যন্ত মাসিক পনেরো টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি পাঁচটি রৌপ্য নিৰ্ম্মিত মেডেলও পাইয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পৰ্য্যন্ত পরীক্ষার পরীক্ষণীয় কোন একটি বিষয়ের একটি নম্বরও কাটা যায় নাই। এবং আজ পৰ্য্যন্ত সুদীর্ঘ পৌণে দুই শত বৎসরের মধ্যে তাঁহার মত কৃতী সন্তান একটিও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি মাদ্রাছা হইতে

তাঁহার বাসায় ফিরিয়া গেলে তথায় তাহার সহকারী ছাত্রগণ তাঁহার নিকট কেতাবগুলি বুঝিয়া লইতেন। তিনি একবার 'তকরীর' (আবৃত্তি) করিয়া দিলে কেতাবের 'হাশিয়া' (ফুটনোট বা পাদটীকা) সমেত তাহাদের কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর লিখিবার কালে তিনি উহার ফুটনোট ও পাদটীকার কথাও উল্লেখ করিয়া দিতেন। তাঁহার ক্লাশের ছাত্রের পরীক্ষার সময় কেতাবের কথা স্মরণ করিয়া পরীক্ষার সময় লিখিয়া দিতেন, ইহার ফলে পরীক্ষাগারে তাহাদিগের অনেক সময় অপেক্ষা করিতে হইত। কিন্তু মাওলানা ছাহেব আরবী ও ফারছী ভাষায় এরূপ সুদক্ষ ছিলেন যে, নিজের তৈয়ারী আরবী ও ফারছীতে অতি সংক্ষেপে অল্প সময়ের মধ্যে প্রশ্নমালার উত্তর লিখিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা যাইত যে, তিনি অন্যান্য সমপাঠী অপেক্ষা অনেক বেশী নম্বর পাইয়াছেন। তাঁহার সমপাঠী শ্রীহট্ট, চট্যগ্রাম, নোয়াখালী নিবাসী ছাত্রগণ উপরের ক্লাশে পড়িয়াও তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আপ্রাণ রাত্র-দিবস পরিশ্রম করিতে ক্রটী করিত না কিন্তু শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব সন্ধ্যার পরে ২/১ ঘন্টা ও প্রভাতে দুই ঘন্টা মাত্র পড়িতেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না।

তিনি অনেক সময় পরীক্ষা দিয়া উহার ফল কিরূপ হইবে, এজন্য চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। সেই রাত্রে স্বপ্ন যোগে মাদ্রাছার হেড মওলবী মাওলানা আহমদ ছাহেবের কামরার বাহিরের প্রাচীর গাত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত দেখিতে পাইতেন যে, তিনি প্রথম নম্বর ধারী হইয়াছেন। এইরূপ ঘটনা বহুবার সংঘটিত হইয়াছিল। পাঠক। ইহাতেই তাঁহার ছাত্রজীবনের চিত্তশুদ্ধির পরিচয় অনুমান করিয়া লউন। তিনি বাল্যকাল হইতে এত বড় পরহেজগার ছিলেন যে, সুদীর্ঘ ১২/১৩ বৎসরের মধ্যে থিয়েটার , সার্কাস, ইত্যাদি দর্শন করেন নাই। বিড়ী ও সিগারেট তিনি কখনও মুখে দেন নাই। জীবনে কখনও ধুমপান করেন নাই। পান খাওয়ার অভ্যাস তাঁহার কখনই ছিল না। এই

সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কাহার সহিত তিনি কলহ-বিবাদ করেন নাই। তিনি যশোহর নিবাসী মওলবী আব্দুল ওয়াজেদ ছাহেব—যিনি তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক ও গৃহ শিক্ষক ছিলেন, তিনি মাত্র তিন জামাত পর্য্যন্ত এমন সুন্দরভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, ইহার পর কোন খারেজী ওস্তাদের নিকট আর তাঁহার পড়িবার আবশ্যক হয় নাই। তিনি নিজের সন্তানের ন্যায় মাওলানা ছাহেবের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। জনাব মাওলানা ছাহেবও তাঁহাকে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার বিনা অনুমতিতে ও ইঙ্গিতে কোন কার্য্য করিতেন না। উক্ত মওলবী ছাহেবের অভিভাবক গণের অর্থ সঙ্কটের নিমিত্ত অনেক সময় তাঁহার টাকা কড়ির টানাটানি হইত। তাহার এত গুরু ভক্তি ছিল যে, তিনি নিজ হইতে ৫/১০ টাকা প্রদান করিতে একটু দ্বিধা বোধ করিতেন না। এই নিমিত্ত মাওলানা ছাহেব তাঁহার আন্তরিক দোওয়া লাভ করিয়া অপূর্ব্ব উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত শিক্ষক ছাহেব তিন বৎসর তত্ত্বাবধান করার পর রক্তপিত্ত কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া মাওলানা ছাহেবকে অভিভাবক শূন্য অবস্থায় ত্যাগ করিয়া দেশে গিয়া কয়েক বৎসর রোগ ভোগের পর কয়েকটী পুত্র কন্যা রাখিয়া তিনি নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর ধামে গমন করেন। ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাজেউন।

খোদা এরূপ মেহেরবান ওস্তাদের বেহেশতে উচ্চ দরজা দান করুন। (আমিন)। যদিও মাওলানা ছাহেব অভিভাবক শূণ্য হইয়া পড়িলেন, তথাপি স্বয়ং রব্বোল আলামিন খোদা তায়ালা তাঁহার অভিভাবকত্ব করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব জামাতে উলাতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া প্রথম নম্বরের ডিগ্রী ও শেষ মেডেল লাভ করিলেন। তিনি আরবী ক্লাশ পড়িয়া দুইটার পরে চারিটা পর্য্যন্ত ইংরাজী পড়িতেন প্রত্যেক ইংরাজী ক্লাশে স্কলারশিপ পাইতেন। জামাতে উলা পাশ করিয়া য়্যাংলো-পারশিয়ান ডিপার্টমেন্ট সেকেণ্ড ক্লাশ পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু যদিও তাঁহার এম,এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িবার আগ্রহ

ছিল, কিন্তু মাওলানা ছাহেব ১৩/১৪ বৎসর বয়সে মাতা পিতার অনুরোধে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের এক চাচার এতিম কন্যাকে বিবাহ করয়াছিলেন। কাজেই সেই সময় সাংসারিক চিন্তা তাঁহাকে এই উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল।

দুঃখের সহিত তাঁহাকে ইংরাজী পড়া হইতে বিরত থাকিতে হইল। সেই সময় মাদ্রাছার হেড মওলবী ছাহেব, মাওলানা ছাহেবের উন্নতি দেখিয়া মাদ্রাছা আলিয়ার মোদাররেছ (অধ্যাপক) হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার ইতিপূর্ব্বের চাকুরী বনামে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে অভক্তি জন্মিয়াছিল, ইহার কারণ এই যে, যখন তিনি ষষ্ঠ জামাতে তিন টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন, সেই সময় গ্রীষ্মের ছুটীর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে দেশ হইতে তাঁহার কোরআন শরীফের শিক্ষক মুনশী পীর আব্দুল খালেক ছাহেব বশিরহাট ভবনে মৃত্যু পীড়ায় শায়িত হইয়া পত্র দ্বারা শেষ সময়ে একবার সাক্ষাত করার আকুল আকাঙ্খা জানান। এজন্য তিনি হেড মওলবী মাওলানা আহমদ ছাহেবের নিকট এক সপ্তাহের ছুটীর আবেদন করেন। কিন্তু তিনি ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, "তোমার বৃত্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।" এই ভয়ে তিনি ছুটীর পূর্ব্বে বসিরহাট উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ছুটীর পরে তিনি তথায় পৌঁছিয়া তাঁহার এন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া চোখের পানিতে বক্ষস্থল প্লাবিত করিলেন। সেই হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন সামান্য তিন টাকা বৃত্তির জন্য ভক্তিভাজন শিক্ষকের সহিত শেষ সময়ে জিয়ারত করিতে পারিলেন না। আর চাকুরীর দাসত্ব ইহা অপেক্ষা আরও অধিক এবং খোশামোদ করার মাত্রা ইহাতে অধিক মাত্রায় বাড়িয়া যায়, ইহাতে হয়ত সময় মত মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের অন্তিম সময় তাঁহাদের সাক্ষাৎ ভাগ্যে না-ও হইতে পারে, এই হেতু তিনি চাকুরী পেশা অবলম্বন করেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের কেরাত শিক্ষা

যখন তিনি বশিরহাটে খাঁ সাহেবের মছজিদে থাকিতেন, বশিরহাটে ছুফী আবদুশ শাফী ছাহেবের নিকট হইতে মখরেজ ইত্যাদি কেরাতের নিয়ম শিক্ষা করিয়া লইয়া ছিলেন। তৎপরে যখন তিনি কলিকাতা মাদ্রাছা আলিয়াতে জমাতে ছুয়ামে কিম্বা আউয়ালে পড়িতেন, তখন এক দিবস মাওলানা বেলায়ত হোছেন ছাহেব বলিলেন, "তোমরা কি একজন উপযুক্ত কারীর নিকট কেরাত শিক্ষা করতে ইচ্ছা কর?" মাওলানা ছাহেব ও তাঁহার সমপাঠীগণ বলিলেন, "হাঁ," অমরা তাঁহার কেরাত শুনিতে ইচ্ছা করি, পর দিবস কারী বসির উল্লা ছাহেব তাঁহাদের ক্লাশে উপস্থিত হইয়া কেরাত শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহারা পুত্তলিকাবৎ তাঁহার কেরাত শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন যে, যেন অট্টালিকার ছাদ খসিয়া পড়িতেছে। তাঁহার কোরান পাঠ শেষ হইলে মাওলানা ছাহেব বলিলেন, "আমরা আপনার নিকট কোরান পাঠ শিক্ষা করিব।" বহু আবেদন করার পর তিনি স্বীকার করিলেন। অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কেরাত শিক্ষা করিতে লাগিল।

কলিকাতা, তালতলার নবাব ছাহেবের মাছজেদে তিনি কেরাত শিক্ষা দিতেন। মাওলানা ছাহেব কোরান শরীফের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে দোহরাইয়া পড়িয়া লইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে শরহে জজ্‌রী কেতাব খানিও পড়িয়া লইলেন। এই কারী ছাহেবের বাটী নওয়া খালী জেলার দৌলতপুর গ্রামে, ইনি অনেক দিবস মক্কা ও মদিনা শরীফে ছিলেন। মাওলানা ছাহেব যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন উপযুক্ত আদব ও খেদমত করিতে ত্রুটী করিতেন না।

পাঠক। আমরা গোলেস্তা নামক কেতাবে পড়িয়াছি এমাম গাজ্জালী (রঃ) কে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি এতবড় পদ কিরূপে লাভ করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"আমি যাহা না জানি, তাহা জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জাবোধ করি নাই। এজন্য খোদা আমাকে বড় দরজা দিয়াছেন।" আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব উপযুক্ত আলেম হইয়াও একজন কারীর নিকট কেরাত শিক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। অনেক জাহেরী বিদ্যায় বিদ্বান লোক পীরের আসনে সমাসীন হইয়া বিস্তর মুরিদ বানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তরিকতের এলেম জানেন না, এই হেতু তাহাদের হেদায়েত কার্য্যে অঙ্গহানি হইয়া থাকে, কিন্তু লোক লজ্জায় ও সম্মান লাঘবের ধারণায় তাহারা তরিকতের পীরের খেদমত ও তদ্দারা সৌভাগ্য লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে। ইহাও গরিমার লক্ষণ, ইহাই অনেক দেশী হিন্দুস্থানী পীরের অবস্থা। তাহাদের নিকট কেহ তরিকাত শিক্ষা করিতে চাহিলে, ইজ্জত রাখার জন্য পুস্তকগত বিদ্যা হইতে কিছু শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে মুরিদের কোন ফলোদয় হয় না মাওলানা শাহ অলিউল্লা (রঃ) ছাহেব কওলোল জামিলের শেষাংশে লিখিয়াছেন যে, পীর এল্‌মে জাহিরিতে অপরিপক্ক তাহাকে উহা শিক্ষা করিয়া আর যিনি এল্‌মে বাতেনিতে অপরিপক্ক তাহাকে উহা শিক্ষা করিয়া নিজের ক্ষতিপূরণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিতে একজন হিন্দু পণ্ডিতের স্মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যে মছলাতে সন্দেহ করিতেন, তাহা নিজের পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

———

পঞ্চম পরচ্ছেদ

তরিকত অন্বেষণে মাওলানা ছাহেব

অতঃপর জনাব মাওলানা ছাহেব কোরআন হাদিছ ও ফেকাহ শাস্ত্রের বাহ্যিক এলমে অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চয়ের নির্মিত্ত তাঁহার প্রাণে অদম্য পীপাসা জাগিয়া উঠে। কবি বলিয়াছেন ঃ—

علم باطن همچون مسکه　　　علم ظاهر همچون شیر

کئی بود بے شیر مسکه　　　کئی بود بے پیر پیر؟

অথা'ৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান মাখন সদৃশ ও জাহেরী জ্ঞান দুগ্ধ সমতুল্য। সুতরাং দুগ্ধ ব্যাতিরেকে যেমন মাখন প্রস্তুত হইতে পারে না, তদ্রূপ উপযুক্ত কামেল পীরের সংসর্গ লাভ ব্যতীত মানুষ কখনও পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে না।

এমাম মালেক (রহঃ) বলিয়াছেন—

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق

ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق

যে ব্যক্তি ফেকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে কিন্তু এল্মে তাছাউয়াফ শিক্ষা করে নাই সে (ওয়াজেব পরিত্যাগ করার কারণে) গনাহ কবিরাহ করিল, আর যে ব্যক্তি ফেকার শাস্ত্র অদ্যয়ন না করিয়া শুধু তাছাউয়াফ শিক্ষা করিল, (আকায়েদ ঠিক রাখিতে না পারার নিমত্ত) সে ব্যক্তি কাফেরী করিল।"

জনাব মাওলানা ছাহেবের নিকট শুনিয়াছি, তিনি সর্ব্বপ্রথমে ফুরফুরা শরীফের জনাব হজরত মরহুম মাওলানা গোলাম ছালমানী ছাহেবের নিকট মুরদী হন, তাঁহার এন্তেকালের পর উক্ত ফুরফুরা শরীফের আওলিয়া কুল শ্রেষ্ঠ, হাদীয়ে জমান মোহীয়ে ছোন্নাৎ মাহিয়ে বেদ্আত , জনাব হজরত মাওলানা শাহ ছুফী মোহাম্মদ আবুবাকর ছিদ্দীকী (রহঃ) এর নিকট বয়াত গ্রহণ করেন। উক্ত হজরত পীর

ছাহেবদ্বয়—তাঁহারা উভয়েই একই পীরের অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের হজরত শাহ ছুফী ফাতেহ আলী (রঃ) এর খলিফা ছিলেন। শেযোক্ত পীর ছাহেবের নিকট হইতে তিনি অধিক ফয়েজ লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর ছাহেব কেবলা মরহুমের নিকট আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তখন আমি ফুরফুরা মাদ্রাছার ছিনিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। -১৩২৩ সালের ৮ই চৈত্র তারিখে তিনি হজরত মরহুম চাচা পীর মাওলানা গোলাম ছাল্‌মানী (রহঃ) এর ঈছালে ছওয়াবের মাহফেলে মাওলানা ছাহেব ওয়াজ করিতেছিলেন। আমিও বহু লোক সহ উক্ত মাহফেলে উপস্থিত ছিলাম। হজরত পীর ছাহেব কেবলা বলিলেন—"আমার খান্দানে এলমে লাদুন্নীর ফয়েজ আছে, আমি উহা মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেবকে দিয়াছি।"

ছাত্র জীবনে একদা ফুরফুরা শরীফে অবস্থান কালে জনাব মাওলানা ছাহেবের সমভি ব্যবহারে অপরাহ্নে ৫টার সময়ে একখানি 'তরিকত দর্পণ হস্তে লইয়া মাওলানা ছাহেব পীর কেবলা ছাহেবের নিকট গিয়াছিলেন। পীর কেবলা মরহুম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"এই তরিকত দর্পণ কেতাব খানা আমারই মলফুজাত হইতেছে, বুঝিলে বাবা?" আমি বলিলাম—"হাঁ, হজুর বুঝিয়াছি।" কিয়ৎক্ষণ পর, জনাব মাওলানা ছাহেব ও আমি উভয়ে হজরত পীর ছাহেব কেবলার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিলে তিনি আমাকে বলিলেন—"এইবার তরিকত দর্পণ ছাপিবার সময় উহার নাম "মলফুজাতে ছিদ্দীকীয়া" রাখিতে হইবে। তদবধি উহা একাল পর্য্যন্ত "মলফুজাতে ছিদ্দীকীয়া" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি মরহুম পীর হজরত আবুবাকার ছিদ্দীকী রহমাতুল্লার নিকট হইতে অধিকতর ফয়েজ লাভ, করিয়াছিলেন।

হজরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার নিকট পূর্ণ চারি তরিকায় কামালিয়ৎ লাভ করিয়া তিনি তাঁহারই আদেশে এছলামের খেদমতে

আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সুগভীর কোরআন হাদিছ সম্বলিত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা যিনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে সমগ্র পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়নে তাঁহার ন্যায় কোরআন-হাদিছ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত মরহুম হজরত পীর ছাহেব কেবলা তাঁহাকে "এমাম ও আল্লামায়ে বাঙ্গালা" এই মহা সম্মানিত উপাদিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। একদা তিনি তাঁহার নিকট চাকুরীর প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে হজরত পীর ছাহেব বলিয়াছিলেন, "বাবা। উপযুক্ত আলেমগণ ওয়ায়েজ না হওয়ায় অল্প শিক্ষিত লোকেরা উপদেষ্টা সাজিয়া দেশ ও সমাজের আংশিক কল্যাণ সাধন করিতেছেন বটে, কিন্তু বহু সময় তাঁহারা জাল হাদিছকে হজরতের হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করিয়া কখনও বা বিপরীত ফৎওয়া দিয়া কখনও বা আজগবী অমূলক গুজব বর্ণনা করিয়া কেহবা রাগ-রাগিনী সহকারে মছনবী ও গজল পাঠ করিয়া কেহবা কাওয়ালী গাহিয়া ওয়াজের মাহফেল সরগরম করিয়া দেশে মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে, বাবা! তুমি চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া দেশ ও সমাজ সেবায় আত্ম নিয়োগ কর।"

পাঠক। হজরত পীর ছাহেবের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি ওয়াজ ব্রত অবলম্বন করেন। তিনি কোরআন হাদিছ ফেকাহ ও শারিয়তের মছলা-মাছায়েল সংক্রান্ত ব্যাপারে ওয়াজ করিতে যেরূপ সুদক্ষ ছিলেন তাহা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান বাসিদিগের অবিদিত নাই। তাঁহার নিকট মধুর ওয়াজ শ্রবণের আকুল আকাঙ্খা লইয়া কত লোক গোরবাসী হইল, দুই মাস ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে পাথেয় পাঠাইয়া বা টেলিগ্রামে পাঠাইয়াও যাহাকে লোকেরা পাইতে পারিত না, তাঁহার ওয়াজের বর্ণনা আমরা কি করিতে পারি? তিনি যে পীরের খেদমতে আত্মসমপর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি হাদীওল মেল্লাতে অদ্দীন আমীরোশ শরীয়তে বাঙ্গালা, মোজাদ্দেদে জমান, শরীয়ত ও তরীকতের এলেমের মহাসমুদ্র, পাঁচ তরিকার অতি প্রবীণ পীর হজরত ছুফী শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবুবাকার ছিদ্দীকী (রহঃ) ছাহেব।

কত লক্ষ লক্ষ মোছলমান তাঁহার পবিত্র হস্তে মুরীদ হইয়াছেন তাঁহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। বহু সহস্র আলেম মওলবী মাওলানা তাঁহার খলিফা ছিলেন। কত হাজার লোক তাঁহার নিকট হইতে এল্‌মে মা'রেফাতের জ্যোতিঃতে নিজের আত্মাকে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি ও তাঁহার খলিফাগণের দ্বারা সমগ্র পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে অসংখ্য মাদ্রাছা-মক্তব ও স্থান বশেষে বহু হাই স্কুলও স্থাপিত হইয়াছে। ময়মন সিংহ দোরমুট রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে কলাবাধা হাইস্কুল মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আদেশে স্থাপিত হইয়াছে। তথায় দুইবার সভা সমিতি উপলক্ষে যোগদানের সুযোগও দীন লেখকের হইয়াছিল।

কত সহস্র ফাছেক, জালেম, জেনাকার, মদখোর, সুদখোর ও বেনামাজী ইত্যাদি তাঁহার দৃষ্টিপাতে তওবা করিয়া খাঁটী মোছলমান হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

যাহা হউক, হজরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজেই শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে নকশবন্দীয়া, মোজাদ্দাদীয়া কাদরিয়া ও চিশতীয়া এই চারি তরিকা শিক্ষা দিয়া নিজের খলিফা মনোনীত করিয়া বলেন, "বাবা। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, পীর এন্তেকাল করার পর তাঁহার মুরিদেরা অনেকরূপ নকল মিশ্রিত করিয়া আসল জিনিসটাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। কেহ নিয়মের অতিরিক্ত উচ্চঃস্বরে জেক্‌র নর্ত্তন কুর্দ্দন ও হাত তালি দেওয়ার রীতি করিয়া লয়, কেহ সঙ্গীত বাদ্য, কাওয়ালী গাহিয়া থাকে, কেহ বেগানা স্ত্রীলোকদিগের হাত ধরিয়া মুরদী করিয়া থাকে, কেহবা তাহাদের খেদমত গ্রহণ করা নিজের একটা পেশা করিয়া লইয়াছে, কেহবা কতকগুলি জাহেরী দোওয়া ও অজিফাতে তরিকত বুঝিয়া সমস্ত জীবন উহার জন্য সাধ্য সাধনা করিয়া থাকে। কেহ কিছু মৌখিক জেকেরে আন্দন অনুভব করিয়া শরিয়তের আহকাম, ছোন্নাত ও আদব ত্যাগ করিয়া থাকে। কেহবা লেবাছ পোষাক ও চাল-চলনে শরিয়তের বিপরীত মত পোষণ করিয়া থাকে। কেহবা ফকিরী দাবী করিয়া বিড়ী সিগারেট

হইতে আরম্ভ করিয়া হারাম ও সন্দেহ মূলক বিষয়গুলি পরিত্যাগ করে না। একদল লোক সুদ খাওয়া, হারাম খোরের বাটীতে আহার করা, শরীয়ত ও তরিকতের পরিপন্থী বলিয়া মনে করে না। একদল লোক তরিকতকে অমূলক ও নাজায়েজ ধারণা করিয়া তাকে। সুতরাং তুমি এইরূপ একখানা কেতাব রচনা কর, যাহাতে আসল তরীকত ও তাছাউওয়াফ ও নকল তরিকত ও তাছাউওয়াফ, আসল ফকীর ও নকল ফকীরের রূপ সহজেই অনুমান করা যায়। উক্ত কেতাবে শরিয়ত ও তরিকত উভয় বিষয়ের যেন সমাবেশ থাকে। তরিকতের ও চারি তরিকার নিয়ম কানুন, নিয়ত ব্যবস্থার সবিস্তার বর্ণনা থাকে। প্রত্যেক দায়রা ও মাকামের মর্ম্ম স্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকে, এবং ইছলামী আকায়েদ ও শরিয়ত ও তরিকত সংক্রান্ত মত লিখিত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, যেন আমার কোন মুরদী আমার পরে কোন ভেজাল মিশাইতে না পারে।''

অতঃপর জনাব মাওলানা ছাহেব নিজ পীরের শিক্ষা অনুসারে 'তাছাওয়াফ তত্ত্ব' নামে একখানা কেতাব রচনা করিয়া উহা ''মলুফুজাতে ছিদ্দীকীয়া'' নামে অভিহিত করিয়া আ'লা হজরতের খেদমত শরীফে কলিকাতা টীকাটুলী মাছজেদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উহা পড়িয়া এজাজত (অনুমতি) লইয়া ছাপাইতে দেন। সেই কেতাব খানা পীর ছাহেবের নেক নজরে এরূপ উপাদেয় হইয়াছিল, যাহা বারম্বার না পড়িলেমনের তৃপ্তি হয় না।* প্রাচীন

(ক) অত্যন্ত দুঃখের বলিতে হইতেছে—মরহুম মাওলানা সাহেবের এন্তেকালের পর উক্ত কেতাব খানি আর বাজারে পাওয়া যাইতেছে না, শুধু তাহাই নহে, তাঁহার রচিত অন্যান্য কেতাব গুলি দুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মরহুম মাওলানা ছাহেবের একমাত্র পুত্র বন্ধুবর মৌঃ আবদুল মাজেদ ছাহেবকে অনুরোধ করিতেছি—তিনি জেন অবিলম্বে তাঁহার পিতার সমস্ত পুস্তক গুলি ছাপাইয়া বাজারে) বা'হির করতঃ একদিকে তাঁহার পরলোকগত ওয়ালেদ ছা'হেবের পূর্ণা স্মৃতি রক্ষা অপর দিকে দেশ ও সমাজের বিরাট অভাব মোচনে তৎপর হন। —প্রকাশক

পীরেরা বলিয়া গিয়াছিলেন, "যদি তুমি সর্ব্বক্ষণ পীরের খেদমত লাভে সক্ষম না হও, তবে তাঁহাদের রচিত কেতাব গুলি অধ্যয়ন কর, ইহাতে পীরের সঙ্গ লাভের ফল দরশিতে পারে।"

পাঠক! আপনি হয়ত তরিকতের নাম শুনিয়া অরুচি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু আপনার জানিয়া রাখা উচিৎ, প্রত্যেক মনুয্যের মধ্যে 'নফ্ছ' নামক একটী আত্মিক জিনিষ আছে, সে প্রত্যেক মনুয্যকে পাপের পথে পরিচালিত করিতে চাহে, ইহা তাহার স্বভাব। যেরূপ কয়লার স্বভাব মলিনত্ব, সেইরূপ কুচিন্তা উদয় করা কুপথে পরিচালিত করা ও কুমত গঠন করা ইহার চিরাচরিত রীতি। মক্তুবাতে এহইয়া মনিরিতে লিখিত আছে, একজন পীর বোজর্গ স্বপ্নযোগে একটী ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট ইন্দুরকে দেখিয়া উহাকে পদাঘাত করেন, অমনি সে না মরিয়া বন্য শূকর রূপে পরিণত হয়। পীর ছাহেব বিস্মিত নয়নে ইহা দেখিতে দেখিতে শূকরটীকে পদাঘাত করেন। হঠাৎ শূকরটী বৃহৎ হস্তী আকারে পরিণত হইয়া যায়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"হে হস্তী তুমি কোন্ জগতের জীব?" সে বলিল,—"আমি বাহ্য জগতের জীব নহি, আমার নাম 'নফছ' আমি আত্মিক জগতের জিনিষ, আমি আপনার পদাঘাতে সঙ্কুচিত হইব না আমি আত্মিক জ্যোতিঃ প্রবাহ জেকরের কশাঘাত, মোরাকাবার নুর ও পীরে কামেলের তাওয়াজ্জোহ্ দ্বারা শাসিত সঙ্কুচিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকি।" অঙ্গারের মলিনত্ব যেরূপ অগ্নি দ্বারা দূরীভূত হয়, সেইরূপ কামেল পীরের সঙ্গলাভে নফছের স্বভাব পরিমার্জ্জিত হয়। মাওলানা রূমি নফছের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সমস্ত দেহ-প্রতিমার মাথা তোমার নফছ। বাহ্য প্রতিমা ছোট সর্প ও তোমার নফছ বৃহৎ অজাগর। অগ্নি দুই প্রকার, প্রকাশ্য অগ্নি পানি দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়, আর দ্বিতীয় প্রকার প্রস্তর নিহিত অগ্নি, ইহা ঠুন্‌কী (চক্‌মক্) পাথরের মধ্যে বিরাজ করিতছে সহস্র সমুদ্রের পানি দ্বারা ধৌত করিলেও ইহা নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। ইহাই তোমার শরীরের লুক্কায়িত 'নফছ' মানব দেহে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি স্বভাবগুলির সমাবেশ আছে ইহা নফছের প্রক্রিয়া।

ইহার জন্যই চক্ষু হারাম দৃষ্টি করিয়া ও অন্তর কলুষিত ধারণা করিয়া মহা গোনাহের সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই চক্ষের প্রেরণায় লোকে মহা গোনাহ জনক ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে।

খোদা পাক বলেন ঃ

يعلم خائنة الاعين وما تخف الصدور ۝

"তিনি চক্ষুগুলির বিশ্বাস ঘাতকতা এবং অন্তর সমুহ যাহা গোপন করে, তাহা অবগত আছেন।"

এই নফছ তোমার অন্তরে 'রিয়া' গরিমা ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া দিয়া তোমার সমস্ত জীবনের এবাদত কার্য্যগুলি বরবাদ করিয়া থাকে। মাওলানা রুমি বলিয়াছেন, এক কৃষক চল্লিশ বৎসর যাবত গম সংগ্রহ করিয়া অবশেষে জানিতে পারিল, ইন্দুরে ছিদ্র করিয়া তাহার সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এইরূপ অনেক অনেক দরবেশ বহুযুগ ধরিয়া এবাদত করিয়া থাকে। কিন্তু নফছ শুদ্ধি করার উপায় না জানায় উক্ত নফছ্ তাহার অন্তরে গিয়া গরিমা সৃষ্টি করিয়া দিয়া যুগ যুগের বন্দিগীকে না-মকবুল করিয়া দিয়াছে। এই নফছ শুদ্ধি করিতে চাহিলে, কামেল মোকাম্মেল পীরের শুভদৃষ্টির দরকার, ইহা ব্যতীত বর্ত্তমানে অন্য কোন উপায় নাই। তাই এতক্ষণ ধরিয়া আপনাকে তরিকতের আলোচনা শুনাইয়া কষ্ট দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। জনাব মাওলানা ছাহেব নিজের পীরের আদব-সম্মান করিতে অতি দক্ষ ছিলেন, যেরূপ ইনি তাঁহার ভক্তি করিতেন, তিনিও সেইরূপ তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। অনেক সময় মাওলানা ছাহেব বড় জটিল জটিল মছ্লার-মীমাংসার জন্য আ'লা হজরতের স্মরণাপন্ন হইতেন, পক্ষান্তরে পীর হইয়াও তিনি স্নেহের পাত্র মুরিদ মাওলানা ছাহেবের নিকট কোন কোন মস্লা সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাই প্রকৃত খোদা ও শরিয়ত ভক্ত পীরের লক্ষণ। হজরত নবী (ছাঃ) এল্মে আওয়ালিন ও আখেরিন প্রাপ্ত হইয়াও কোন অস্পষ্ট উদ্দেশ্যে হজরত আবুবকর, ওমার প্রভৃতি শিষ্যগণের নিকট কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন। আমাদের এমাম আজম (রহঃ)

সময় সময় তাঁহার শিষ্য এমাম আবু ইউছফ, এমাম মোহাম্মদ, এমাম জাফর প্রভৃতি ছাহেবগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। পীর-মুরিদের মধ্যে কি অপূর্ব্ব প্রীতি-প্রেম, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও স্নেহ। মুরিদ নিজের স্বাধীনতাকে পীরের মর্জ্জির মধ্যে মিলাইয়া না দিলে কি প্রকৃত মুরিদ হইতে পারে? মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ ছাহেব লিখিয়াছেন—"যেরূপ মৃত জীবিতদের হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে, খাঁটী মুরিদ সেইরূপ পীরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া থাকে।"

মাওলানা শাহ্ অলি উল্লাহ ছাহেব লিখিয়াছেন, মুরিদের অন্তরে পীরের এরূপ মোহাব্বত ও ভক্তি থাকা আবশ্যক যেন তিনি ইহার চক্ষের পুতলী স্বরূপ হয়েন। হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব লিখিয়াছেন—মুরিদ পীরের যত অধিক পরিমাণে মোহাব্বত করবে, তত অধিক পীরের আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ (ফয়েজ) তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইবে।

হজরত বলিয়াছেন,

المؤمن مرآة المؤمن

এক মুছলমান অন্য মুছলমানের দর্পণ স্বরূপ। দর্পণে যেরূপ নিজের প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়, দর্পণ পীরের ফয়েজ ঐ পরিমাণ মুরিদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইবে যে পরিমাণ তাহার মোহাব্বত থাকিবে। পীরের চলন-চরিত্র, লেবাছ-পোষাক, রীতি-নীতিতে মুরিদের পূর্ণ তাবেদার হওয়া নিত্যন্ত দরকার। অতএব খাঁটী পীরের লক্ষণ কি তাহাই এস্থলে আলোচ্য। খোদা বলিয়াছেন, অলিউল্লাহগণ পরহেজগার হইবেন। হজরত বলিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে খোদার জেকর মনে পড়ে, তিনিই তাঁহার সবচেয়ে বড় ভালবাসার পাত্র। এইরূপ পীরের সম্বন্ধে মাওলানা রুমি বলিয়াছেন, এক জামানা অলিউল্লাহ গণের সঙ্গলাভ শত বৎসর রিয়াশূণ্য এবাদত অপেক্ষাও উত্তম। খাঁটী পীরের দ্বারা মুরিদেরা জেকের-ফেকর, মোরাকাবা ও পরহেজগারী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। জাল পীরের দ্বারা মিথ্যা, ফেরেব, জুয়াচুরি, অর্থলিস্পা ও হারামখুরি শিক্ষালাভ হয়। যে পীর

সুদখোর ও হারামখোরের দাওয়াত উপঢৌকন গ্রহণ করেন, তিনি পরহেজগারীর মস্তকে পদাঘাত করায় জাল পীর নামের উপযুক্ত। যাহার দরবারে হারাম হালাল বিনা বাদ-বিচারে স্তূপীকৃত হইতে থাকে, তিনি কি আসল পীর হইতে পারেন? হজরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষ যতক্ষণ সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ না করে, ততক্ষণ পরহেজগার হইতে পারে না।

আরও তিনি বলিয়াছেন, হারাম স্পষ্ট হালাল স্পষ্ট এতদুভয়ের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহ জনক বিষয় আছে, যে ব্যক্তি উহা হইতে পরহেজ করে সে নিজের সম্ভ্রম ও দ্বীন বাঁচাইতে পারে। আর যে ব্যক্তি উহাতে পতিত হয়, হারামে পতিত হয়। ইহাতে বুঝা যায়, যে পীরেরা হারাম খোরের দাওয়াৎ ও উপঢৌকন গ্রহণ করেন তাঁহারা পীরের নামের কলঙ্ক। যে পীরের কেদমতে যুগ-যুগান্তরে কাটাইলে শরীরের জেকর ও মোরাকাবার নূর পরিলক্ষিত হয় না তিনি পীর নহেন। তরিকতের পীরেরা একবাক্যে বলিয়াছেন কারামত প্রকাশিত হওয়া পীরত্বের শর্ত্ত নহে বরং শরিয়তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাই প্রধান কারামত। মাওলানা কারামত আলী (রঃ) ছাহেব জখিরায় কারামতের ২/৭৩/৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মিসরে একজন আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগী ছিল সে লোকের মনোভাব বলিয়া দিত, ইহাতে বহু মুছলমান তাহার চক্রে পড়িয়া ভ্রান্ত হইতেছিল। একদিন একজন মুছলমান বিদ্বান তাহাকে হত্যা করার ধারণায় বিষ মিশ্রিত ছুরি বস্ত্রের মধ্যে গোপন করিয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দরওয়াজাটী খুলিতে বলিলেন, যোগী ঘরের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল,—"তুমি লুক্কায়িত বিষ মিশ্রিত ছুরি খানা বাহিরে" রাখিয়া গৃহে প্রবেশ কর।" তখন উক্ত আলেম বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন,—"হে যোগী। তুমি কিরূপে আমার লুক্কায়িত অস্ত্রের কথা অবগত হইলে?" তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, আমি আমার নফছের কামনার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া থাকি, এই হেতু এইরূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। আলেম বলিলেন,—"তুমি কি মোছলমান

হইবে?" সে বলিল হাঁ,—আলেম বলিলেন,—'ইহার কারণ কি?" সে বলিল আমি আমার নফছকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সে এছলাম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। আর নফছের বিরুদ্ধাচরণ করাই আমার নিয়ম এই হেতু—আমি মুসলমান হইলাম।" ছহিহ্ মোছলেমের একটী হাদিছে লিখিত আছে, দাজ্জাল মৃত খেজর (আঃ) কে জীবিত ও বহু অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ করিবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন অলৌকিক ঘটনা দেখান পীরের পক্ষে জরুরী ও আবশ্যক নহে। ইহা যাদুকরদিগের দ্বারাও প্রকাশিত হইতে পারে। একদল জালপীর তছখিরে কলুবের আমল জানে, তাহারা সেই আমলের জন্য বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে, উপস্থিত লোকদিগকে পঙ্গপালের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া থাকে। খুলনা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে এরূপ একদল ভিক্ষুককে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কোন নৌকার ধারে দাঁড়াইয়া মোহিনী মন্ত্র পড়িতে থাকে, ইহাতে নৌকার লোকে হতজ্ঞান হইয়া নৌকার টাকা-কড়ি, চাউল, ডাউল সমস্ত দিয়া ফেলে। অনেক পীর এইরূপ মোহিনীমন্ত্র দ্বারা লোকদিগকে বাধ্য ও তাহাদের টাকা-কড়ি আত্মসাৎ করিয়া থাকে। হজরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহঃ) একজন কারামত বিশিষ্ট পীরের সংবাদ শুনিয়া শিষ্যগণ সহ তাহার পরীক্ষার্থে উপস্থিত হইলে, সেই পীর বাহির হইয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি কেবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহঃ) তাঁহাকে ছালাম না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং বলিলেন "যে ব্যক্তি কেবলার সম্মান করিতে জানেনা, সেই ব্যক্তি কিরূপে পীর হইবে?" পীরের লক্ষণ এই যে, হজরতের ছুন্নতের তাবেদার হইবেন। মোজাদ্দেদ ছাহেব বলিয়াছেন— "পর্ব্বত তুল্য খয়রাত অপেক্ষা হজরতের একটী ছোট ছুন্নাত পালনে দরজা অধিক।"

কতক পীর মোছাফাহা করেন না, কিন্তু মোছাফাহা করা ছুন্নত। ইহাতে তাঁহার গরিমা প্রকাশ পায়। কতক পীর দাড়ীতে কাল খেজাব করিয়া থাকে, অথচ হজরত বলিয়াছেন— "কাল খেজাবকারী বেহেশতের ঘ্রাণ পাইবে না।" কতক পীর দ্বারয়ান নিযুক্ত করিয়া

রাখে, কিন্তু হজরত নবী (ছাঃ) এর কোন দ্বার রক্ষক ছিল ন। কতক পীর বলিয়া থাকেন, "আমাদের ব্যতীত সত্যপরায়ণ পীর দুনইয়াতে নাই, আর কাহারও নিকট মুরিদ জায়েজ নহে।" ইহা হিংসা ও অহঙ্কারের লক্ষ্মণ। হজরত বলিয়াছেন, "হিংসা মানুষের দ্বীন বরবাদ করিয়া ফেলে।" অহঙ্কারী ব্যক্তি নিশ্চয় দোজখে প্রবেশ করিবে। এই হিংসা ও অহঙ্কার করা গোনাহ কবিরা, পীর হওয়া দূরের কথা একজন পরহেজগারের মধ্যে ইহারা থাকিতে পারে না। এই রূপ অহঙ্কারী ও হিংসুক লোক পীর হইতে পারেনা। একদল পীর দল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অন্য পীরকে কাফের বলিয়া ফৎওয়া প্রচার করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের জানা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ মুছলমানকে কাফের বলে, সে হজরতের হাদিছ অনুযায়ী নিজেই কাফের হইয়া যায়। মাওলানা কারামত আলী (রঃ) ছাহেব বলিয়াছেন, যদি কোন মুছলমানের মধ্যে এরূপ একটি কার্য্য দেখা যায় যে, উহার ৯৯ প্রকার অর্থে কোফর প্রমাণিত হয়, এবং এক প্রকার অর্থে এছলাম প্রমাণীত হয়। তবে তাহার প্রতি এছলামের হুকুম দেওয়া উচিৎ। কেহ কাহার প্রতি কোফরের ফৎওয়া দিলে, দেখিতে হইবে দুনিয়ার বড় বড় অধিকাংশ আলেম উহা ছহিহ বলেন কিনা? যদি তাঁহারা ছহিহ না বলেন, তবে উক্ত ফৎওয়া বাতিল। যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করা না হয়, তবে ছাহাবাগণ, এমামগণ, মোহাদ্দেছগণ, পীরগণ এমন কি হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরোলবি ও হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব পর্য্যন্ত কাফের হইয়া যাইবেন। পীরের আসল কারামত মুরিদগণের অন্তর নুরে নুরে পূর্ণ করিয়া দেওয়া।

হজরত শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব কওলোল জমিল কেতাবে লিখিয়াছেন, পীর হওয়ার পাঁচটি শর্ত্ত আছে। এক শর্ত্ত এই যে, যে ব্যক্তি বহু জামানা পীরের খেদমতে থাকিয়া নুর ও আত্মিক শান্তিলাভ করিয়া থাকে। মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জাখিরায় কারামত ও নুরোন-আলা নুর কেতাবদ্বয়ে লিখিয়া গিয়াছেন, এই তরিকত শিক্ষা আদান প্রদানের উপর নির্ভর করে। ইহা টুপি ও

শেজরা প্রদানের উপর নির্ভর করে না। ফুরফুরার হজরত বহুকাল হজরত মাওলানা শাহ ছুফী ফতেহ আলী ছাহেবের খেদমতে থাকিয়া সমস্ত তরিকা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের কতক লোক হয়ত ১০/১১ বৎসর বয়সে পীরের নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু শিক্ষা না করিয়া পাগড়ী টুপী শেজরা পাইয়া মস্ত পীর হওয়ার দাবী করিয়া বসিলেন। নিরক্ষর লোকেরা তাহাকে অতুলনীয় পীর ধারণা করিয়া তাহার খেদমতে হাজির হইয়া শেজরা লইয়া খেলাফতের দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা একেবারে জাল পীরত্ব ও খেলাফত।

হজরত শাহ ছুফী ফতেহ আলী ছাহেব মুরিদগণের নিমেষের মধ্যে হজরত নবী (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করাইয়া দিতেন। হজরত মাওলানা গোলাম ছালমানি মরহুম ছাহেব (তিনি তাঁহার খলিফা ছিলেন) বলিয়াছেন, এক দিবস কলিকাতা মাদ্রাছার মোদার্রেছ হজরত মাওলানা ছায়াদাত হোসেন ছাহেব আমার পীর ছাহেবের নিকট বসিয়া ছিলেন। হজরত পীর ছাহেব একটী হাদিছ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তৎশ্রবণে মাওলানা ছায়াদত হোছেন ছাহেব বলিলেন, হুজুর। এই হাদিছটি ছহিহ নহে। পীর ছাহেব বলিলেন, না মাওলানা, ইহা ছহিহ হাদিছ, মাওলানা ছাহেব ইহা অস্বীকার করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ তিনি অচৈতন্য হইয়া গেলেন। পীর ছাহেব আমাকে বলিলেন,— "তুমি মাওলানা ছাহেবের মস্তকে পানি দাও।" কিছুক্ষণ পরে মাওলানা ছাহেব চৈতন্যলাভ করিয়া বলিলেন,—"হাঁ ছুফী ছাহেব, হাদিছটী নিশ্চয়ই ছহিহ।" মাওলানা ছাহেব চলিয়া গেলেন, আমি হজরত পীর ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম —"হুজুর। এই ব্যাপারটী কি?" হজরত পীর ছাহেব বলিলেন, ইনি একটী হাদিছের ছহিহ হওয়া অস্বীকার করিতেছিলেন এই হেতু আমি তাঁহার উপর এস্তেগ্‌রাকের ফয়েজ নিক্ষেপ করিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করাইয়া দিলাম।

হজরত নবী (ছাঃ) বলিলেন,—"হে ছায়াদত হোসেন। উহা আমার ছহিহ হাদিছ।" ইহা শুনিয়া মাওলানা ছাহেব উহার ছহিহ হওয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। কলিকাতার শেখ খোদা বখ্‌শ বলিয়াছেন, তনাব সুফী ফতেহ আলী ছাহেবের জনৈক মুরিদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, আমি এত পরিশ্রম করি কিন্তু আমারকলব জারী হইতেছে না। ছুফি ছাহেব বলিলেন "তুমি কি কোন সুদখোরের জিয়াফত খাইয়া থাক?" সে ব্যক্তি বলিল— "হ্যাঁ, আমার জামাতা সুদখোর, তাহার জিয়াফত খাইয়া থাকি।"

ছুফী ছাহেব বলিলেন,—"এই হেতু তোমার কলব জারি হয় না" তৎপরে ছুফী ছাহেব বলিলেন, তুমি এই বিছানার দিকে লক্ষ্য কর। তাঁহার তাওজ্জহে বিছানা বিকম্পিত হইতে লাগিল, তিনি বলিলেন, বিছানা তায়াজ্জোহ্ দ্বারা বিকম্পিত হয়। কিন্তু হারাম ভক্ষণে তোমার হৃদয় এরূপ কলুষিত হইয়াছে যে, উহা কম্পিত হইলনা। একদিবস মেদিনীপুরী শাহ মোর্শেদ আলী ছাহেবের একজন মুরিদ কলিকাতা বিবি ছালেটের মসজিদে হজরত মাওলানা শাহ ছুফী ফতেহ আলি ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর। আমি দরুদ শরিফ পড়িয়া থাকি, হজরত নবি (ছাঃ) এর ছায়া দেখিতে পাই। তাহার আকৃতি দেখিতে পাইনা। ইহার কারণ কি? তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তুমি দরুদ শরীফ কিরূপে পড়িয়া থাক? তিনি বলিলেন, "আল্লা হোম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদ" পড়িয়া থাকি। হজরত বলিলেন, "ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মদ" বলিয়া আমার আছিলা দিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া দরুদ পড়। তিনি তাহাই করা মাত্র হজরতের জিয়ারত তাহার নছিব হইয়া গেল। এক দিবস হজরত ছুফী ছাহেব পল্লীতে যাইতেছিলেন, এক বেহারাকে সর্পে দংশন করিয়াছিল, তিনি বলিলেন,—"কোন ভয় নাই।" তোমরা চলিতে থাক, তিনি কুয়তের ফয়েজ দ্বারা বিষ নষ্ট করিয়া দিলেন। অমনি বেহারা সুস্থ হইয়া গেল।

মাওলানা ছাহেবের এলমে লাদুন্নি লাভ

পাঠক। আপনি ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে, মাওলানা ছাহেব ১১/১২ বৎসর বয়সে স্বপ্নযোগে হজরত খেজের (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটী রোহিৎ মৎস্যা পাইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এলমে লাদুন্নির বীজ তাঁহার অন্তরে বপন করা হইয়াছিল, তৎপরে উহার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। মোজাদ্দেদে জামান ফুরফুরার হজরতের এই এলমে লাদুন্নির ফয়েজ তাহার অন্তরে নিক্ষেপ করার দিবস হইতে মাওলানা ছাহেব কোন প্রতিবাদ লিখিতে বসিলে, তাঁহার অন্তরে শত শত আশ্চর্য্যজনক তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হইতে থাকিত ও তাঁহার মস্তিষ্কে গবেষণা পূর্ণ মর্ম্ম সকল উদয় হইয়া থাকিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাজ সেবায় আত্ম-নিয়োগ

জনাব মাওলানা ছাহেব বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান করিয়া তাঁহার তেজঃদৃপ্ত কোরআন হদিছের সুমধুর বক্তৃতা দ্বারা দেশবাসীর হৃদয় মহান এছলামের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত করিয়া দিতেন। এইরূপেই তাঁহার সুমধুর বক্তৃতার যশঃ গৌরব সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাবের ন্যায় দিগ-দিগন্ত বিস্তৃত হইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত বাংলা, আসাম এমন কি বার্ম্মা পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাংলার সমগ্র মোছলমান সমাজ এই সোনার কাঠির পরশ পাইয়া আবার নূতন করিয়া আত্মচেতনা লাভ করিল। ঘুমন্ত মোছলেম সমাজ আবার সিংহের মত জাগিয়া উঠিল, সমাজে আবার নূতন করিয়া নব জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। মোরদাহ মোছলমান সমাজ তাঁহার নিকট কোরআন-হাদিছের অমৃত নিস্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করিয়া আবার তাহারা চাঙ্গা হইয়া উঠিল। এইরূপে তিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর

কাল বঙ্গ আসামের কোটী কোটী মোছলমানকে উদাত্ত কণ্ঠে আল্লাহ ও তদ্দীয় রসুলের অমিয় বাণী শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, এই সময়ের মধ্যে এছলামের বিরুদ্ধবাদীদের সহিত মৌখিক বক্তৃতা ও লেখনী দ্বারা মহান এছলামের অশেষ খেদমতও করিয়া গিয়াছেন। শুধু বক্তৃতা নহে, তিনি লেখনী ও তর্কশক্তিতেও অদ্বিতীয় ছিলেন। লোকে বলে একাধারে দুইটী জিনিস সমভাবে স্থান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু মাওলানা ছাহেবের কর্ম্মময় জীবনে আমরা ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাই। তিনি কি বক্তৃতা ক্ষেত্রে, কি সাহিত্য ক্ষেত্রে কি তর্ক শাস্ত্রে কি রাজনীর্তিতে কোন দিকেই কম ছিলেন না। আল্লাহ পাক তাঁহার অফুরন্ত কোদরতী শক্তিতে এই পুরুষসিংহকে নানা গুণের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কত বেনামাজী নামাজ পাঠ আরম্ভ করিয়াছে, দেশে কত মাদ্রাছা-মক্তব, স্কুল ও মাছজেদ স্থাপিত হইয়াছে, কত সুদখোর সুদ ত্যাগ করিয়াছে—কত নেড়ার ফকীর তাঁহার নিকট তওবাহ করিয়া সাচ্চা মোছলমান হইয়াছে—কত ঘুষখোর ঘুষ ত্যাগ করিয়াছে—কত নাস্তিক বিশ্বাসী হইয়াছে—কত দাড়ী মুণ্ডা দাড়ী রাখিয়া হজরতের ছোন্নত পালনে সক্ষম হইয়াছে—কত বেপরদা ওয়ালা বাটীস্থ জানানাদিগকে পরদায় আনিতে সক্ষম হইয়াছে—কত ভণ্ড তপস্বী তাঁহার নিকট তওবাহ করিয়া সাচ্চা মোছলমান হইয়াছে—কত দীন-দরিদ্র মোছলমান সন্তান তাঁহার অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া আলেম নামের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—কত দরিদ্র অনাথিনী স্বামীহীনা বিধবা তাঁহার অর্থসাহায্যে প্রতিপালিতা হইয়াছে—সর্ব্বোপরি কত অজস্র তৌহিদের সন্তান তাঁহার নিকট 'এল্‌মে মারেফাৎ' শিক্ষা লাভ করিয়া 'বাতেনী নুর' বা আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে?*

(ক) ছাত্র জীবনে আমিও তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য ও বহু কেতাবের সাহায্য পাইয়াছি। মোট কথা, আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি না দেখাইয়া কখনই আমার এ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের কোতব-খানা স্থাপন

মাওলানা ছাহেবের প্রথম হইতে দুর্লভ কেতাব লাভের আকুল আকাঙ্খা ছিল, তিনি মাদ্রাছার ছুটী অন্তে পুরাতন কেতাব বিক্রেতা শেখ খোদা বখশ্ ছাহেবের দোকানে গিয়া পুরাতন কেতাব সন্ধান করিয়া খরিদ করিতেন। তিনি মক্কা ও মদিনা শরিফে গিয়া ওজনে চারি মণ দুর্লভ কেতাব আনয়ন করিয়াছিলেন। হাদিছ, তফছির, ফেকাহ, আকায়েদ, অছুলে হাদিছ, অছুলে ফেকাহ, আছমায়োর রেজাল, তারিখ (ইতিহাস) ছিরাত, মন্তেক, হেকমত, নহো, ছরফ, বালাগত প্রভৃতির যাবতীয় কেতাব যাহা মক্কা, মদিনা, মিসর, বায়রুত, হালাব, মরোক্কো, হায়দরাবাদ ও হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন। শিয়া, অহাবী, কাদিয়ানি, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মজহাবের প্রায় সমস্ত কেতাব তাঁহার লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে। খ্রীষ্টান দিগের লিখিত বহু পুস্তক, তাঁহাদের আরবী, ফার্সি, উর্দ্দু, বাংলা, ইংরাজী, বাইবেল এই কোতব খানায় আছে।

পথে আগমন করা সম্ভবপর হইত না। অতঃপর টাইটেল পাশ করিবার পর ফুরফুরা শরীফের মরহুম হজরত পীর ছাহেব কেবলা ও জনাব মাওলানা ছাহেব আমাকে ফুরফুরার ছিনিয়ার মাদ্রাছার হেড মৌলবীর পদ পরিত্যাগ করিয়া 'এশায়াতে এছলাম' বা সমাজ সেবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিতে উপদেশ দেন। তাঁহাদেরই অছিলায় এ দ্বীন খাদেম তাহার শত অযোগ্যতা স্বত্বেও এখন এই পথে ভ্রমণ করিতেছি।

—লেখক

তিনি এই লাইব্রেরীতে অনুমান পনেরো হাজার টাকার কেতাব সংগ্রহ করিয়া রেজিষ্টারীকৃত দলীলের দ্বারা ওয়াক্ফ করিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যেন তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার পরে উক্ত কেতাবগুলি নষ্ট করিতে না পারে, বাহাছ-তর্ক কালে দেশীয় আলেমগণ উপযুক্ত জামিন রাখিয়া তৎসমুদয় লইয়া এছলামী খেদমত করিতে পারেন। আমাদের দেশের অলেমগণ কোন মাদ্রাছা পাশ করিয়া সীমাবদ্ধ এলেম লইয়া ফিরিয়া আসেন, বহুশত কেতাব না দেখিলে, তাঁহাদের এলম ও জ্ঞানের পরিপক্কতা লাভ হয় না। এক দুইখানা কেতাব পড়িয়া ফৎওয়া দিলে, অথবা সংক্ষিপ্ত কেতাবগুলি দেখিয়া ফৎওয়া প্রচার করিলে, অনেক স্থলে পদস্খলিত হইতে হয়। হয়ত শরহে বেকায়া ও দোর্রোল মোখ্তারের ফৎওয়া অন্যান্য কেতাব কর্ত্তৃক দুর্ব্বল প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের মুখে শুনিয়াছি, এক সময়ে দিল্লীর মুফতী মাওলানা কেফায়তুল্লাহ ছাহেবের একটি ফাৎওয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন, উহা দোর্রোল মোখতার হইতে উর্দ্ধিত করা হইয়াছে। কিন্তু রদ্দোল মোহ্তারে উহা জয়ীফ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ফেকহের বহু কেতাব পাঠ করার দরকার। কোরআন ও হাদীছের কতকগুলি এবারত হইতে এরূপ মর্ম্ম বুঝা যায় যাহা ছুন্নত অল জামাতের মতের বিপরীত, কাজেই অনেক তফছীর ও টীকা পাঠ করিলেই ভ্রম পথে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

হয়ত কোন কেতাবে শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলী মজাহাবের কোন কথা লিখিত আছে, একজন হানাফী আলেম উহা দেখিয়াই নিজের মজহাবের কথা ধারণা করিয়া ফাছাদের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এই হেতু বহু কেতাব অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ভ্রমে পতিত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

আমাদের মাদ্রাছাতে আকায়েদের কেতাব অতি কমই পড়া হইয়া থাকে। কাজেই আলেমরা আকায়েদ তত্ত্বে অভিজ্ঞতা অতি কম রাখেন, বহু আকায়েদের কেতাব পড়িলে এই অভাব মোচন হইয়া থাকে। অনেক ওহাবী লোক মজহাবের এমামগণের ও তকলিদের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, আছমায়োর রেজাল,

তারিখ, অছুলে হাদিছ ও অছুলে ফেকাহ না পড়িলে এই দোষারোপের খণ্ডন করা মুশকিল। মোছলমানেরা সোনাভান, সূর্য্য-উজ্জল, সমর্থভান, আমির হামজা, জঙ্গনামা ইত্যাদি অমূলক পুস্তক পড়িয়া ও কামোত্তজক অশ্লীলতাপূর্ণ নাটক-নভেল পড়িয়া নিজদিগকে গোনাহগার ও চরিত্রকে কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে এই হেতু লাইব্রেরীতে কোরান, হাদিছ, ফেকাহ, আকায়েদের অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গতিকে অন্যদিকে ফিরাইতে হইবে। সত্য বটে,—মাদ্রাছাতে এখওয়ানোচ্ছাফা, ছাব্‌য়ো মোয়াল্লাকা, মাকামাতে হারিরী ইত্যাদি কয়েক খানি অমূলক গল্পের কাহিনীপূর্ণ কেতাব পড়ান হয়,কিন্তু ইহাতে আরবী ছাত্রদিগের আরবী সাহিত্যে জ্ঞান অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যই হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত তাহারা ইহা সত্য কথা বলিয়া ধারণা করেনা এবং ইহাতে ছাত্রদিগের চরিত্র কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে শিক্ষিতেরা যে উক্ত পুথিগুলিকে পড়িয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের ভাষা জ্ঞানের উদ্দেশ্যথাকে না, এবং তাঁহাদের অনেকেই উহা সত্য ঘটনা বলিয়াই ধারণা করিয়া থাকেন। আর অশ্লীলতাপূর্ণ নভেলে যে বাংলা শিক্ষিতদিগের চরিত্রের দোষ উপস্থিত হয় ইহা বহুস্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কাজেই এইরূপ নাটক নভেল ও অমূলক গল্পের পুস্তকগুলি সর্ব্বৈব পরিত্যাজ্য।

মুছলমানেরা স্কুল কলেজে যে সমস্ত পুস্তক পড়িয়া থাকেন উহার অধিকাংশই হিন্দু অথবা খ্রীষ্টানী কাল্‌চারে পরিপূর্ণ থাকে। আবার স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরীতে এই ধরণের পুস্তকাবলী পরিপূর্ণ থাকে কাজেই মুছলমানদিগের লিখিত ইতিহাস, কোরান ও হাদিছের অনুবাদ, বিবিধ প্রকারের ধর্ম্মসংক্রান্ত কেতাব প্রত্যেক স্কুল কলেজ ও প্রাইভেট লাইব্রেরীতে সঞ্চয় করা মুছলমানগণের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

নূতন নূতন দর্শন ও বিজ্ঞানের পুস্তকে ইছলামি আকায়েদের বিপরীত বহু মত সন্নিবেশিত থাকে, কাজেই ইছলামি আকায়েদের কতকগুলি পুস্তক প্রত্যেক লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করা দরকার। মূল কথা প্রত্যেক লাইব্রেরীতে মুছলমান গ্রন্থকারগণের শরিয়তের খেলাপ না হয়, এরূপ সমস্ত কেতাব সংগ্রহ করা দরকার।

মাওলানা ছাহেবের গ্রন্থ রচনা

মাওলানা ছাহেব একবার বশিরহাটের সন্নিকট বাগুণ্ডি গ্রামে আছরের নামাজের সময় নাফি-এছবাতের মোরাকাবা করিতেছিলেন। একটু তন্দ্রা (এছতেগরাক) অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, যেন ঈমাম আজম আবু হানিফা কুফি (রহঃ) তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি শ্যামল বর্ণের লোক—তাঁহার দুই হস্ত, দুই পদ, গলদেশ ও কটীদেশ শৃঙ্খলা সমুহের দ্বারা বন্ধন করা হইয়াছে। আর চারিদিক হইতে তীর-বল্লম তাঁহার শরীরে পতিত হইতেছে, তিনি অসহায় অবস্থায় সেই মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছেন।

মাওলানা ছাহেব ইহা দেখিয়া চৈতন্য লাভ করিয়াই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, ইহার মর্ম্ম কি? শেষে বুঝিতে পারিলেন যে, মজহাব বিদ্রোহী সম্প্রদায় কেতাব-পত্র লিখিয়া তাঁহার অযথা দুর্ণাম রটাইয়া তাঁহার মজহাব ধারী লোকদিগকে ভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছেন। খোদা কর্ত্তৃক এই অবস্থা তিনি অবগত হইয়া মাওলানা ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কারামতরূপে নিজের মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ করিয়া গেলেন।

মাওলানা ছাহেব সেই হইতেই মজহাব বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের যাবতীয় আরবী, ফারসী, উর্দ্দু, বাংলা ভাষায় লিখিত কেতাবগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতিবাদ লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি দিবা-রাত্র কলম চালাইয়া দেড়মাসের মধ্যে আট খানা কেতাব রচনা করেন। প্রথম মজহাব মীমাংসাঃ— ইহাতে মজহাব মান্য করার কোরআন হাদিছ সংক্রান্ত বহু দলিল তিনি পেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ছায়েকাতোল মোছলেমিন—ইহাতে চারি ইমাম কত বড় মোহাদ্দেছ, ফকিহ সংসার ত্যাগী ও খোদা ভীরু ছিলেন তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। আর মজহাব বিদ্বেষীদিগের মতগুলি ইহাতে বিস্তারিত ভাবে তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

তৃতীয় কেতাব, দাফেয়োল মোফছেদিন—ইহাতে আমাদের এমাম আজমের উপর তাঁহার যে অযথা দোষারোপ করিয়াছে, উহার খণ্ডন করা হইয়াছে।

চতুর্থ, ফেরকাতোন নাজেয়ীন, ইহাতে আছে হজরতের হাদিছ অনুসারে উম্মতে মোহাম্মদী ৭৩ ফেরকা হইবে। এক ফেরকা বেহেস্তী অবশিষ্ট ফেরকা দোজখী, চারি মাজহাব অবলম্বিগণই বেহেশ্‌তী ফেরকা, ইহাই তিনি এই খণ্ডে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

(৫) কেয়াছের অকাট্য দলীল।

(৬/৭/৮) নাছরোল মোজতাহেদীন ১/২/৩ ভাগ। ইহাতে আমিন, রফাদাএন, এমামের পাছে ছুরাহ ফাতেহা পাঠ ইত্যাদি প্রায় ৯০টি মছলার মীমাংসা করিয়াছেন। মাওলানা ছাহেব যখন এই কেতাবগুলি লিখিতেন, বহু জওয়াব তাঁহার মস্তিকে আসিয়া আলোড়িত হইত। বহু গবেষণাপূর্ণ তত্ত্ব তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইত। ইহা ইমাম আজমের রুহানি ফায়েজ বুঝিতে হইবে। তিনি মোহাম্মদী মওলবী বাবর আলী ছাহেবের "ছেয়ানতোল মোছলেমিন" কেতাবের প্রতিবাদকল্পে তিন খণ্ড কামেয়োল মোবতা-দেয়িন ও মোহাম্মদী মওলবী আবদুল বারী ছাহেবের ছয়ফোল মোহাদ্দেছীন কেতাবের রদ্দে তরদীদোল মোবতেলিন, নবাব পুরের বাহাছ, লক্ষ্মীপুরের বাহাছ ও কালীগঞ্জের বাহাছ রচনা করিয়াছেন। তিনি ইসলাম দর্শন মাসিক পত্রিকাতে মওলবি এফাজদ্দিন ছাহেবের প্রবন্ধের প্রতিবাদে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া মোহাম্মদীদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

রংপুরের মৌওলবি সৈয়দ আমানত আলি ছাহেব 'দাল্লিন জাল্লিনের' কেতাব লিখিয়া বঙ্গ-আসামের মুছলমানদিগকে 'জাল্লিন' পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই সময় তিনি দাল্লিন ও জাল্লিনের মীমাংসা লিখিয়া দেশের লোকদিগকে ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন যশোহরের মওলবি ছেরাজদ্দিন ছাহেব "আখেরে-জোহর" কেতাব লিখিয়া লোকদিগকে "আখেরে-জোহর" পড়া নিষেধ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি "আখেরে-জোহর" কেতাব লিখিয়া উহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন। বেদায়াতি ফকিরেরা নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা পীরকে ছেজদা করা, সঙ্গীত বাদ্য, স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া মুরিদ করা ও খেদমত লওয়া জায়েজ বলিয়া লোকদিগকে গোমরাহ করিতেছিলেন, তখন তিনি রদ্দে বেদয়াত, বাগমারির ধোকা-ভঞ্জন, খোন্দকারের ধোকাভঞ্জন, মাইজ ভাণ্ডারের

বাহাছ ইত্যাদি কেতাব রচনা করেন। যখন চট্টগ্রামের মাওলানা আবদুল লতিক ছাহেব কট-বন্ধক ও কট-কবালার উপসত্ত্ব ভোগ হালাল বলিয়া ঘোষাণা করিতেছিলেন, তখন তিনি "এবতালোল বাতেল" কেতাব লিখিয়া উহা হারাম হওয়া সপ্রমাণ করেন।

যখন জৌনপুরের বংশধর জনৈক মাওলানা ফুরফুরার হজরত ছাহেব ও তাঁহার মুরিদগণকে কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছিলেন, তখন এহকাকোল হক্ ও হাজিগঞ্জের বাহাছ প্রকাশ করিয়া উহা বাতিল ফৎওয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

যখন রংপুরের মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেব ও তাঁহার মুরিদ জৌনপুরী প্রভৃতি আলেমগণকে অহাবি, কাফের ইত্যাদি লিখিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইতেছিলেন, তখন তিনি কারামতে আহমদিয়া ও রদ্দে হাফাওয়াতে সাহাবিয়া ছাপাইয়া উহার মুলোৎপাটন করেন যখন দেশে একজন মওলবি মৌলুদ কেয়াম লইয়া হৈ চৈ করিতেছিলেন, তখন তিনি সিরাজগঞ্জের বাহাছ, গৌরিপুরের বাহাছ, কিশোরগঞ্জের বাহাছ, মিলাদে মোস্তাফা লিখিয়া উহার মোস্তাহাব হওয়া সপ্রমাণ করেন।

যখন বঙ্গদেশে কোরান-শরীফ পড়ার দোষে নামাজ নষ্ট হইতেছিল, তখন তিনি কেরাত শিক্ষা লিখিয়া প্রচার করেন।

যখন দুদু মিয়ার বংশধরগণ অনেক কেতাব লিখিয়া এদেশে জুমা নিষেধ করিতেছিলেন এবং হিন্দুস্থানের কোন কোন ফৎওয়া প্রচার করিয়া উহার সমর্থন করাইয়া লইতে উদ্যোগী হইতেছিলেন, তখন তিনি 'গ্রামে জুমা সম্বন্ধে মক্কাশরীফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া' প্রচার করিয়া লোকের দ্বিধা ভঞ্জন করিয়াছিলেন। ভ্রান্ত পীরেরা ছেজদা ও ছেজদা বনাম কদমবুছি জায়েজ করিয়া দিয়া দেশে অশান্তি ঘটাইতেছিল, তখন তিনি কদমবুছির ফৎওয়া ছাপাইয়া এই বালা রদ করিয়াছেন। যখন মাওলানা আকরম খাঁ ছাহেব সঙ্গীত-বাদ্য হালাল বলিয়া নব্য শিক্ষিতদিগের নিকট বাহবা লইতেছিলেন ও মওলবি-আলেমগণ তাহাদের বিদ্রুপ-বাণে জর্জ্জরিত ও মর্ম্মাহত হইতেছিলেন, তখন তিনি ইছলাম ও সঙ্গীত প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং কালনা জাবারী পাড়ার বাহাছ লিখিয়া উহা হারাম প্রমাণ করিয়াছেন।

যখন কাদিয়ানীরা অনেক কেতাব লিখিয়া মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছাহেবের কু-মত ছড়াইয়া দেশের ইংরাজী শিক্ষিত লোকদিগকে ভ্রান্ত করিতেছিলেন, তখন তিনি কাদিয়ানি-রদ ছয় ভাগ ছাপাইয়া তাহাদের ভ্রান্তি বিমোচন করিয়াছেন। বাংলার অল্প-শিক্ষিত মোল্লাগণ বিবাহ পড়াইতে ও জানাজা পড়িতে যথেষ্ট ভুল করিতেছিলেন। তিনি "নেকাহ ও জানাজাতত্ত্ব" লিখিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করেন। বাংলার মুছলমানেরা সামান্য সামান্য কথা বলিয়া কাফেরী-পাপে নিমগ্ন হইতেছে দেখিয়া তিনি "কালেমাতোল কোফর" লিখিয়া মুছলমানদিগকে সাবধান করিয়া দেন। অনেক ওয়ায়েজ ও বক্তা অমূলক গল্প, আজগবি কাহিনী ও বাতিল হাদিছ দ্বারা ওয়াজ করিয়া দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময় তিনি ওয়াজ শিক্ষা আট ভাগ ছাপাইয়া আলেম-বক্তাদিগকে কোরান-হাদিছের ওয়াজ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন,

যখন মুছলমানেরা আপদ-বিপদে, পীড়া-ব্যাধিতে কাফেরী ও শেরেকী মন্ত্র পাট করিয়া কবিরাজ-ওঝাদিগের শরণাপন্ন হইয়া অমূল্য রত্ন ঈমান নষ্ট করিতেছিল। আবার অল্প শিক্ষিত মোল্লারা নক্‌ছে ছোলায়মানি ইত্যাদি বাজারী তাবিজের কেতাবগুলির তাবিজ লিখিতে— জাদু তেলেছমাত শেরেকী কালাম ব্যবহার করিতে লাগিল, সেই সময় তিনি ফুরফুরার হজরতের ও অন্যান্য বোজর্গগণের নির্দ্দেশিত পরীক্ষিত তাবিজগুলি ছয় খণ্ড ছাপাইয়া দেশের শেরেক মূলক কার্য্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। বঙ্গ ও আসামের মুছলমানেরা সর্পাঘাতে শেরেকী মন্ত্রপাঠকারীদের শরণাপন্ন হইয়া ঈমান রত্ন হারাইতেছেন জানিয়া তিনি নিজের রচিত অধিকাংশ কেতাবে সর্পের ঔষধ ও কোরানের দোওয়া লিখিয়া দিয়া যে অবর্ণনীয় উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা ভুক্ত ভোগীরা জানিতে পারিয়াছেন। অনেকে সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া হজ্জ নষ্ট করিয়া ফেলেন। অনেকে জাকাত, ফেৎরা ও কোরবাণী সংক্রান্ত মছলা না জানায় গোনাহগার হইতেছেন। এই হেতু তিনি হজ্জের মাছায়েল জাকাত ফেৎরার মাছায়েল ও কোরবাণীর মাছায়েল, লিখিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। অনেক জটিল মছলা লইয়া দেশে অনেক বাদানুবাদ হইতেছে ও অমীমাংসিত রহিয়া যাইতেছে। এই হেতু তিনি জরুরী মছলা তিন ভাগ ও জরুরী ফৎওয়া, একভাগ লিখিয়া

উক্ত অভাব মোচন করিয়াছেন। মাওলানা ছাহেব ফেকাহের নামাজ, রোজা, নেকাহ্ তালাক, জানাজা, দফন, কাফন ইত্যাদির অফুরন্ত মছলাগুলি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া যে মছলা ভাণ্ডার তিন ভাগ বাহির করিয়াছেন, যদি খোদা তাহাকে সমস্ত খণ্ড লিখিতে সুযোগ দিতেন, তবে মুছলমানদের পক্ষে অমূল্য ভাণ্ডার সহজলব্ধ হইত সন্দেহ নাই।

যশোহর, খড়কির মওলবি আবদুল করিম মরহুম ছাহেবের পুত্র মোঃ আবু নাইমের চেষ্টায় তাঁহার চেলাগণের দ্বারায় ধোকা ভঞ্জন নামক একখানা পুস্তকে অনেকগুলি বেদায়াত মূলক মত প্রচারিত হয়। তিনি উহার প্রতিবাদে মাসিক 'শরিয়তে' ধারাবাহিকরূপে আকায়েদ দর্শন নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ধোকা ভঞ্জনের অসারতা প্রকাশ করেন। মাওলানা আকরম খাঁ ছাহেব মাসিক পত্রিকায় চিত্রকলা অঙ্কিত জায়েজ হওয়ার প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গ-আসাম ও ব্রম্ম-দেশ বাসীদিগকে ভ্রান্ত করিতেছিলেন—সেই সময় তিনি সাপ্তাহিক হানাফীতে 'ইসলাম ও চিত্রকলা' প্রবন্ধ লিখিয়া উহার 'দান্দান শেকান' উত্তর দেন।

তরিকত পন্থীগণ জেকের মোরাকাবার নিয়ম, নিয়ত ইত্যাদি লইয়া অনেক সময় বিব্রত হইতে থাকেন। সেই অভাব মোচন কল্পে তিনি তরিকত দর্পণ ছাপাইয়া দিয়াছেন, বঙ্গবাসীগণ খোৎবার অর্থ বুঝিতে পারেন না, সেই অভাব মোচনার্থে তিনি খোৎবার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু অনেক আলেমের মতে খোৎবার সময় অনুবাদ পাঠ মকরুহ তহরিমি, এই হেতু উহা নামাজের পরে শুনাইয়া দিতে হইবে।

খ্রীষ্টান পাদরীরা যে সময় হজরত নবি (ছঃ) কে গোনাহগার, কোরান বিকৃত, বাইবেল অধিকৃত ও গরমনছুখ বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছিল, সেই সময় তিনি মাসিক পত্রিকা ইসলাম দর্শণে চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়া হজরত নবি (ছঃ) ও অন্যান্য নবিগণের বেগোনাহ হওয়া, কোরান অবিকৃত হওয়ার ও তওরাত-ইঞ্জিলের বিকৃত ও মনছুফ হওয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

যখন নূতন নূতন বিজ্ঞানের ঘাত-প্রতিঘাতে ইছলামী আকায়েদ টলটলায়মান হইতেছিল, তখন তিনি ইসলাম ও বিজ্ঞান কেতাব লিখিয়া ইছলামের আকায়েদকে দৃঢ় করিয়া দেন।

খ্রীষ্টান রডওয়েল, পামার, সেল সাহেব ইংরাজীতে পবিত্র কোরান অনুবাদ করিয়া, গোল্ড সেক সাহেব বঙ্গ ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়া, কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মদ আলী, ডক্টর আবদুল হাকিম ও মির্জ্জা বসরউদ্দীন ইংরাজীতে উহার অনুবাদ করিয়া, মওলবি আব্বাছ আলি ও মাওলানা আকরাম খাঁ ছাহেবদ্বয় বঙ্গ ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়া অনেক স্থলে ভুল-ভ্রান্তি করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদ অন্য কেহ করেন নাই। ফুরফুরার হজরত যখন মুরিদানসহ হজ্জে যান, সেই সময় বর্দ্ধমান বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর মওলবী আবদুল লতিফ সাহেব স্বপ্নযোগে হজরত নবি (ছঃ) এর জিয়ারত লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন। হজরত (ছঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"ফুরফুরার পীর ছাহেব দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে আমার পক্ষ হইতে জানাইবা, তিনি যে সমস্ত কেতাব রচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, আমি ইহাতে রাজী আছি, কিন্তু তিনি যদি কোরআন শরীফ অনুবাদ করাইয়া খ্রীষ্টান, কাদিয়াণী প্রভৃতি ভ্রান্তদিগের খণ্ডন না করেন তবে আমি তাহার পক্ষের কোন কেতাব মঞ্জুর করিব না।

ইনস্পেক্টর ছাহেব হজরত (ছাঃ) এর এই সংবাদ ফুরফুরার হজরতকে জানাইলে, তিনি শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের উপর এই গুরুভার অর্পণ করেন। ইনি নানা বাধা-বিঘ্নে পড়িয়া কেবল আমপারা, আলিফ--লাম, ছাইয়াকুল ও তেলকার রছুল পারার তফছির ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তিনি এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মুছলমানদিগের বিরাট একটা সম্পদ পৃথিবীতে স্থায়ী হইয়া থাকিত। করোটিয়ার স্বনামধন্য জমিদার চাঁদ মিয়া ছাহেব একটী কেতাব-খানা ও মাসিক বেতন ও ছাপাইবার যাবতীয় ব্যয় দিয়া মওলবী নইমদ্দিন মরহুম ছাহেবকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই হেতু তিনি ইছলামের বহু খেদমত করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুগণ মনীষী পি, সি, রায়কে যেরুপ সহস্র সহস্র টাকা দিয়া তাঁহার মস্তিকের তত্ত্বগুলি অর্জ্জন করিয়াছেন, যদি খোদা তাঁহাকে ধনবান করিতেন, অথবা সমাজ তাঁহাকে ঐরূপ লক্ষ লক্ষ টাক দিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার মস্তিকের দ্বারা ইছলামের বহু কিছু খেদমত করিতে পারিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের বিরুদ্ধবাদিগণের সহিত তর্ক-বাহাছ

যেদিবস স্বপ্নে তিনি হজরত খেজের (আঃ) কর্ত্তৃক মৎস্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হজরত খেজের (আঃ) মুছা (আঃ) এর সহিত বাহাছ-আলোচনা করিতেছিলেন, তাহাই বাহাছের বীজ। উহাই মাওলানা ছাহেবের অন্তরে নিহিত হইয়াছিল। যে দিবস তিনি মোরাকাবায় হজরত এমাম আজম (রঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কুড়ির অধিকবার মফঃস্বলে গিয়া মোতাজেলা, রাফেজি খারোজিদিগের সহিত বাহাছ করিয়া ইছলামী আকায়েদের বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন। তাঁহার ফয়েজেই মাওলানা ছাহেবের মস্তিকে বাহাছ-মোনাজারার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যেদিবস ফুরফুরার হজরত শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে 'ছায়ফুল্লার ফয়েজ' শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দিবস হইতেই বাহাছ করার শক্তি তাঁহার মধ্যে পূর্ণ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

নব্য শিক্ষিতেরা বাহাছ ও মোনাজারার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু জানিয়া রাখুন, সত্য মত প্রচারের জন্য বাহাছ করা এবাদৎ, ইহা দোর্রোল মোখতার কেতাবে আছে। হজরত আদম ও মুছা (আঃ) এর সহিত বাহাছ তর্ক হইয়াছিল। ইহা ছহিহ হাদিছে আছে। হজরত নবি (ছঃ) খ্রীষ্টানদিগের সহিত বাহাছ করিয়াছিলেন, ইহা তফছির কবিরে আছে। চিরকাল ওলামা সম্প্রদায় বিপক্ষদিগের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। নাবাবী ও মেরকাত দ্রষ্টব্য।

(১) শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব প্রথমে খুলনা সাতক্ষীরা মাহমুদপুর গ্রামে ২৪ পরগণার কলিয়া নওয়া পাড়ার বস্তির মোহাম্মদী মওলবি গোলাম রহমান ছাহেবের সহিত বাহাছ করিতে যান। কিন্তু মওলবী ছাহেব প্রথমে বাহাছ করিব বলিয়া গৌরব করিয়া শেষে বাহাছে অনুপস্থিত হন।

(২) তিনি সাতক্ষীরার কাকচোঙ্গ নিবাসি মওলবি হাছিমদ্দিন মরহুম ছাহেবের সহিত প্রথম দিবসে হাজিপুরে কেয়াছ শরিয়তের দলিল হওয়া সম্বন্ধে ও দ্বিতীয় দিবস বলা ডাঙ্গায় বেহেশতী কোন্ ফেরকা, এতৎ সম্বন্ধে বাহাছ করেন। উভয় বাহাছে মওলবী হাছিমুদ্দিন মরহুম ছাহেব পরাজিত হন। এই বাহাছের রোয়দাদ মুদ্রিত হয় নাই।

(৩) তিনি সাৎক্ষীরার ঝাউডাঙ্গা নামক স্থানে ১৩১৮ সালে মাওলানা আকরাম খা ছাহেবের সহিত বাহাছ করেন। মজহাব, কেয়াছ ও বেহেশতী ফেরকার নিদর্শন সম্বন্ধে বাহাছ হয়। ইহাতে তিনি নিরুত্তর হন। এই বাহাছের রোয়াদাদ মুদ্রিত হয় নাই।

(৪) তিনি যশোহর যাদবপুরের নিকটে পাদ্রিগণের সহিত বাহাছ করিতে যান। কিন্তু পাদরী সাহেবেরা উপস্থিত হন নাই।

(৫) তিনি ও মাওলানা এহইয়া ছাহেব পাবনার ফরিদপুর গ্রামে কাদিয়ানি মিষ্টার ইয়াছিন ছাহেবের সহিত বাহাছ করেন। ইহাতে কাদিয়ানি সাহেব লা-জওয়াব হন।

(৬) তিনি বগুড়ার গোশাই বাড়ীতে বে-জুমা এক হিন্দুস্থানী মওলবি ছাহেবের বিরুদ্ধে বাহাছ করেন হিন্দুস্থানী মাওলানা টুশব্দ করেন নাই।

(৭) তিনি ধুবড়ী, গৌরিপুর, শ্রীহট্টবাসী মাওলানা নুরোলহক ছাহেবের সহিত 'আখেরে জোহর' ও মিলাদের কেয়াম সম্বন্ধে বাহাছ করেন। ইহাতে মাওলানা নুরোল-হক ছাহেব নির্ব্বাক ও নিরুত্তর হইয়া যান। এই বাহাছের রোয়দাদ গৌরীপুরের বাহাছ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৮) পাবনা সিরাজগঞ্জের মাওলানা আবদুর রহমান প্রভৃতি দেওবন্দী মাওলানাগণের সহিত কেয়াস, আখেরে জোহর, গ্রামে জুমা সম্বন্ধে বাহাছ করেন। এই বাহাছে দেওবন্দী মাওলানার দল লা-জওয়াব হইয়া যান, ইহার রোয়দাদ সিরাজগঞ্জের বাহাছ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৯) তিনি খুলনা সাতক্ষীরার পাবুরা গ্রামে বেশরা খোন্দকার করিমদ্দিন মিয়ার সহিত সঙ্গীত-বাদ্য, গায়রোল্লাহের নামে মান্সা ইত্যাদি লইয়া বাহাছ করেন, ইহাতে সেই খোন্দকার পরাজিত হইয়া যান।

(১০) তিনি খুলনা সাতক্ষীরার বীড়ালক্ষ্মী গ্রামে জনৈক বেদাতী

পীর ও বেদাতী মওলবীর সহিত ও ত্রিপুরার বেদাতী খোন্দকার মুনশী আবদুল মজিদের সহিত বাহাছ করিতে যান। কিন্তু তাহারা কেহই বাহাছে উপস্থিত হন নাই।

(১১) তিনি যশোহর, লক্ষ্মীপুরে মওলবি এফাজদ্দিন, মওলবি বাবর আলি প্রভৃতির সহিত মজহাব সম্বন্ধে বাহাছ করেন, ইহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই বাহাছ সভার পরে সেই অঞ্চলের বহুসংখ্যক লোক হানাফি মজহাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই বাহাছের রোয়দাদ লক্ষ্মীপুরের পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১২) তিনি মাওলানা গোলাম রছুল সোলতানির সহযোগীতায় হুগলী নবাবপুরে মাওলানা আবুনুর, মওলবী এফাজদ্দিন, মওলবী বাবর আলী প্রভৃতি ছাহেবগণের সহিত বাহাছ করেন, ইহাতে সেই মওলবী ছাহেবগণ একেবারে পরাস্ত হইয়া যান। সেই গ্রামের বহু মোহাম্মদী হানাফী হইয়া যায়। ইহার বিবরণ নবাবপুরের বাহাছ পুস্তকে তিনি ছাপিয়া দিয়াছেন।

(১৩) তিনি খুলনা সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ গ্রামে মওলবী বাবর আলী, মওলবী এফাজদ্দিন, মওলবী লোৎফার রহমান, প্রভৃতি ছাহেবদিগের সহিত বাহাছ করেন, ইহাতে তাঁহারা একেবারে পরাজিত হইয়া যান। সেই অঞ্চলটী তাঁহাদিগের কবল হইতে মুক্তি পায়। ইহা 'কালিগঞ্জের বাহাছ' নামক পুস্তকে তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

(১৪) তিনি ২৪ পরগণা বারাসাত-মোয়াজ্জমপুরে মওলবী লোৎফার রহমান, মওলবী বাবর আলী, মওলবী এফাজদ্দিন, মওলবী আব্বাছ আলী প্রভৃতি ছাহেবদিগের সহিত বাহাছ করিতে যান। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব তাঁহাদের প্রেরিত শর্ত্তনামায় দস্তখত করেন। কিন্তু তাঁহারা হানাফীদের শর্ত্তনামায় দস্তখত করিতে অস্বীকার করিয়া লজ্জিত অবস্থায় প্রস্থান করেন। ইহাতে তথাকার অনেক লোক হানাফী হইয়া যান। ইহা মোয়াজ্জমপুরের বাহাছ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৫) তিনি বগুড়া হানাইলে মওলবী আব্দুল্লা মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকি, মওলবী ছয়ফদ্দিন প্রভৃতি ছাহেবগণের সহিত বাহাছ করিতে যান। তাঁহারা বাহাছ করিতে অস্বীকার করিয়া প্রস্থান করেন। ইহাতে সেই অঞ্চলের বহুশত লোক হানাফী হইয়া যান। ইহা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১৬) তিনি নদীয়ার ঘোষবিলায় মাইজভাণ্ডারিয়া বেদাতী মওলবী আবু ছইদ প্রভৃতির সহিত বাহাছ করেন। ইহাতে তাঁহারা পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। সেই দেশ হইতে পীর ছেজদা, সঙ্গীত বাদ্য, নর্ত্তন কুর্দ্দন ইত্যাদি একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। ইহা "মাইজ ভাণ্ডারী বাহাছ' নামক পুস্তকে তিনি মুদ্রিত করিয়াছেন।

(১৭) তিনি মোর্শিদাবাদের হরিহর গ্রামে মওলবী জহুরুল হক ছাহেবের সহিত সঙ্গীত বাদ্য, আখেরে জোহর ও কেয়াম সম্বন্ধে বাহাছ করেন। ইহাতে উক্ত মওলবী ছাহেব একেবারে লা-জওয়াব হইয়া যান।

(১৮) তিনি ত্রিপুরার হাজিগঞ্জে মাওলানা আবুল ফারাহ জৌনপুরী ও মাওলানা আবদুল লতিফ মিরেশ্বরীর সহিত সেজরাতে কলেমা পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে বাহাছ করেন। মাওলানা আহমদ ছইদ দেহ্‌লবি ছাহেব এই বাহাছে ফুরফুরার পক্ষকে ডিক্রী দেন। ইহা হাজিগঞ্জের বাহাছে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৯) তিনি ত্রিপুরার চাঁদপুরে মিরেশ্বরী মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেবের সহিত কটকোবালার উপসত্ত্ব হারাম হওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করেন। এই বাহাছে মিরেশ্বরী মাওলানা ছাহেব লা-জওয়াব হন, ইহা "এবতালোল বাতেলে" ছাপান হইয়াছে।

(২০) তিনি ময়মনসিংহ কিশোর গঞ্জে আজানগাছি দলের সহিত বাহাছ করিয়া তাহাদের মতের অসারতা দেখাইয়াছেন, সেই দলের লোকেরা কিছুই সদুত্তর দিতে পারে নাই।

(২১) তিনি রংপুর পাবনাপুরে এক ওহাবী মওলবীর সহিত ছোটখাট বাহাছ করেন। ইহাতে সেই মওলবী নিরুত্তর হইয়া যান।

(২২) তিনি ও লক্ষ্ণৌ নিবাসী মাওলানা আবদুশ শুকুর ছাহেব বশিরহাটে গিয়া মওলবীদিগের সহিত বাহাছ করিতে উপস্থিত হন। শিয়া মওলবীগণ উপস্থিত হইয়াও বাহাছ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ইহার বিবরণ মাসিক ইছলাম দর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(২৩) তিনি বশিরহাটে মোহাম্মাদি মৌলভীদের সহিত বাহাছ করিতে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহারা এই বাহাছে উপস্থিত হন নাই।

(২৪) তিনি বশিরহাটে সঙ্গীত বাদ্য সম্বন্ধে মাষ্টার আবদুল হক ছাহেবের সহিত বাহাছ করিতে উপস্থিত হন্ কিন্তু মাষ্টার সাহেব এই সভায় উপস্থিত হন নাই।

(২৫) তিনি দিনাজপুরের পলাশবাড়ীতে মোহাম্মাদী মৌলবী-দিগের সহিত বাহাছ করার জন্য শর্ত্তনামা প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই শর্ত্ত লইয়া আমাদের লোক ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা কিছুতেই সেই শর্ত্তনামায় দস্তখত করিতে রাজী হন নাই। তিনি কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অবকাশ দিয়া আসেন।

(২৬) তিনি কিশোরগঞ্জে ত্রিপুরার মাওলানা তাজোল ইছলাম ছাহেবের সঙ্গে মিলাদের কেয়াম সম্বন্ধে বাহাছ করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করেন। ইহা কিশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাছ নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(২৭) তিনি বর্দ্ধমানে কালনা জাবারিপাড়াতে মওলবী মোছলেম সাহেবের সহিত সঙ্গীত বাদ্য, পুরুষের নিয়মের অতিরিক্ত চুল রাখা, হিন্দুস্থানে সুদ জায়েজ কিনা, মুরিদ স্ত্রীলোককে খেদমতে লওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করেন।

(২৮) তিনি ঢাকা বাচামরাতে জৌনপুরী মাওলানা আবদুল বাতেন ও মাওলানা আবদুল কাদির সাহেবদ্বয়ের সঙ্গে সুদখোরের জিয়াফত কবুল করা জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করেন। ইহা বাচামারা বাহাছে মুদ্রিত হইয়াছে। মাওলানা ছাহেব জীবনে যে কত বাহাছ করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা মুস্কিল। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে হানাফী আলেমগণ কোন সভা করিতে উপস্থিত হইলে মোহাম্মদী মৌলবী ছাহেবগণ সদলবলে উপস্থিত হইতেন। ইহাতে হানাফী আলেমগণ ভয়ে প্রস্থান করিতেন। ইহা দেখিয়া হানাফীরা নিজেদের মজহাব ত্যাগ করিয়া মোহাম্মদী হইয়া যাইত। ইহারা এক সময়ে নিজেদের দল বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার মর্জ্জিতে শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব কয়েক স্থানে বড় বড় বাহাছ ও সভা করিয়া মোহাম্মদী মোলবীগণকে পরাস্ত ও ত্রাসিত করিয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেক স্থানের মোহাম্মদীগণকে হানাফী করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাহাছের শর্ত্তনামা মোহাম্মদীগণ যাহা লিখিয়া দিতেন, হানাফিগণ তাহাতে সহি করিয়া বাহাছ করিতে বাধ্য হইতেন, তাঁহারা নিজেদের সুবিধা মত শর্ত্ত স্থির করিয়া কেবল হানাফিদিগের উপর লম্বা লম্বা প্রশ্ন

আওড়াইতেন। পক্ষান্তরে উক্ত শর্ত্তনামায় তাঁহাদের উপর হানাফীদিগের কোন প্রশ্ন করার আভাষ উহাতে থাকিত না। খোদার মর্জ্জি শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব এরূপ এক শর্ত্তনামা প্রস্তুত করিয়াছেন যাহাতে উভয় পক্ষের মতামতের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে। তাঁহারা মোহাম্মদী মজহাব ধারণ করার দাবী করেন। অথচ তাঁহারা দুনইয়ার সমস্ত মোহাদ্দেছ ও স্বমতাবলম্বী মওলবী ছাহেবদিগের মত মান্য করিয়া থাকেন। মাওলানা ছাহেবের শর্ত্তনামায় মোহাম্মদীগণকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, তোমরা কেবল কোরান হাদিছ মান্য করার মৌখিক দাবী কর। ইহা তোমাদের মিথ্যা দাবী। যদি তোমাদের দাবী সত্য হয় তবে—কোরান হাদিছ হইতে এই মতগুলি সপ্রমাণ করিয়া দেখাও। এই শর্ত্তনামা এরূপ বজ্র কঠোর হইয়াছে যে, অদ্যাবধি কোন মোহাম্মাদী মাওলানা মৌলবী উহাতে দস্তখত করিতে সাহসী হন নাই কোন স্থানে বাহাছের কথা উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে তথায় উপস্থিত হওয়ার দরকার হয় না। কেবল শর্ত্তনামা পাঠাইয়া দিলে, বিনা বাহাছে হানাফীদের জয় হইয়া থাকে। যদি শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে খোদা এই সময়ে পয়দা না করিতেন, তবে প্রায় সমস্ত বঙ্গ আসাম তাঁহাদের চক্রে পড়িয়া নিজেদের সত্য মজহাব হারাইয়া ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হইত। হজরত (ছঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক সময়ে একদল বিদ্বান সত্যপথে প্রবল থাকিয়া দীনের কল্যাণ সাধন করিবেন। কোন লোকের বিরুদ্ধাচরণে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। হজরতের এই হাদিছ বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রত্যেক জায়গায় এইরূপ ওলামা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি মাওলানা ছাহেবের মজহাব সংক্রান্ত কেতাবগুলি ভালরূপে স্মরণ করিয়া লইবে তাহার সহিত বাহাছ করিতে কোন মোহাম্মদি মৌলবী সক্ষম হইবেনা। মাওলানা ছাহেব বাহাছের শর্ত্তনামা মজহাব মীমাংসা কেতাবের শেষভাগে ছাপাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক দেশের হানাফীদিগকে উহা পৃথকভাবে ছাপাইয়া সারা দেশে ছড়াইয়া দেওয়া দরকার।*

(ক) এই পরিচ্ছেদের বিষয়গুলি মরহুম মাওলানা ছাহেব প্রণীত "ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেবের জীবনী" পুস্তকের ১৬২—১৬৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

নবম পরিচ্ছেদ

কাবার পথে মাওলানা ছাহেব

"ধরিয়াছ বক্ষে মাগো, কার পদ লেখা?
হে আরব। মানবের আদি জন্মভূমি"

জনাব মাওলানা ছাহেব বাল্য অবস্থায় স্বপ্নযোগে মক্কা ও মদিনা জেয়ারত করিয়াছিলেন। খোদা বহুকাল পরে তাহা বাস্তবে পরিণত করেন। ১৩৩০ সালে হজরত পীর ছাহেব কেবলা হজ্ব ও জেয়ারত করার ইচ্ছা প্রাকাশ করিয়া মোছলেম হিতৈষী সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণা বাণীতে বঙ্গ আসামের কত মাওলানা মৌলভী তাঁহার সঙ্গে হজে গরম করিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ফুরফুরার হজরত শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে বলিয়াছিলেন—"বাবা! অনেক লোক হজ্ব করিয়া থাকেন, কিন্তু হজ্জের আরকাম আহকাম নাজানায় হয়ত এত টাকর হজ্জ নষ্ট করিয়া বসেন। তুমি বঙ্গভাষায় পরিষ্কারভাবে হজ্জ ও জিয়ারতের যাবতীয় বিষয় লিখিয়া ছাপাইয়া হাজিদিগের হিত সাধন কর।" মাওলানা ছাহেব অল্প দিবসের মধ্যে হজ্জের মাছায়েল ছাপাইয়া কতক সঙ্গে করিয়া লন, বোম্বাই যাইতে যাইতে সেই কেতাবগুলি বিক্রয় হইয়া গেল। ষ্টিমারে উঠিয়া যখন হজ্জ, কেরান, তামাত্তো ও বদলা হজ্জের নিয়ত দরকার হইল, তখন যাত্রীরা কেতাব কেতাব করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু আর কেতাব পাইবার কোন উপায় ছিল না। যাহাদের নিকট দুই এক খানা কেতাব ছিল তাহাদের নিকট হইতে লোকে নিয়ত ইত্যাদি শুনিয়া লইতে লাগিল। যাঁহারা হজ্জ ও জিয়ারতে যান তাঁহাদের "হজ্জের মছায়েল" কেতাব ব্যতীত কান কার্য্য ছহিহ ভাবে করার উপায় নাই।

একজন দারোগা ছাহেব মাওলানা ছাহেবকে ফেরতকালে বলিয়াছিলেন, মাওলানা ছাহেব। "আপনি কি ইতিপূর্ব্বে হজ্জ ও জিয়ারত করিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন "না।" দারোগা ছাহেব

বলিলেন—"আমি আপনার কেতাব পড়িয়া অবাক হইতেছি, এক তিলবিন্দু ইহাতে কমবেশী দেখিতে পাইলাম না। কোন লোক ইহা পড়িয়া বলিয়া ফেলিবেন যে, লেখক বোধ হয় ২/৪ বার হজ্জ ও জিয়ারত করিয়া দেখিয়া শুনিয়া ইহা লিখিয়াছেন।" এই হজ্জের বিশেযত এই যে, হজরত পীর ছাহেবের চেষ্টায় হাবড়া হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত হাজীদের জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ ট্রেনে অনুমান ৮৩২ জন লোক গিয়াছিলেন। ১০ জন সেকেণ্ড ক্লাসের, ২২ জন ইন্টার ক্লাসের ও ৮০০ জন থার্ড ক্লাসের টিকিট লইয়াছিলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ বড় বড় ষ্টেশনে পানির অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হাজীরা পানি লইয়া গাড়ীতে উঠিলে গার্ড সাহেব পীর ছাহেবের হুকুম লইয়া গাড়ী ছাড়িবার হুকুম দিতেন। পথিমধ্যে এক স্থানে কোন হাজীর একটি ব্যাগ পড়িয়া যায়। উহাতে ৫/৭ শত টাকা ছিল। শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়া দেওয়া হইল, দুইজন লোক ব্যাগের সন্ধানে ধাবিত হয়। গার্ড সাহেব ট্রেনখানি প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল পশ্চাতের দিকে চালাইয়া লইয়া যাত্রিদ্বয়কে তুলিয়া লন। ভাগ্যক্রমে ব্যাগটি টাকা সমেত পাওয়া গিয়াছিল। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩০) মঙ্গলবারে বেলা ১২টা ১৬ মিনিটে হাবড়া হইতে ট্রেন ছাড়ে। জ্যৈষ্ঠ মাসে হিন্দুস্থানে এত গৰ্ম্মি যে, দিন আটটা হইতে রাত্রি প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত গর্ম্মির যন্ত্রণায় লোকের হাতে পাখা অবরত চলিত। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার সময় বোম্বাই পহুঁছিয়া দেখা গেল যে, কলিকাতার টাইমে ৬৩ মিনিট পরে সূর্য্য অস্তমিত হয়। সেইবার হজ যাত্রীদের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, মোসাফেরখানা পূর্ণ হইয়া যায়। পীর ছাহেবের সঙ্গী লোকদের জন্য সুরতি মোছলমানেরা একটা দুই তলা বড় দালান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রায় এক মাস উক্ত স্থানে থাকিতে হয়। বাহিরে থাকার জন্য কয়েকজন কলেরা রোগাক্রান্ত হন। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব ও কতকগুলি লোক অন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় ছিলেন। এক জুমার দিবস হজরত পীর ছাহেব ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব তথাকার সুরতিদিগের বড়

মছজেদে জুমা পড়িতে যান। হজরত পীর ছাহেবের আদেশে ঘোষণা করা হইল, নামাজ অন্তে ওয়াজ হইবে, মাওলানা ছাহেব পীর ছাহেবের আদেশে হাদিছ সমূহ পাঠ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় ওয়াজ বয়ান করেন। শ্রোতারা তাঁহার ওয়াজে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তথাকার লোকেরা অন্যান্য মছজেদে তাঁহার ওয়াজের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু জাহাজ ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য তাঁহাদের মনস্কামনা মনেই রহিয়া গেল। সেই মছজেদের এমাম ছাহেব তালেবোল এল্‌মদিগকে বলিয়াছিলেন—"মিয়ারা, তোমরা কোর-আনের হাফেজ দেখিয়াছ। হাদিছের হাফেজতো দেখ নাই। এই দেখ ইনি হাদীছের হাফেজ।" বোম্বাইয়ের আবহাওয়া অতি ঠাণ্ডা। কতক সংখ্যক লোকের নিউমোনিয়া হইয়া যায়। জিনিষপত্র অতি মহার্য্য। ২৪ দিবস তথায় থাকিলে যাত্রিদের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যায়। আবার ষ্টীমারে উঠিবার সময় ছোট কেয়ামত উপস্থিত হয়।

পেশওয়ারী, বোখারী, খোরাছানি, হিন্দুস্তানিরা গায়ের জোরে প্রথমে গিয়া ভাল ভাল স্থানগুলি দখল করিয়া লইয়া থাকে। বাঙ্গালীরা শেষে গিয়া অতি অসুবিধাজনক স্থানগুলি অধিকার করে।

ষ্টীমারের মধ্যভাগে মধ্য তালায় থাকাই ভাল। যাহারা যাহারা অগ্র বা পশ্চাৎভাগে স্থান পায় তরঙ্গঘাতে যখন ষ্টীমার কম্পিত হইতে থাকে, তখন কাহারও মাথা ঘুরিয়া যায়। কাহারও বমি হইতে থাকে সেকেণ্ড ও ফার্ষ্ট ক্লাসের কামরাগুলি মধ্যভাগে থাকে। এইরূপ নানা অসুবিধার জন্য যাত্রীদিগকে কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে আরোহণ করা শতগুণে ভাল। আমাদের দলের কয়েকজন যাত্রীর সহিত একটি অপরিচিত লোক বোম্বাই আসিয়া মিলিত হইয়া তাহাদের অতিরিক্ত সেবা-ভক্তি করিতে থাকে। এক দিবস দেখা গেল, তাহাদের দুইজন মরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের কোমরে টাকার থলিয়া নাই। সেই অপরিচিত খাদেমটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাতে লোকেরা অনুমান করিলেন যে, সেই লোকটি জুয়াখোর ছিল। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দুইটা লোককে মারিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহদের টাকাকড়ি চুরি করিয়া লইয়া চম্পট দিয়াছিল।

পাঠক, মনে রাখিবেন, বোম্বাই ট্রেনে অনেক সময় জুয়াখোরেরা পান, সিগারেটের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া লোককে খাইতে দেয়। লোকটি বিষে অচৈতন্য হইয়া পড়িলে, সে তাহার টাকাকড়ি লইয়া চম্পট দিয়া থাকে।

একদিন বরিশালের একটি লোককে হজ্জে লইয়া যাইব বলিয়া একজন জুয়াখোর 'মোয়াল্লেম' নাম ধারণ করিয়া তাহার ১৫০ টাকা লইয়া পলায়ণ করিয়া গিয়াছিল।

সাবধান। আপনারা স্বদেশী পরিচিত লোক ব্যতীত কাহাকেও সঙ্গীরূপে ও কোন অপরিচিত লোককে মোয়াল্লেম-রূপে নিয়োজিত করিবেন না।

পুরাতন হাজীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া মোয়াল্লেম স্থির করিবেন।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব নওয়াখালির মওলানা মোহাম্মদ হাতেম ছাহেবকে সঙ্গীরূপে মনোনীত করেন, তাঁহার পরামর্শ মত মাওলানা ছাহেব চিলিপাটী ও দুইটা অল্প মূল্যের খাটীয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন, তাঁহারা ডবল মাশুল দিয়া সেলুনের টিকিট লইয়াছিলেন। সেলুনের কামরাগুলি একেবারে ষ্টিমারের পশ্চাতে ছিল। তাঁহারা ১৭৫০ জন যাত্রীসহ "আরবস্থান" নামক ষ্টিমারে উঠিলেন।

৯ই আষাঢ় রবিবার বৈকাল ৫টা ১৬ মিনিটের সময় ষ্টিমার বঙ্গ সাগরের দিকে ধাবিত হইল। সাগরে ষ্টিমার খানি কাঁপিতে লাগিল। মগরেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন প্রকারে রেলিং ধরিয়া যাতায়াত চলিতেছিল। কিন্তু ইহার পরে আর যাতায়াত শক্তি থাকিল না। শুইয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রি কাটিল। প্রভাতে মাওলানা ছাহেবের মস্তক ঘুরিয়া বমন হওয়ার লক্ষণ হওয়ায় চিলিপাটী ও কিছু বিস্কুট লইয়া ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের নিকট খাটিয়া বিছাইয়া বসিয়া বসিয়া পড়িলেন। আর তাঁহাকে কোন কষ্ট করিতে হয় নাই। সিতাপুরের মোতাওয়াল্লি মৌলভী আবদুল হক সাহেব সেলুনে থাকিয়া মাথা ঘোরা বমন ইত্যাদিতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ষ্টীমারের সম্মুখে দিকে যশোহরের একটি লোক তিন দিবস অবিরত বমন করিতে করিতে মরণাপন্ন হইতে-ছিল। সে কিছু ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল না। মাওলানা ছাহেব তাঁহার

এই দুরবস্থা দেখিয়া তাহাকে তথা হইতে লইয়া ষ্টীমারের মধ্যস্থলে স্থাপিত নিজের খাটিরয়ার উপর লইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার বমন বন্ধ হইয়া গেল। সাগরের মধ্য ভেদ করিয়া 'আরবস্থান' ষ্টীমার চলিতেছিল, দুই পার্শ্বে ছোট বড় বহু মৎস্য দলবদ্ধ অবস্থায় নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া যাইতেছিল। কখন উড্ডীয়মান মৎস্য উড়িতেছিল, এই প্রকারের একটি মৎস্য আসিয়া ষ্টীমারে পড়িয়াছিল। এক সময় কিসের উপর ষ্টীমারের ধাক্কা লাগিল, ইহাতে উপর তলায় পানি উঠিয়া হাজিদের বিছানাপত্র ভিজিয়া গেল, কোথায়ও উনানের ভাত পড়িয়া গেল। অনেকে অনুসন্ধান করিলেন ষ্টীমারখানা একটি বৃহদাকার বিশিষ্ট মৎস্যের উপর ধাক্কা দিয়াছিল। এইজন্য এইরূপ ঘটিয়াছিল।

একদিবস জোহরের সময় অতিরিক্ত তরঙ্গের জন্য ষ্টীমার বেশী পরিমাণ কম্পিত হইতে লাগিল, সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল, শ্রদ্ধেয় মাওলানা হজরত পীর ছাহেবের নিকট আরজ করিলেন, হুজুর, একটি লোক দ্বারা ঘোষণা করাইয়া দিন, যেন সকলেই 'দোয়ায় ইউনোছ' পাঠ করেন। হজরতের হুকুমে তাহাই হইল। দোয়া ইউনোছ পড়িতে পড়িতে অগ্নিতে পানি দেওয়ার ন্যায় ঢেউ কম হইয়া গেল। ষ্টিমারের কম্পন থামিয়া গেল। কতকগুলি লোকের নিকট হইতে ৬৮/৯০ টাকা চাঁদা লইয়া তার বিহীন টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতায় হাজি এলাহি বখ্‌শ ছাহেবকে তাঁহাদের সুস্থতা ও শান্তির সংবদ প্রেরণ করান হইল।

ষ্টীমারের চীনা খালাসিগণ তাঁহাদের দলের অনেক মোরগ-মুর্গী চুরি করিয়া লইয়া খাঁচাটাকে পানিতে ফেলিয়া দিয়াছিল। ষ্টীমারের ক্যাপ্টেন Wireless টেলিগ্রামে জানিতে পারিলেন, ছকুতরা বাঁকে বিষম ঝড় হইতেছে। এই হেতু তাহারা লাইন ছাড়া একটু দূর হইতে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে ষ্টীমার খানা জেদ্দায় পৌঁছিতে দেরী হইল। আরবস্তানের ২/৩ দিবস পরে ফেরেখেস্তান ষ্টীমারে বোম্বাই হইতে রওয়ানা হইয়া এই জাহাজের ২/৩ দিবস পরে ফেরেখেস্তান ষ্টিমার বোম্বাই হইতে রওয়ানা হইয়া এই জাহাজের ২/৩ দিবস পূর্ব্বে জেদ্দায় পৌঁছিয়া গেল। যখন ষ্টীমার

খানা ১৯শে আষাঢ় বুধবার রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আদনে পৌঁছিল, তখন ঘড়ি ধরিয়া দেখা গেল কলিকাতার প্রায় ২ ঘন্টা ৪২ মিনিট পরে তথায় সূর্য্য অস্তমিত হয়। তথায় বঙ্গদেশের ন্যায় মৎস্য প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরের আনারসের আমদানি দেখা গেল, পেশাওয়ারিরা কাহারও কথা না শুনিয়া কামটকে মৎস্য বলিয়া খাইতে লাগিল। ষ্টিমার তথা হইতে ২০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২টার সময় আদন হইতে রওয়ানা হইয়া ২২শে অষাঢ় ১২ টার সময় কামরানে উপস্থিত হইল। যাত্রিদিগের রোগ পরীক্ষার্থ তথায় ৩ দিবস থাকার নিয়ম ছিল। কিন্তু সেই জাহাজের যাত্রিগণ এক দিবস তথায় থাকিয়া ২৩শে আষাঢ় বুধবার কলিকাতার টাইমে ১/৩০ মিনিটে জাহাজে আরোহণ করিলেন। হজরত পীর ছাহেব কতকগুলি লোককে ডাকিয়া বলিলেন, জেদ্দাতে অবতরণ করিয়া কয়েক দিবসে বালুকাময় ময়দানে অতি তীক্ষ্ণ রৌদ্রের মধ্যে করটিন করিতে হইবে। কাজেই কিছু চাঁদা করিয়া তার বিহীন টেলিগ্রাম করিয়া শরীফ হোসেন ছাহেবকে এই করটিন মওকুফ করিয়া দেওয়ার আবেদন করায় তাহাই করা হইল। জিদ্দাতে ২৫শে আষাঢ় মঙ্গলবার ২টা ৪৫ মিনিটে জাহাজ উপস্থিত হইলে, শরীফ হোসেন ছাহেবের পক্ষ হইতে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ষ্টিমারে আসিয়া বলিলেন, বাঙ্গলার পীর আমিরোশ শরিয়তে বাঙ্গলা কোথায় আছেন? তিনি বলিলেন "আপনি কয়জন লোকের করটিন মওকুফ চাহেন" তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, সকলেই করটিন মওকুফ করিয়া দেওয়া হইল। যাত্রিরা বৈকালে ক্ষুদ্র নৌকায় হুড়ীতে উঠিয়া জেদ্দায় নামিলেন। জেদ্দার যাত্রীদের বাক্‌স ও গাঁটরি তদন্ত করার পর প্রত্যেকের নির্দ্ধারিত মোয়াল্লেমের উকিলের বাসায় রাত্রি যাপন করা হইল। জেদ্দায় কয়েকটী মছজেদ আছে। সামুদ্রিক মৎস্য তাথায় দুস্প্রাপ্য নহে। কামরানের ডাক্তারেরা তথাকার মৎস্য অতিরিক্ত লবনাক্ত বিধায় খাইলে পেটের অসুখ হইতে পারে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আদন ও জিদ্দাতে মৎস্য খাইতে কোন নিষেধাজ্ঞা করা হইয়াছিল না। জেদ্দা সাগরের উপকূলে অবস্থিত বলিয়া অতি স্বাস্থ্যকর বলিয়া

বিবেচিত হইল। তথায় বিরাট আকারের একটী গোর দেখা যায়—উহা ৩২০ হাত লম্বা। অনেকে বলেন, ইহা হজরত দাদি হওয়া বিবির কবর, জিয়ারত করিয়া চক্ষের পানিতে বক্ষ ভিজাইয়া বলিতে থাকে—"হে দাদি। আপনি হাশরে আপনার এই গোনাহগার আওলাদের জন্য শাফায়াত করিবেন।" হজরত পীর ছাহেব ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের দল মক্কা শরীফে আবদুল কাদের আমিন ছাহেবকে মোয়াল্লেম স্থির করিলেন। কতক নওয়াখালির আনছার আকরামদ্দিন ছাহেবকে, কতক আহমদ মক্কি মরহুম ছাহেবকে মোয়াল্লেম স্থির করলেন। ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার আছরের সময় উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ২৯শে শনিবার প্রভাতে 'হেদ্দা' নামক মঃঞ্জেলে উপস্থিত হইলেন। সেই দিবস বৈকালে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া ৩০শে আষাঢ় রবিবার প্রভাতে মক্কাশরিফে উপস্থিত হইলে মোয়াল্লেম এক ওয়াক্ত খোরাকের ব্যবস্থা করিলেন।

জাহাজের আরোহিগণ কামরান ত্যাগ করিয়া 'ইলামূলাম' পূর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া এহরাম বাঁধিলেন, কেহ কেবল ওমরায়, কেহ কেবল হজ্জের, কেহ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়ত করিলেন। যাহারা কেবল ওমরার নিয়ত করিলেন তাহারা মক্কা শরিফে পৌঁছিয়া খানায়ে কাবার তওয়াফ করিয়া ছাফা ও মারওয়ার দৌড়ান কার্য্য সমাধা করিয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়া এহরাম খুলিয়া ফেলিলেন, আর যাহারা হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করিয়াছিলেন হজ্জ পর্য্যন্ত এহরাম অবস্থায় থাকিলেন। মক্কা শরিফের ঘরখানা মুসলমানদিগের জন্য শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত। প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি যতই উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তৃষ্ণা নিবারিত হয়না। খানায়ে কা'বার চারিদিকে কঙ্করময় স্থান আছে। হাজিরা কবুতরদিগকে দানা দিয়া থাকেন। মোল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন, যখন হজরত নবি (ছাঃ) আবুবকর ছিদ্দিক সহ 'ছওরু' নামক গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় খোদার আদেশে আলৌকিক ভাবে তাথায় একটি বাবুলের বৃক্ষ প্রকাশিত হইয়াছিল, দুইটা কবুতর বাসা প্রস্তুত করিয়া ডিম পড়িয়া 'তা' দিতেছিল, মাকড়সার-দল জাল বুনিয়াছিল, যেন কাফেরেরা বুঝতে পারে যে, মানুষ উহার

মধ্যে যাইতে পারে না। সেই কবুতেরর বংশ মক্কা শরিফে আছে। খোদার ঘর কা'বার এরূপ মহিমা যে, দলে দলে কবুতরেরা উড়িয়া আসিতেছে, লোকের অনুমান হয় যেন উহারা কা'বা গৃহের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত গৃহের সন্নিকটে আসিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ উহার ডাইনদিক দিয়া অন্য ভাগ উহার বামদিক দিয়া উড়িয়া যায়। কা'বার উপর দিয়া কোন পক্ষী উড়িয়া যাইতে পারে না। উহার এক কোনে 'হাজারে আছওয়াদ' আছে, ইহা বেহেশ্‌তের একখানা প্রস্তর। প্রথমতঃ উহা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিল, লোকেরা উহা স্পর্শ ও চুম্বন করিতে করিতে কাল হইয়া গিয়াছে। হাশরে উক্ত প্রস্তরখানি তাহার স্পর্শ ও চুম্বনকারিদিগের জন্য সুপারিশ করিবে। উহার নিকট 'মাকামে ইবরাহিম' নামক একখানা প্রস্তর আছে। উহাতে হজরত এব্‌রাহিম (আঃ) এর পদচিহ্ন রহিয়াছে। উহার নিকট 'জম্‌জম' নামক কুপ আছে। ছাফা ও মারওয়া নামক দুইটি ছোট পাহাড় আছে। হজরত এহরাহিম (আঃ) তাঁহার প্রথমা স্ত্রী ছারা বিবির অনুরোধে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরা ও তাঁহার পুত্র এছমাইল (আঃ) কে লইয়া শাম দেশ হইতে বোরাকের উপর আরোহণ করতঃ রওয়ানা হইয়াছিলেন। হজরত জিবরাইল (আঃ) সমভিব্যবহারে ছিলেন। হজরত এবরাহিম (আঃ) বোরাকের উপর থাকিয়া কোন ভাল আবাদ শহর দেখিলে তথায় স্ত্রী ও পুত্রকে নামাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিতেছিলেন, এখানে নামান খোদার আদেশ নহে। অবশেষে একটি বন জঙ্গল পূর্ণ বিজন প্রান্তরে বোরাককে নামিতে বলিলেন। হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিলেন, "এই স্থানটী বাসের উপযুক্ত নহে।" তিনি বলিলেন, "ইহাই খোদার হুকুম।" হজরত এবরাহিম (আঃ) মক্কা শরিফে স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করিয়া সিরিয়া যাইতেছেন। হজরত হাজেরা বিবি বলিলেন,—"ইয়া নাবিয়াল্লাহ। আপনি বিজন প্রান্তরে সামান্য খাদ্য ও পানীয় দিয়া অমাদিগকে আশ্রয়হীন অবস্থায় কিজন্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন?" হজরত এবরাহিম (আঃ) কিছু না বলিয়া স্ত্রীপুত্রের দিকে না ফিরিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। হজরত হাজেরা তৃতীয় বারে বলিলেন, হে খোদার নবী। এস্থানে

আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া কি খোদার হুকুম?'' তিনি বলিলেন,— ''হাঁ।'' তখন তিনি বলিলেন,—''তবে আপনি চলিয়া যান, খোদা আমাদিগকে কিছুতেই মারিয়া ফেলিবেন না।'' কয়েক দিবসে খাদ্য ও পানীয় শেষ হইয়া গেল, শিশু পুত্র পানির পিপাসায় অস্থির হইয়া কম্পিত হইতেছিল, তখন হজরত হাজেরা বিবি ছাফা পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিকে অবলোকন করিতেছিলেন। কোন পথিক কি পানি লইয়া যাইতেছে? কোন কূপের ধারে কি পক্ষীর দল উড়িতেছে? পানির কোন চিহ্ন না দেখিয়া তথা হইতে নামিয়া কতক আস্তে আস্তে, কতক ধাবিতাবস্থায় মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এইরূপ সাতবার ছাফা পর্ব্বতের উপর ও সাতবার মারওয়া পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া পানির কোন সন্ধান না পাইয়া এই ভয়ে ত্রস্তভাবে পুত্র এছমাইলের দিকে রওয়ানা হইলেন, পাছে কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলে। তিনি তথায় আসিয়া দেখেন হজরত জিবরাইল (আঃ)-এর পদাঘাতে ঝরণা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, পানি অতি দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। হজরত হাজেরা এই আশঙ্কায় যে, পাছে উক্ত পানি উথলিয়া উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—বড় বড় পাথর চারিদিকে স্থাপন করিয়া পানির চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। সেই স্থানটি জমজম কূপ হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় মওলানা ছাহেব বলিয়াছেন, আমাদের দলের পাবনা হাদোল নিবাসী হাজি এবরাহিম মরহুম ছাহেব একবার শেষ রাত্রে উক্ত পানি পান করিয়া মধুর ন্যায় স্বাদ পাইয়াছিলেন। এই পানি রোগামুক্তির নিয়তে পান করিলে রোগামুক্তি হইয়া থাকে। কা'বা ঘরের ছাদের পয়ঃনালা যেদিকে আছে সেই দিকে হজরত এছমাইল (আঃ) ও বহু নবীর মাজার শরীফ আছে। মক্কা শরীফের চারিদিকে একটী সীমারেখা আছে উহাকে ''হেরম-শরীফ'' বলে। হেরম-শরীফের মধ্যে কোন পশু বধ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অনেকে ইহা দেখিয়াছেন, একটি নেকড়ে বাঘ একটী ছাগল শীকার করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে। ছাগলটী দৌড়িয়া হেরেম-শরীফের রেখার মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে অমনি বাঘটী ছাগল শীকার না করিয়া ফিরিয়া চলিয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় মওলানা ছাহেব হজরত নবি (ছঃ) হজরত আলি, হজরত ফাতেমা ও হজরত আবুবকর প্রভৃতির পয়দা-এশের স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি "আবুকোরাএছ" পাহাড় পরিদর্শন করিতে যান, যেখানে চন্দ্র দুইভাগে বিভক্ত হইতে দেখা গিয়াছল। উহার নিম্নদেশে হজরত বড় পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (রহঃ)র মাছজেদ রহিয়াছে, তাহা পরিদর্শন করেন।

তিনি জান্নাতোল মোয়াল্লা কবরস্থান জিয়ারত করিতে যান। যখন তিনি উম্মোল মোমেনিন হজরত খদিজাতোল কোবরা (রাঃ) -র মাজার শরিফ জিয়ারত করিতে চক্ষু মুদ্রিত করেন, অমনি দেখিতে পান, যেন মাজার শরিফের মধ্য হইতে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইতেছে।

হজরত পীর ছাহেব কেবলা ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি ইহা তাঁহার বেলাএতের নূর দেখিতে পাইয়াছ। তৎপরে তিনি হজরত নবি (ছাঃ) এর দাদা আবদুল মোত্তালেব ও পরদাদা হাশেমের গোর পরিদর্শন করেন। তৎপরে আবদুর রহমান বেনে ওমার ও অন্যান্য কয়েকটী কবর ও মাছজেদোল জ্বেন পরিদর্শন করেন।

হজ্জের পূর্ব্বদিবস তাঁহারা মিনা বাজারে উপস্থিত হন। এই স্থানে মছজেদোল খায়েফ নামক একটী বড় মছজেদ আছে। উহার চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, উহার মধ্যস্থলে এক গুম্বজ বিশিষ্ট মিনার আছে। অনেকে বলেন, এই স্থানে হজরত আদম (আঃ)-এর কবর রহিয়াছে। যে স্থানে গুম্বজটী আছে উহা তাহার নাভিস্থল। মিনা বাজারে তিনটী নির্ম্মিত স্তম্ভ আছে, উহাকে জামরান নামে অভিহিত করা যায়। হাজিরা স্তম্ভ তিনটীর উপর কঙ্কর মারিয়া থাকেন। যে সময় হজরত এবরাহিম (আঃ)-এর পুত্র এছমাইলকে কোরবাণি করিতে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন শয়তান প্রথম স্থানে হজরত হাজেরাকে বলিয়াছিল, "এবরাহিম তোমার পুত্রকে জবাহ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন।" তিনি বলেন,—"উহা হইতেই পারে না।" শয়তানদ্বিতীয় স্থানে হজরত এছমাইলকে ও তৃতীয় স্থানে হজরত এবরাহিকে কুমন্ত্রণা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

সেই তিন স্থানে তিনটী স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। হাজিরা কঙ্কর মারিয়া শয়তানকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব মিনা বাজারের উপর উক্ত গর্ত্ত পরিদর্শন করিতে যান, যেখানে হজরত এবরাহিম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে কোরবাণী করিতে লইয়া যান, গর্ত্তের মধ্যভাগ অন্ধকারময়। অন্ধকারময় গর্ত্তে কোরবাণী করার উদ্দেশ্য এই ছিল যেন কোন লোক জানিতে পারিয়া বাধা প্রদান না করে। তিনি হজরত এছমাইলের গলদেশে কয়েকবার ছুরি চালাইলে গলা কাটিল না। তখন তিনি রাগান্বিত হইয়া একখানা পাথরের উপর ছুরি ফেলিয়া মারিয়াছিলেন, ছুরির আঘাতে পাথর খানি ১৯ আঙ্গুলী পরিমাণ গভীর হইয়া কাটিয়া গিয়াছিল। হজরত এবরাহিম (আঃ) ছুরির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি পাথর কাটিয়া ফেলিয়া দিলে, কিন্তু এছমাইলের গলা কাটিলেন না কেন? ছুরি বলিল, "যে খোদা আপনাকে তিনবার এছমাইলের কোরবানীর আদেশ করিয়াছেন, তিনিই আমার উপর ৭০ বার তাঁহার গলা না কাটার আদেশ দিয়াছেন।

মাওলানা ছাহেব সেই পাথরখানা পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরে আরফাত ময়দানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খোদা পাক হজরত আদম (আঃ) কে ছরন্দিপে (সিংহল) ও হজরত। হাওয়াকে জেদ্দায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। বহু দিবস ক্রন্দন করার পরে প্রথম এই আরফাত ময়দানে উভয়ের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় এই হেতু এই ময়দানটীকে 'আরফাত' নামে আখ্যাতকরা হয়। এই স্থানে তাঁহাদের সক্ষম আওলাদকে গোনাহ মা'ফির জন্য উপস্থিত হওয়ার আদেশ করা হইয়াছে। উক্ত ময়দানে রৌদ্রের উত্তাপ এত বেশী যে, তাঁবুর মধ্যে থাকিয়াও হাজিদের অসহ্য হইয়া পড়ে। মাওলানা ছাহেব ৯ই জেলহজ্জে জোহর পড়িয়া মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী ও নোয়াখালীর মাওলানা হাতেম সাহেব সহ জাবালে রহমতের উপর উঠিয়া এমামের খোৎবা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে এই কারামত পরিলক্ষিত হইল যে, কিছুক্ষণ পরে সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহাতে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গেল। হজ্জের সময় এরূপভাব উপস্থিত হইল যেন সমস্ত পার্থিব চিন্তা একেবারে দূরীভূত হইয়া বিস্ময়কর শান্তি অনুভূত হইতে লাগিল।

একদিবস মেছফালা মাদ্রাছায় হজরত পীর ছাহেব ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের ওয়াজের দাওয়াৎ হয়। বহু আরবিয়ান তথায় উপস্থিত হয়। মাওলানা ছাহেব অনর্গল হাদিছ পাঠ করিয়া আরবীদিগকে ও উহার উর্দ্দু অনুবাদ করিয়া হিন্দুস্থান ও বঙ্গ বাসিদিগকে শুনাইয়া দেন। বড় বড় আরবি আলেম তাঁহার হাদিছের ওয়াজ শ্রবণে অবাক হইয়াছিলেন। হজ্জ সমাপনান্তে উটের উপর আরোহণ করিয়া ১৩ দিবসে মদিনা শরীফে উপস্থিত হন। যে সমস্ত দরিদ্র লোক তাঁহাদের দলে ছিল, অনেকে পদব্রজে মদিনায় রওয়ানা হইয়া যায়। অনেক সময় মাওলানা ছাহেব নিজে কিছুদূর পদব্রজে চলিয়া তাহাদের কোন কোন লোককে উটের উপর আরোহণ করাইয়া লইতেন। তিনি মদিনা শরীফে হজরতের মাজার শরীফ জিয়ারত করেন। নিয়মের বিপরীত একরাত্রে হজরত পীর ছাহেব ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব ও বড় পীরজাদা (বর্ত্তমান ছাজ্জাদানশীন পীর) জনাব হজরত মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেব, কোন্নগরের হাজী আব্দুল মতিন, হাজী আব্দুল মযীন নওয়াখালী জেলার মাওলানা হাতেম ছাহেব খাদেমগণের অনুমতি লইয়া হজরত নবি (ছাঃ)-এর মাজার শরীফে মোরাকাবা করিতে করিতে রাত্রি যাপন করেন। তিনি জান্নাতোল বাকির কবরস্তানে হজরত আএশা ও হজরতের কয়েক বিবি, হজরত এমাম হাছান, হজরত আব্বাছ, হজরত ওছমান, হজরত জয়নোল আবেদীন, আবু ছাইদ খুদ্‌রী, এমাম মালেক (রাঃ) ও অন্যান্য বহু বোজর্গের মাজার জিয়ারত করেন। তৎপরে ওহোদ পর্ব্বতের অধোদেশে হজরতের চাচা আমিরোশ শোহাদা হজরত হামজা (রাঃ) প্রভৃতি শহিদগণের মাজার জিয়ারত করেন।

খোদার মর্জ্জিতে হজ্জ ও জিয়ারত সমাধার পর তাঁহারা জাহাজে আরোহণ করেন। বর্ষাকালে সাগর তরঙ্গময় ছিল। হেমন্তকাল আমাদের পুষ্করিণীর ন্যায় সমুদ্রের পানি স্থির দেখিয়া খোদার অসীম কোদরতের কথা মনে পড়ে। মাওলানা সাহেব অনেক সময় মক্কা ও মদিনা শরিফের কেতাবের দোকানে বসিতেন, দুর্লভ কেতাব তথা হইতেই সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের জন্মগ্রাম পরিত্যাগ

ইছামতী নদীর নিকটেই টাকী নারায়ণপুর গ্রাম অবস্থিত মাওলানা ছাহেব বলিতেন তাঁহার জীবনে তিনি এই নদী ভাঙ্গিতে বড় দেখেন নাই। ৫/৬ বৎসর হইতে টাকীর প্রায় এক মাইল দূরে রাজনগর নামক একটী ছোট খাল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে নদীতে পরিণত হইয়া যায়। সেই নদীর প্রবল আঘাত ঠিক টাকী নারায়ণপুরের উপর প্রতিঘাত করিতে থাকে। ইহাতে টাকীর বড় জমিদারের বৃহৎ অট্টালিকা ও বাজারের অনেক দোকান নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইতে থাকে। নারায়ণপুরেরও আংশিক নদীতে ভাঙ্গিতে থাকে। ইহাতে সেই গ্রামবাসিগণ বিচলিত হইয়া পড়ে। মাওলানা ছাহেব এক রাত্রে স্বপ্নযোগে পুস্করিণীর ঘাটের সিড়ীর ধাপ ফাড়িয়া পতনোম্মুখ দেখিয়া নিজের ওয়ালেদ ছাহেবকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া বশিরহাট যাওয়ার অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন। আর একদিবস তিনি স্বপ্নযোগে বশিরহাটের কাজেম মিয়া ও দ্বিতীয় একটি অপরিচিত লোককে এবং নারায়পুরের নিকটস্থ নদীতে তীর বেগে স্রোত চলিতেছে দেখিতে পান। তাঁহারা মাওলানা ছাহেবকে বলিতেছিলেন,—"যখন নদীর অবস্থা এইরূপ, তখন কেন আপনি এত টাকা ব্যয় করিয়া এইখানে দালান করিয়াছেন, তদুত্তরে মাওলানা ছাহেব বলিলেন—"আমি তো গায়েবের কথা জানি না। কাজেই এইরূপ করা হইয়াছে। তৎপরে তিনি এক সময়ে রংপুর বদরগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট কোন দোকানে হজরত পীর ছাহেব কেবলার নিকট বাটী পরিবর্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, হুজুর। আমি যে টাকীতে বাস করি তথায় ও ছৈয়দপুরে ১৫০ ঘর কাঙ্গালী মুছলমানের বাস। কিন্তু উহার চারিদিকে প্রায় ৪/৫ হাজার ঘর হিন্দুদের বাস, কয়েকটী বড় বড় জমিদারও আছেন। মুছলমানেরা তাহাদের ভয়ে কখনও গো-কোরবাণী করিতে সাহসী হয় নাই। তৎশ্রবণে হুজুর বলিলেন—"বাবা। চারিদিকে যেরূপ হিন্দু-মুছলমানে সংঘর্ষ হইতেছে, যদি কখনও এইরূপ দাঙ্গা ফাছাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহারা তোমার বিরাট কোতবখানা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। কাজেই বাংলায় এরূপ কোতবখানা আর কেহই করিতে

পারিবে না। নদী না ভাঙ্গিলেও তোমাকে এই স্থান হইতে হিজরত করা আবশ্যক। বোধ হয় এই কারণই খোদার হুকুমে নদী ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে।" সেই হইতে মাওলানা ছাহেব বশিরহাটে জমি ক্রয় করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তথায় প্রসিদ্ধ মীর ছাহেবগণের একটী আম্র বাগান ছিল। উহার প্রায় সাড়ে বার আনা অংশ আন্দাজ ২২/২৩ বিঘা ভিটাবাড়ী প্রায় আট হাজার টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন। ইহা কালেকটী তালুকের অংশ, বাৎসরিক খাজনা আন্দাজ ৬॥/০ হইবে। নারায়ণপুরে তিনি যে ভিটাতে বাস করিতেন উহা নিষ্কর ভূমি ছিল। এখানেও যে জমি খরিদ করিলেন, উহাও কোন হিন্দু জমিদারের অধীন নহে। এই বশিরহাটে কিংবা তাঁহার নিজের খরিদা বাটীতে অবাধে গো-কোরবাণী হইয়া থাকে। তিনি নিজের ভ্রাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণকে এই বশিরহাটে আনিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, যদি কখনও হিন্দু ও মুছলমানে ফাছাদ লাগে তবে তোমরা নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে। আমি এই চারি ক্রোশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের উদ্ধার করিতে পারিব না। কিন্তু তাহারা নানা অসুবিধা বশতঃ বশিরহাটে আসিতে স্বীকৃত হন নাই। 'টাকী রোড' রেল ষ্টেশন হইতে নামিয়া ২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নারায়নপুরে ও আড়াই মাইল অতিক্রম করিয়া সৈদপুরে পৌঁছিতে হয়। এই পথের দুইধারে কেবল হিন্দুদিগের বাস, আর বশিরহাটে রেল ষ্টেশন হইতে নামিয়া ১০ মিনিটের মধ্যে বশিরহাট "মাওলানা বাগানে" পৌঁছিতে পারা যায়। এই পথের দুই দিকে কেবল মুছলমানদিগের বাস।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব, যখন তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাটীতে আসেন, অনেক সময় তাঁহাকে ধার কর্জ্জ করিয়া দিন যাপন করিতে হইত। অতি অল্প দিবসের মধ্যে তাঁহার ওয়াজের খ্যাতি দেশের চারিদিকে বিঘোষিত হইয়া পড়িলে খোদা তাঁহার কষ্টের দিন দূরীভূত করিয়া দেন।

তাঁহার ছোট ভাই মওলবী রুহল কুদ্দুছকে তিনি নিজ ব্যয়ে পড়াইয়া অবশেষে ফুরফুরা মাদ্রাছায় শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া নারায়ণপুরে একটী মক্তবের কার্য্য করিতেছেন।

মাওলানা ছাহের প্রথমে মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেন। এক সময় বর্ষাকালে তিনি বিদেশ হইতে বাটীতে আসিয়া দেখেন

তাঁহার বাটীতে কাষ্ঠের একটী আলমারী উই পোকা লাগিয়া প্রায় সমস্ত দুর্লভ কেতাবগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এই হৃদয়বিদারক অবস্থা দর্শনে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। কতকগুলি দুর্লভ কেতাব আর তিনি কোন স্থানে খুঁজিয়া পান নাই। সেই সময় তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে পাকা দালান প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দেন। মাওলানা ছাহেব নিজের বিরাট কোতব খানা ও নিজের বাটীর কেতাবগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং শিয়া, অহাবী ও অমুছলমান শত্রুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়ার ধারণায় নারায়ণপুরে পাকা তিনটী ঘর প্রস্তুত করেন।

হজরত নবী (আঃ) বলিয়াছেন—"পাকাঘর মানুষের ক্ষতিকর হইবে।" কিন্তু আবশ্যক হইলে, উহাতে দোষ নাই। কুফা শহরে বাঁশের গৃহ সকল ছিল। কিন্তু একবার ঘটনা ক্রম অগ্নি লাগিয়া সমস্ত ঘর পুড়িয়া যায়। সেই সময় হজরত ওমার (রাঃ) তাহাদিগকে পাকা ঘর করিতে আদেশ দেন। মদিনা শরিফের মছজেদের কড়ি, অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম কাষ্ঠের ছিল, একাধিকবার অগ্নি লাগিয়া উহা পুড়িয়া যায় এই হেতু আলেমগণের ফৎওয়া লইয়া তুর্কি সুলতানগণ উক্ত মছজিদ পাকা করিয়া দেন। এখন মক্কা ও মদিনা শরিফের অধিকাংশ ঘরবাড়ী পাকা এমারতে পরিপূর্ণ।

মাওলানা ছাহেব ২০/২৫ হাজার টাকার পাঠ্য কেতাব ও নিজ রচিত শতাধিক কেতাব রক্ষাকল্পে বশিরহাট বাড়ীতে চারিটী পাকা কামরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি বশিরহাটে আসিয়াছেন উহার বিশেষত্ব এই যে, তথায় প্রায় ৪ শত ঘর সম্ভ্রান্ত মুছলমানের বাস। রাজা প্রতাপাদিত্য যে সময় দিল্লীর বাদশাহর বিদ্রোহী হইয়া উঠেন, সেই সময় মোহাম্মদ আজিম খাঁ দিল্লীর বাদশাহর পক্ষ হইতে তাঁহাকে দমন করিতে আসেন। তিনি কৃতকার্য্য হইতে না পারায় মানসিংহ তাহাকে দমন করিতে আসিয়া যেস্থানে তাহাকে পরাজিত করেন, সেই স্থানের নাম হইয়াছে "সংগ্রামপুর"। ইহা বশিরহটের ইছামতী নদীর অপর পারে অবস্থিত।

মোল্লা কোতবুদ্দিন ওরফে মোল্লা বড়ে বোগ্দাদি দিল্লির বাদশাহের পীর ছিলেন। ইনি সেনাপতি আজিম খাঁ ছাহেবের সঙ্গে

বশিরহাটে উপস্থিত হইয়া বাসস্থান স্থির করেন। ইনি দিল্লীর বাদশাহর পক্ষ হইতে সাত শত বিঘা লাখেরাজি জমি জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন স্বরূপ পাইয়া ছিলেন। তিনিই বশিরহাট আবাদ করেন। এই বংশে ফকির মোহাম্মদ নামক একজন সেনাপতি ছিলেন। কাজি লাল মোহাম্মদ নামক একজন প্রসিদ্ধ আলেমও ছিলেন। ইনি হুগলীর কাদিওল কোজাত ছিলেন। ইনি বশিরহাটের শাহি মছজেদ মোকার্রম করিয়াছিলেন। খান বাহাদুর মাওলানা মোহাম্মদ ছাদের নামে একজন লোক ছিলেন, ইনি অযোধ্যার বাদশাহ গাজি উদ্দিন হয়দরের উজির ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে অনেক কেতাব আছে। তিনি তরিকতপন্থী দরবেশ ছিলেন। মওলবী কাজি রহমতোল্ হক ছাহেব, ইনি এলমে জাহেরি ও বাতেনিতে পরিপক্ক ছিলেন। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে কাজি মওলবী ছেরাজল হক, কাজি এছরারোল হক, কাজি হামিদোল হক প্রসিদ্ধ। মাওলানা গোলাম এহইয়া ছাহেব, ইনি বড় জবরদস্ত আলেম ছিলেন, তঁহার পৌত্র খান বাহাদুর মওলবী গোলাম কাছেম মরহুম ছাহেব, ইনি জমিদার ও খুলনা এবং ২৪ পরগণার লীডার ছিলেন। এই বশিরহাটের গৌরব এই যে, এই স্থানে প্রাচীন কালের ৬ গুম্বজ বিশিষ্ট বৃহদাকারের একটী মছজেদ আছে। উহার ভিত্তির উপরস্থিত প্রাচীর ৮ ফুট প্রস্থ, দুইটী পাথরের স্তম্ভের উপর ৬টী গুম্বজ প্রস্তুত করা হইয়াছে। মেহরাবের উপরে তোগ্‌রা অক্ষর লিখিত আছে। উহা ৮৭১ হিজরীতে (ইংরাজী ১৪৬৬ সাল) মজলেছে মায়াজ্জম মোকারম মজলেছে আজম কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছিল।' ইহা বাংলার স্বাধীন পাঠান সুলতান বাবর বাদশার আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অন্যতম গৌরবের বিষয় এই যে, শাহ আলি নামক একজন বোগদাদনিবাসী জবরদস্ত অলির মাজার তথায় বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ যে সময় বশিরহাট আবাদ করা হইয়াছিল, সেই সময় তিনি তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি অবিবাহিত দরবেশ ছিলেন। ছুফি ছাহেব বলিয়াছেন, "অনেক সময় রাত্রিকালে বাঘের দল আসিয়া তাঁহার কবর জিয়ারত করিত।" তিনি নৌকাযোগে বশিরহাটে উপস্থিত হইয়া মাঝিদিগকে পূর্ব্ব বঙ্গের দিকে নৌকা চালাইতে বলেন। নৌকা ঘুরিয়া ফিরিয়া কয়েক দিবস পরে পুনরায় এই বশিরহাটে উপস্থিত

হয়। তিনবার এইরূপ হইলে তিনি বলেন, "আমার কবর এই স্থলে হইবে বুঝা যাইতেছে।" তখন তিনি তথায় বাসস্থান স্থির করিলেন। অনেক লোক তাঁহার গোর জিয়ারত করিয়া থাকেন। এই স্থানে আরও অনেক অলি উল্লাহর বাস ছিল। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের ওস্তাদ্ ছুফি ছাহেবের নানা মওলবী এরাদতুল্লাহ ছাহেব একজন বড়দরের অলি ছিলেন। ছুফি ছাহেব বলিয়াছেন, "যখন তিনি জেকর করিতেন, তখন তাঁহার শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেন পৃথক পৃথক হইয়া যাইত।" উক্ত মওলবী ছাহেব বলিতেন—বশিরহাটের বাদশাহ্ শাহ্ আলী ছাহেব তাঁহার জন্য আমার কোন বোজর্গী জাহির হইতে পারে না। তোমরা আমাকে নদীর পারে সংগ্রামপুরে 'দফন' করিও। কিন্তু তাঁহার এন্তেকালের পরে তাঁহাকে শাইপালাতেই দফন করা হইয়াছিল। শাহ মহদুদ, শাহ বোনগাজী ও ছমি মোহাম্মদ ও রমজান শাহ মিয়া বড় দরজার দরবেশ ছিলেন। মাইহাটী নিবাসী মওলবী বদরোদ্দোজা ছাহেব শাহী মছজেদে থাকিতেন। ইনি বড় দরজার অলি ছিলেন। তিনি নদীতে ডুব দিয়া গায়েব হইয়া গিয়াছিলেন। এই স্থানে অনেক নামজাদা আলেম ছিলেন, তন্মধ্যে মওলবী ফারাগাত আলি, মওলবী গোলাম মখদুম, মওলবী রুহুল আমিন ও মওলবী তাফাজ্জোল আলি ছাহেবান হুগলী মাদ্রাছার মোদার্‌রেছ ছিলেন। মাওলানা আমানাতুল্লাহ ছাহেব হেদায়েতুল এছলাম প্রণেতা, ইনি উক্ত ছুফি সাহেবের নানার ভাই ছিলেন। মওলবী আব্দুল হাই ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মওলবী মোজহার হোছাএন উকিল, মওলবী মেহের আলি মোনসেফ ও মওলবী মতলুব হোছাএন বশিরহাটের উকিল ও কাজি বাকাউল্লাহ ও কাজি মেহের রহিম কাজি ছিলেন। বশিরহাটে মোহাম্মদ বশীর নামক একজন নামজাদা লোক ছিলেন। তাঁহার নামে বশিরহাট নামকরণ করা হইয়াছে। এখজন ফকির এক এক দিবস পর্য্যায়ক্রমে এক এক বাড়ীতে আহার করিলে বৎসর শেষ হইয়া যাইত। তবু প্রথম বাড়ীতে আসিতে পারিত না। যেহেতু এই স্থানে প্রায় ৪ শত ঘর সম্ভ্রান্ত মোছলমানের বাস ছিল। এই হেতু শাইপালা নামকরণ করা হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের কতকগুলি স্বপ্ন

হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম। হজরত বলিয়াছেন, সুসংবাদ ব্যতীত নবুয়ত বাকী নাই। উহা সত্য স্বপ্ন।—ছহিহ বোখারি।

মাওলানা ছাহেবের অনেকগুলি সত্য স্বপ্ন ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন। যখন তাঁহার বাটীতে কোন বিপদ উপস্থিত হয়, রাত্রিতে স্বপ্নযোগে খোদা তাঁহাকে তাহা অবগত করাইয়া দেন। এস্থলে কয়েকটী স্বপ্নের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার ওয়ালেদ ছাহেবের গৃহের মধ্য হইতে বন্‌বন্ শব্দে একটি গ্যাস উত্থিত হইতেছে। এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি কোন বিপদের সম্ভাবনা ধারণা করিলেন। খোদার মর্জ্জি কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহার ওয়ালেদ মরহুম ও গ্রামস্থ কয়েকজন লোকের বসন্ত রোগ হয়। মাওলানা ছাহেব প্রত্যেক বসন্ত রোগগ্রস্ত লোকের জন্য এক একটী ছাগল জবেহ করিয়া ৬০ ভাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে খয়রাত করিয়া দিতে উপদেশ দিলেন। খোদার অনুগ্রহে সকলেই আরোগ্য লাভ করিলেন।

(২) এক রাত্রে তিনি বিদেশে স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন যে, নদী হইতে সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া প্রবল বন্যা ও ঝটকা প্রবাহিত হইয়া বশিরহাটের গ্রাম পর্য্যন্ত, উপস্থিত হইয়া ক্রমান্বয়ে মৃদু হইতে হইতে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি বশিরহাটে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, বশিরহাটের গোলাম খাঁ মরহুম ছাহেবের মছজেদের সম্মুখ হইতে হিন্দুরা ঢাক ঢোল বাজাইয়া যাইতেছিল, মুছলমানেরা তাহাদিগকে উহা নিষেধ করায়—তাহারা বাজনা বন্ধ করে নাই। এই হেতু হিন্দু ও মুছলমানদিগের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। মাওলানা ছাহেব বলিলেন, তিনি স্বপ্নযোগে দেখিয়াছেনঃ ক্রমশঃ উহা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তোমরা ধৈর্য্য ধারণা কর, খোদা চাহেত এই হাঙ্গামা মীমাংসা হইয়া যাইবে। পরিণামে তাহাই হইয়াছিল।

(৩) এক সময় মাওলানা ছাহেব চোর-দস্যুদিগের অত্যাচারের জন্য একটী বন্দুকের দরখাস্ত করিয়াছিলেন। এক রাত্রিতে তিনি বিদেশে স্বপ্নে দেখেন যে, দুর্দ্দান্ত ঘোটক প্রকাশিত হইয়াছে। কোন লোক উহা থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। হঠাৎ দুইটী ইংরাজ সাহেব উক্ত ঘোড়ার মুখের দুই দিকের লাগাম ধরিয়া থামাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আলীপুর হইতে একখানা নোটীশ তাঁহার বাটীতে পৌঁছিয়াছে। উহার মৰ্ম্ম এই যে, অবিলম্বে আপনি আলিপুর কোর্টে উপস্থিত হইয়া পুলিশ সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইহাতে মাওলানা ছাহেব বুঝিলেন, দুর্দ্দমনীয় ঘোটকটী বন্দুক ও ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সাহেবদ্বয়ের হস্তে উহার লাগাম আছে।

(৪) এক সময় বশিরহাটের বাঁশঝাড়ি গ্রামের তাজেমদ্দিন মণ্ডল ও কাদের বখ্শ মণ্ডল দুইটী তালুক খরিদ করার প্রস্তাব মাওলানা ছাহেবের নিকট করিয়াছিলেন। মাওলানা ছাহেব এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, যেন একটী লোক বলিতেছেন, এই দুইটী সম্পত্তির মধ্যে অমুক সম্পত্তি যেন খরিদ করা হয়। মাওলানা ছাহেব তাহাদিগকে ডাকিয়া এই সংবাদ অবগত করান। কিন্তু তাহারা সে সম্পত্তি ক্রয় করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, মাওলানা ছাহেবের স্বপ্ন ঠিক উহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া মনোনীত সম্পত্তি খরিদ করিলেন না। কয়েক মাস পরে তাহারা মাওলানা ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, হুজুর। আপনার নিষেধ শুনা ভাল হইয়াছে। আমাদের মনোনীত সম্পত্তির বহু শরিক ও অন্যান্য বহু গোলমাল বাহির হইয়াছে। আমরা উহা খরিদ করিলে অনেক মোকদ্দমা ও বহু সহস্র টাকার দায়ে পড়িতে হইত।

(৫) মাওলানা ছাহেব একবার বিদেশে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার একমাত্র ছোট ভাইটি মরিয়া গিয়াছে। তিনি বাটীতে উপস্থিত

হইয়া দেখিলেন তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া মরিয়া গিয়াছে। সেই পুত্রটী ঠিক তাঁহার ছোট ভাইয়ের ন্যায় সুশ্রী হইয়াছিল।

(৬) এক সময় তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, অতি বিরাট আকারের একটী নৌকা মেরামত করা হইতেছে। এত বড় বিরাট আকারের নৌকা তিনি কখনও দেখেন নাই। নৌকাখানি কাৎ করিয়া কতকগুলি খুঁটার উপর রাখা হইয়াছে। আশঙ্কা হইতেছিল যে, পাছে উহা পড়িয়া যায়, কিন্তু পড়িতেছে না। তৎপর মাওলানা ছাহেব হানাফী সংবাদ পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। প্রকাণ্ড নৌকা সমস্ত দুনইয়া ভ্রমণ করিতে পারে—ইহা সংবাদ পত্রের কার্য্য, প্রত্যেক সপ্তাহে সমস্ত দুনইয়ায় পৌছিতে পারে। নৌকাখানা পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা হওয়ার অর্থ এই যে, হানাফীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইবে। কিন্তু নৌকাখানা পড়ে নাই—ইহার অর্থ এই যে, খোদার মর্জ্জিতে হানাফীর পতন কিছুকাল পরে হইবে।

(৭) মাওলানা ছাহেব বশিরহাটে কোতবখানা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ইষ্টক নির্ম্মাণ করার চেষ্টা করিতেছিলেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে দেখেন যে, তিনি ও বশিরহাটের মুন্‌শী সিদ্দিক আহমদ মিস্ত্রী মরহুম উভয়ে অল্প পানি বিশিষ্ট একটি খালে পোলো দ্বারা মৎস্য ধরিতেছেন। তিনি দুইটা জীবন্ত কই কিম্বা মাগুর মৎস্য এবং একটী মরা মৎস্য ধরিলেন কিন্তু সিদ্দিক মিয়া কি ধরিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মাওলানা ছাহেব ইহার এইরূপ মর্ম্ম বুঝিলেন—খালে অল্প পানি ও কর্দ্দম ছিল। পানি ও কর্দ্দম দ্বারা ইষ্টক নির্ম্মাণ করা হয়। ছিদ্দিক মিয়া ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। এই হেতু তাহাকে সহকারীরূপে দেখা হইয়াছে। দুইটী জীবন্ত মৎস্যের অর্থ দুই লক্ষ ভাল ইষ্টক হইবে। মরা মৎস্যের অর্থ কিছু খারাব (আমা) ইষ্টক হইবে। এই তাবিবের পর ঘটনা তাহাই হইয়াছিল।

(৮) এক সময় মাওলানা ছাহেব স্বপ্নযোগে দেখিলেন, তিনি তালেবোল-এলেম সহ ষ্টীমারযোগে বিদেশে যাইতেছেন। তিনি ষ্টীমার

হইতে নামিয়া এক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। কেহ যেন বলিতেছিল, এই গ্রামে নরহত্যাকারী ডাকাতদিগের বাস, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তিনি ভীত হইয়া মুছলমানদিগের বাড়ী খুঁজিতেছিলেন। একজন পৈতাধারী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একজন দাড়ীহীন মুছলমান সেবককে দেখা গেল, তাহার লেবাছ পোষাক, রীতি নীতিতে হিন্দু বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে রাত্রে তিনি এই স্বপ্ন দেখিলেন উহার পর দিবস পূর্ব্ব বঙ্গের একটী লোক তাঁহাকে সভার দাওত দিতে আসিয়াছিলেন। মাওলানা ছাহেব শরীরের অসুস্থতা হেতু উক্ত দাওত গ্রহণ করেন নাই। পরে জানা গেল, সেই দাওতকারী এরূপ স্থানের বাসেন্দা, যাহারা ফুরফুরার দলের প্রধান শত্রু।

(৯) মাওলানা ছাহেব একবার বিদেশ হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র আবদুল মাজেদের শারীরিক পীড়ার কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে নিদ্রিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নে দেখিতেছেন, আবদুল মাজেদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "আব্বাজান! আমার জ্বর ভাল হইয়াছে। কিন্তু আমার একটি চক্ষু কানা হইয়া গিয়াছে।" মাওলানা ছাহেব এই স্বপ্ন দেখিয়াই চৈতন্য হইয়া বামদিকে চারিবার থুথু ফেলিয়া দোয়া পড়িলেন। সকালে কিছু ছাদকা দিয়া ত্রস্তভাবে বশিরহাটে রওয়ানা হইলেন। বশিরহাটে উপস্থিত হইয়া হাজি মছিহদ্দিন সাহেবের সহিত পতিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, আপনার শাশুড়ী মরণাপন্ন অবস্থায় আছেন। মাওলানা ছাহেব বুঝিলেন, শাশুড়ি সাহেবানী প্রায় ২২ বৎসর আমার গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী হইয়া আছেন। চক্ষু কানা হওয়ার অর্থ তাঁহার এন্তেকাল করা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অদম্য জ্ঞান পীপাসা

জনাব মাওলানা ছাহেব যেদিন বাটী হইতে হজ্জে রওয়ানা হন, তাহার একদিন কি দুইদিন পূর্ব্বে সাঁকচূড়া রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কদালিয়া গ্রামে তিনি একটি সভা করেন। সৌভাগ্য বশতঃ আমিও উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলাম। হজ্জে রওয়ানা হইবার তোড়জোড় করিতেছেন—তবুও তাঁহাকে অনবরত হাদিছ কণ্ঠস্থ করিতে দেখিয়াছি। হজ্জ করিয়া ফিরিবার সময়ও তিনি পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারা হইতে কয়েক সহস্র টাকার মূল্যবান হাদিছ ও তফছীর (যাহা ওজনে প্রায় চারি মণ হইবে। সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। পথে ঘাটে, রেলে ষ্টীমারে জীবনের বহু সময়ে তাঁহার সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, একটী মুহূর্ত্ত তিনি অনর্থক সময় নষ্ট করিতেন না। হাদিছ, তফছির, ফৎওয়া ও ফারায়েজ সম্বন্ধীয় বহু কেতাব তিনি, সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। দাওত বা সভা সমিতির ব্যাপারে হয়ত কাহারও বাটীতে তিনি কয়েক ঘন্টার জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিলেন—অমনি দেখা গেল, তিনি লেখনী হস্তে করিয়া কেতাব অথবা প্রবন্ধ লিখিতেছেন, অথবা কোন বিপক্ষের আক্রমণের গতিরোধ করিতেছেন। গৃহস্বামী দস্তরখানের উপর খানা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তখনও তাঁহাকে আমি লেখনী চালনা করিতে দেখিয়াছি। আমাদের আহার্য্য গ্রহণের ২ মিনিটের পর তিনি হস্ত ধৌত করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। ষ্টীমারেও তাঁহাকে আমি কম্বল বিছাইয়া কেতাব-পত্র লিখিতে দেখিয়াছি। রাত্রিতে এশার নামাজও অজিফা মারাকাবা সাঙ্গ করিয়া আমরা একই গৃহে তফাতে শয়ন করিয়াছি। শেষ রাত্রে আমার চৈতন্য হইলে দেখিয়াছি—তিনি আলো জ্বালাইয়া কেতাব লিখিতেছেন। আমরা তাঁহার এই বিরাট ও বিপুল কৰ্ম্মসাধনা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম। সভান্তে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে পতঙ্গের ন্যায় ঘিরিয়া ফেলিয়া মছলা-মাছায়েল ও ফাতাওয়া ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিত। তিনি সহাস্য বদনে কোরআন হাদিছের বরাত দিয়া প্রত্যেকটি মছলার উত্তর দিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলিকে আশ্বস্ত করিতেন। যে মছলা তাঁহার সঠিক জানা ছিল না, তখনই অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়া ফেলিলেন—"এই মছলাটির জন্য কেতাব দেখিতে হইবে" এবং এইরূপ বলার জন্য কোন সময়ে তাঁহাকে সঙ্কোচ ভাব প্রদর্শন করিতে দেখি নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের আচার ব্যবহার

তিনি সদাসৰ্ব্বদা সৰ্ব্বসাধারণের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন। রাগ করিয়া কাহারও সহিত কথা না বলিতে তাঁহাকে দেখি নাই। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হাসি মুখেই উত্তর প্রদান করিতেন। তাঁহার সঙ্গী তালেবল-এলম মোমীন আলী মিয়ার ব্যবহারে যখন তিনি হয়ত একটু কষ্ট হইতেন, তখন তিনি তাহাকে শুধু বলিতেন। "নাদান" (অজ্ঞ)। আমরা ইহা শুনিয়া শুধু হাসিতাম। খুলনা জেলার দেবহাটা থানার অন্তর্গত কামটা নিবাসী মওলবী হাজী মোহাম্মদ খয়রুল্লাহ ছাহেব তাঁহার সহিত সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ছফরে ভ্রমণ করিয়াছেন। ২৪ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার এলাকাধীন মোয়াজ্জমপুরের ছাজী মোহাম্মদ ছোলতান ছাহেব প্রায় বিশ বৎসর তাঁহার সহিত ছফরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত জেলার বশিরহাট মহকুমার এলাকাধীন হাজী মছিহ উদ্দীন ছাহেব ও তারাগুনিয়া নিবাসী, মুন্সী মোহঃ আমানাতুল্লা মরহুম, রাজবাড়ীয়া নিবাসী মুন্সী হাফিজুদ্দিন ছাহেব তাঁহার সঙ্গে বহু বৎসর ছফরে ভ্রমণ করিয়াছেন। মওলবী খায়রুল্লাহ্ ছাহেব পথে ঘাটে রেলে ষ্টীমারে তাঁহারই নিকট এলম্ শিক্ষা করিয়া আজ আলেম পদবাচ্য হইয়াছেন, এবং হাজী মছিহ উদ্দীন মিয়া তাঁহারই অর্থানুকুল্যে পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জামা ও মদিনা মোনাউওয়ারা পৰ্য্যন্ত জেয়ারত করার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণা টাকীর মমিন আলী মিয়া কয়েক বৎসর তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করার পর পুনরায় সে আমার সহিত সুদীর্ঘ ৪/৫ বৎসরকাল বিদেশ ভ্রমণে আমার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিল। অতঃপর আমার দরিদ্র ভবনে যখন তখন তাঁহার পক্ষে যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় পুনরায় সে জনাব মাওলানা ছাহেবের সহিত জীবনের প্রায় শেষ মুহূৰ্ত্ত পৰ্য্যন্ত কাটাইয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও বহু তালেবল এলম এই পরশ-মাণিকের সংস্পর্শে আসিয়া নিজের জীবনকে ধন্য ও পবিত্র করিয়া লইয়াছিল।

ইহাদের সকলেই প্রমুখাৎ তাঁহার বিদেশ ভ্রমণের যে অমায়িক সদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়াছি ও নিজেও স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি তাহা জীবনে ভুলিবার মত নহে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের স্পষ্টবাদিত

জনাব মাওলানা ছাহেব যেমন একদিকে সরলপ্রাণে মিষ্টভাষী ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির লোক ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই শরিয়তের বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিলে আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের তরফ হইতে যখনই মহান এছলামের পবিত্র অঙ্গে কোন অপমান বা আঘাত আসিয়াছে বুঝিতে পারিতেন, অমনিই তিনি সিংহ বিক্রমে তাহার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করিতেন।

ভারতীয় আইন সভায় যখন শরা বিরুদ্ধ তালাকের বিল পাশ হইয়াছিল, তখন ফুরফুরা শরীফের মহামান্য পীর ছাহেব কেবলা মরহুম, ও জনাব মাওলানা রূহল আমিন ছাহেব মরহুম তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বিবাহ "বিচ্ছেদ বিল" নামক একখানা অতি প্রয়োজনীয় কেতাব লিখিয়া তদানীন্তন সরকার বাহাদুরের ভ্রান্তি সংশোধন করিতে চেষ্টিত হন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব যখন সমস্যা ও সমাধান পুস্তকে এছলাম ও সঙ্গীত ও জীব জন্তুর ছবি ছাপান জায়েজ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, তখন এই মাওলানা ছাহেব কোরআন হাদিছ হইতে অজস্র যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া এছলাম ও সঙ্গীত পুস্তকে তাঁহার এই দাবীর অসারতা সপ্রমাণ করেন।

উক্ত মাওলানা ছাহেব যখন পরদা উঠাইয়া দিবার স্বপক্ষে ও জীবন বীমা জায়েজ ও মেয়রাজ অস্বীকার করিয়া ছিলেন, তখন জনাব মাওলানা ছাহেব অপরাজেয় বজ্রমুঠ লেখনী ধারণ করিয়া তাহার মুলোৎপাটন করিয়াছিলেন।

মজহাব বিদ্বেষী মৌলভী ছাহেবগণ যখন হানাফী মজহাবের বিরুদ্ধে অযথা কুৎসা রটনা করিতেছিলেন, তখন ইঁনিই দৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া ও বাহাছ করিয়া হানাফী মজহাবের সত্যতা সপ্রমাণ করেন। নেড়ার ফকীর, আজানগাছি, কাদিয়ানী, শিয়া প্রভৃতি যে কোন সমাজ হইতে এছলামের পবিত্র অঙ্গে আঘাত আসিয়াছে, জনাব মাওলানা ছাহেব বজ্র হস্তে তাহার প্রতিবাদ করিয়া শাশ্বত এছলামের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

কি রাজনীতি, কি ধৰ্ম্মনীতি, কি সমাজ ক্ষেত্রে—প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোরআন হাদিছের বিরুদ্ধাচারণ করিতে দেখিলে তিনি অনমনীয় দৃঢ় হস্তে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। এইরূপ ব্যাপারে তিনি যে কি পরিমাণ অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেন, তাহা যিনি তাঁহার সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই বিলক্ষণ অবগত আছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের চালচলন

তিনি অতি সাদাসিধে ধরণের মামুলী পোষাক পরিধান করিতেন। বিলাসিতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। বাংলা ১৩২৪ সালে আমি তাঁহার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। সেই হইতে আজ পৰ্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি। কখনই তাঁহাকে রেলে বা ষ্টীমারের প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে দেখি নাই। সৰ্ব্বদাই তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি বাংলা আসামের ধৰ্ম্মনৈতিক জগতের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি ট্রেনের ১ম বা ২য় শ্রেণীতে অনায়াসেই ভ্রমণ করিতে পারিতেন, কিন্তু সাধারণের অর্থ লইয়া এইরূপভাবে ছিনিমিনি খেলা তিনি আদৌ ভালবাসিতেন না। কেহ দাওত করিলে তিনি দাওতকারীকে এই মৰ্ম্মে পত্র দিতেন ঃ "জনাব।::

আপনার দাওৎ স্বীকার করিলাম। আমি গোশ্‌ত খাই না। আলু ভৰ্ত্তা ও ডাল ভাতের ব্যবস্থা আমার জন্য করিবেন। মনে রাখিবেন—আমি লঙ্কার ঝাল ও সুদের মাল পরহেজ করিয়া থাকি।"

ইতি—

রুহল আমিন।

একদা আমি তাঁহাকে রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে হাসিমুখে উত্তর দিয়াছিলেন—"রেলে চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ী পাই না, তাই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করি।" শুনিয়া আমি এক পশ্‌লা হাসিয়া ফেলিলাম। বলা বাহুল্য আমাকে হাসিতে দেখিয়া তিনিও না হাসিয়া পারিলেন না।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের গুরু-ভক্তি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জনাব মাওলানা ছাহেব তাঁহার ওস্তাদগণকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার গুরুভক্তির খাটী নমুনা পাঠকগণের গোচরীভুক্ত করিতে চেষ্টিত হইব।

একবার নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার এলাকাধীন দৌলতপুর এছলামিয়া মাদ্রাছা প্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করার নিমিত্ত আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। জনাব মাওলানা ছাহেব, অন্যান্য দিবস বক্তৃতা মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া ওয়াজ করিতেন, কিন্তু দৌলতপুর সভায় তিনি আদৌ মঞ্চে উঠিতে স্বীকৃত হন নাই। সভাস্থ লোকেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন— "আমি মঞ্চে না উঠিয়া অদ্য মাটীর উপর দাড়াইয়া ওয়াজ করিব, কারণ শুনিবার জন্য আপনারা আমাকে অনুরোধ করিবেন না।" সভাস্থ লোকেরা ইহার আভ্যন্তরিক রহস্য অবগত হইতে না পারিয়া তাঁহাকে সভা মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে বারম্বার অনুরোধ করেন। অগত্যা মাওলানা ছাহেব বাধ্য হইয়া বলিলেন—এই সভায় আমার জনৈক উস্তাদ ছাহেব মাটীতে বসিয়া আছেন, এমতাবস্থায় আমি কি করিয়া মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ওয়াজ করিতে পারি?" সভাস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন— "কে আপনার উস্তাদ? তিনি তাঁহার কেরাত শিক্ষা দাতা কারী বশির উল্লাহ ছাহেবকে দেখাইয়া দিলেন।" যদিও সেই কারী ছাহেব অন্যান্য আলেম ও কারী অধ্যুষিত নোয়াখালীর বুকে একজন সাধারণ মানুষ তথাপি তাঁহারা শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের উস্তাদ বলিয়া সভামঞ্চে একখানা চেয়ারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। অতঃপর মাওলানা ছাহেব মঞ্চের উপরে উঠিয়া ওয়াজ করিতে আরম্ভ করেন। ওয়াজ সাঙ্গ হইবার পর সভাস্থ লোকেরা যিনি যাহা সন্তুষ্ট চিত্তে মাওলানা ছাহেবকে নজর দিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তিনি তাঁহার উস্তাদকে দান করিয়া ছিলেন। গুরুভক্তির কি উজ্জল দৃষ্টান্ত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের পীর-ভক্তি

জনাব মাওলান ছাহেব, হজরত পীর ছাহেব কেবলা (মরহুম) -কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। একদা ২৭ রমজান দিবাগত রাত্রিতে কলিকাতা মানিকতলায় দাদা পীর হজরত মওলানা শাহ ছুফী ফতেহ আলী (রহঃ) এর ঈছালে ছওয়াব মহফেলে বর্ত্তমান ছাজ্জাদানশীন পীর সাহেব কেবলা ওয়াজ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, মরহুম হজরত পীর ছাহেব কেবলা (রহঃ) তাঁহার মুরিদগণকে আদেশ করিয়াছিলেন— "বাবা, আমি আবু বাকার, আমি যার তাজিম করি, তোমরাও তার তাজিম কর।" হজরত পীর ছাহেব কেবলা পাছে লোকে মৎস্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে ঘৃণার চোক্ষে দেখে, এই নিমিত্ত তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "শেখ ছোলায়মানী" বা "নেককারী" সম্প্রদায় নামকরণ করিয়াছিলেন।

মরহুম হজরত পীর ছাহেব কেবলা মাওলানা ছাহেবকে সঙ্গে লইয়া বাংলার বিভিন্ন জেলায় ওয়াজ করিবার জন্য লইয়া যাইতেন এবং তথায় মাওলানা ছাহেবের সহিত দেশবাসীর পরিচয় করাইয়া দিতেন। জনাব মাওলানা ছাহেব পীর ছাহেব কেবলার এই অপত্য স্নেহ জীবনে কোন দিন ভুলেন নাই। একদা চাঁদপুরে তিনি হজরত পীর ছাহেব কেবলার সহিত ওয়াজ করিতে গিয়াছিলেন। সভায় অনুমান ৫০/৬০ হাজার লোক সমাগম হইয়াছিল, উক্ত সভায় তিনি প্রায় ছয় ঘন্টা পর্য্যন্ত কোরান ও হাদিছের ওয়াজ শুনাইয়া জনসাধারণকে বিমুগ্ধ করেন। সভান্তে হজরত পীর ছাহেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"এত বড় আলেম ও হাদিছের হাফেজ সমগ্র বাংলা বাংলায় আর নাই।"

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, চাঁদপুরের (ত্রিপুরা) সভা শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমান ১৫/২০ দিন পর পুনরায় তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দাওৎ আসিতে থাকে। সেই দাওয়াতে গমন করিয়া তিনি ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্রগ্রামে বহু সভা-সমিতি করিয়া আড়াই মাস পর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

একদা যশোহর জেলার মাগুরা মহাকুমার পারনান্দুয়ালী গ্রামে ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর ছাহেব কেবলা যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় এ-দীন খাদেমেরও যোগদান করার সৌভাগ্য হইয়াছিল। হজরত পীর ছাহেব কেবলার নিমিত্ত স্বতন্ত্র পায়খানা ও পেশাবখানা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পর হজরত পীর ছাহেব প্রস্রাব করিতে যাইবেন বলা মাত্রেই জনাব মাওলানা ছাহেবকে স্বহস্তে কলুখের মাটী, পানি-পূর্ণ লোটা হস্তে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে দেখিয়াছি। এইরূপ ঘটনা আমি কয়েকবার দেখিয়াছি। তাঁহার পীর-ভক্তির পরিচয় পাই আমরা, তাঁহার রচিত পীর ছাহেব কেবলার জীবন চরিতের মধ্য দিয়া। পীর ছাহেব কেবলার জীবন চরিত বাজারে আরও কয়েকখানি বাহির হইয়াছে সত্য, কিন্তু জনাব মাওলানা ছাহেবের মত হজরত পীর ছাহেবের জীবনকে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে আর কেহই সক্ষম হন নাই।

তিনি যে শুধু পীর ছাহেব কেবলাকে ভক্তি করিতেন, তাহা নহে, তিনি মাননীয় পীরজাদাগণকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং লোকদিগকে শ্রদ্ধা করিবার জন্য আদেশ দিতেন। মাননীয় পীরজাদাগণ কোন সভায় উপস্থিত হইলে দেখা গিয়াছে যে, মাওলানা ছাহেব - যদি বসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মানের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন। হজরত বড় পীরজাদা (বর্ত্তমান ছাজ্জাদানশীন পীর) সভায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, তদবস্থায় জনাব মাওলানা ছাহেবকে শুধু মেম্বারের উপর বসিতে দেখা গিয়াছে। ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার এলাকাধীন পানিহাড়া গ্রামের জনাব আহামদ হোছেন ছাহেব তাঁহার জীবনী পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"আমাদের গ্রামের এক সভায় জনাব মাওলানা ছাহেব, তাঁহার শিশু মুরিদ হাজী মোহাম্মদ শাহজীকে বলিয়াছিলেন—"বাবা। আমাকে তোমরা গরুর গাড়ী বা অন্য যে কোন প্রকারে পায় লইয়া যাইও, কিন্তু গদ্দীনশীন পীর ছাহেব আসিতেছেন, তিনি কখনও তোমাদের গ্রামে আসেন নাই, তাঁহাকে আনিবার জন্য তোমরা সুবন্দোবস্ত কর। হয় পাল্কী না হয় ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা কর, যেন তাঁহার প্রতি কোন বেতমিজী না হয়, আমি পীরজাদাদের পাল্কী বহন করিতে রাজী আছি।" যেমন মাওলানা ছাহেব তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন তদ্রুপ হজরত ছাহেবজাদাগণও তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়াছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পুস্তকের নাম	কত পৃষ্ঠায়	সমাপ্ত
১। আলকাবোল মোছলেমীন	”	৩৪
২। খোন্দকারের ধোকা ভঞ্জন	”	৩৬
৩। মজহাব মীমাংসা	”	২৭৮
৪। ছায়কাতোল মোছলেমীন	”	২৮৭
৫। দাফেওল মোফছেদীন	”	১২৭
৬। ফেরকাতোন্নাজীন	”	১০২
৭। কেয়াছোল মোজতাহেদীন	”	১৬৪
৮। নাছরোল মোজতাহেদীন প্রথম খণ্ড	”	২০০
৯। নাছরোল মোজতাহেদীন ২য় খণ্ড	”	১৫০
১০। নাছরোল মোজতাহেদীন ৩য় খণ্ড	”	৭১
১১। বাইটকা মারীর বাহছ	”	৫৮
১২। তরদীদোল মোবতেলীন প্রথম খণ্ড	”	১০২
১৩। নবাবপুরের বাহাছ	”	১৩১
১৪। লক্ষ্মীপুরের বাহাছ	”	৪০
১৫। কালীগঞ্জের বাহাছ	”	৭২
১৬। হাজীগঞ্জের বাহাছ	”	৪৩
১৭। কালনা জাবারী পাড়ার বাহাছ	”	৫৪
১৮। সিরাজগঞ্জের বাহাছ	”	৬৩
১৯। গৌরীপুরের বাহাছ	”	৪১
২০। কিশোরগঞ্জের বাহাছ	”	৮৫
২১। মাইজভাণ্ডারের বাহাছ	”	২৮
২২। বাগমারী ফকীরের ধোকা ভঞ্জন	”	৫৯
২৩। মোয়াজ্জমপুরের বাহাছ	”	৫৫
২৪। বাচামারার বাহাছ	”	৫৬
২৫। দাল্লীন জাল্লীনের মীমাংসা	”	৮৩

২৬।	আখেরে জোহর	”	৮০
২৭।	রদ্দে বেদআত ১ম ভাগ	”	৯১
২৮।	রদ্দে বেদআত ২য় ভাগ	”	৯০
২৯।	রদ্দে বেদআত ৩য় ভাগ	”	৮৬
৩০।	রদ্দে বেদআত ৪র্থ ভাগ	”	১১০
৩১।	এবতালোল বাতেল	”	৮০
৩২।	এহকাকোল হক	”	১০০
৩৩।	কারামতে আহমদীয়া	”	১০৪
৩৪।	মীলাদে মোস্তফা	”	৬৮
৩৫।	কেরাত শিক্ষা প্রথম ভাগ	”	৯৮
৩৬।	গ্রামে জোমা	”	৭২
৩৭।	কদমবুছীর ফৎওয়া	”	৪৮
৩৮।	ইস্‌লাম ও সঙ্গীত প্রথম ভাগ	”	৮৫
৩৯।	ইস্‌লাম ও সঙ্গীত ২য় ভাগ	”	১৪৯
৪০।	কাদিয়ানী রদ প্রথম ভাগ	”	৪৩
৪১।	” ২য় ভাগ	”	৭৬
৪২।	” ৩য় ভাগ	”	৪৮
৪৩।	” ৪র্থ ভাগ	”	৬৮
৪৪।	” ৫ম ভাগ	”	১১৮
৪৫।	” ষষ্ঠ ভাগ	”	১০০
৪৬।	নেকাহ জানাজ তত্ত	”	৫২
৪৭।	কালেমনতোল কোফর	”	১১০
৪৮।	ওয়াজ শিক্ষা প্রথম ভাগ	”	১০০
৪৯।	” ২য় ভাগ	”	৮৮
৫০।	” ৩য় ভাগ	”	৮০
৫১।	” ৪র্থ ভাগ	”	৮২
৫২।	” ৫ম ভাগ	”	৮৫
৫৩।	” ৬ষ্ঠ ভাগ	”	৮০
৫৪।	” ৭ম ভাগ	”	৮১
৫৫।	” ৮ম ভাগ	”	৯২

জনাব মাওলানা ছাহেব কলিকাতা মাদ্রাছা হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফুরফুরা শরীফের মরহুম হজরত পীর ছাহেবের দরবারে চারি তরিকায় কামালিয়ত লাভ করিবার পর যখন তিনি তাঁহারই আদেশে সমাজ সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন, তখন তাঁহার বয়স অনুমান ৩২ বৎসর ধরিয়া লওয়া যায়। তাহা হইলে তিনি ১৩৫২—১২৮৯-৬৩ বৎসর জীবনে বাঁচিয়া ছিলেন বলিয়া মোটামুটি অনুমান করা যায়। উক্ত ৬৩ বৎসর হইতে ৩২ বাদ দিলে ৬৩-৩২-৩১ বৎসরই তাঁহার কর্ম্ম-জীবন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। উক্ত ৩১ বৎসরের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই সভা-সমিতির উদ্দেশ্যে বিদেশে অবস্থান, তদুপরি একখানি সাপ্তাহিক ও একটী মাসিক পত্রিকা পরিচালনা তৎসঙ্গে বিপক্ষদিগের আক্রমণের 'দান্দান শেকান' প্রতিবাদ,—বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ—অজস্র মছলা মছায়েলের লিখিত ও মৌখিকভাবে উত্তর প্রদান, বাহাছ সভায় যোগদান—সর্ব্বোপরি এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়াও ১২৩৮৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী ১১৪ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন একটী বিস্ময়কর ব্যাপার নহে কি? এইরূপ ত্রিশক্তি সম্পন্ন আলেম বাংলার মাটীতে আর জন্মগ্রহণ করিবে কি না কে বলিতে পারে? পাঠক! শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব শুধু নিজে কেতাব লিখিয়া ইতিকর্ত্তব্য করেন নাই। তিনি বহু আলেমকেও লেখনী চালনার নিমিত্ত আদেশ ও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁহার বাটীস্থ ম্যানেজার মুন্‌শী মোহাম্মদ শুকুর আলী ছাহেব, মওলানা ফয়েজুল্লা চিশতী মরহুম ও মাওলানা মোহাম্মদ ফজলর রহমান দরগাহপুরী ছাহেব ত্রিপুরার শাহ মোহাম্মদ ইয়াছীন মরহুম মৌঃ মোহাম্মদ রূহল কুদ্দুছ প্রভৃতি ছাহেবানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এ অধমও পুস্তক প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁহার আদেশ ও উপদেশ লাভ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মদ্রচিত বহু পুস্তক তিনি আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া উহার জন্য দোওয়া করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালার অফুরন্ত অনুগ্রহে সমাজের এই নগণ্য দীনাতিদিন সেবক নিম্নোক্ত কেতাবগুলি প্রণয়ন করিয়াছে। পাঠক সমাজের খেদমতে আমার বিনীত আরজ,

তাঁহারা যেন আল্লাহর দরবারে দোওয়া করেন ও নগণ্য সমাজ-সেবকের পুস্তকগুলি আল্লাহ পাক যেন দয়া করিয়া কবুল করিয়া লন। আমিন।

১। সমগ্র দেশ ধুমপানে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। এমন কি বহু নিউস্কিম মাদ্রাছা ও হাই স্কুলের কোন কোন মৌলভী ছাহেবদিগের মধ্যেও এই উৎকট ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। এই নিমত্ত উহার কথঞ্চিৎ প্রতিকারকল্পে 'ধুমপানের অপকারিতা' প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

২। মদ্রচিত "জাতীয় কল্যাণ" পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উচ্ছাসময়ী জাতীয় কবিতা গুচ্ছ জাতীয় জাগরণ ও উত্থান সম্বন্ধে গ্রথিত এক একটি কবিতা যেন ভাবের আবেগে উদ্বেলিত হইয়া পাঠকের মনঃপ্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে। বাংলার দিশাহারা ঘুমন্ত মোছলেম সমাজকে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত 'এছরাফিলের শিঙ্গা' হাতে লইয়া 'জাতীয় কল্যাণ' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ লহরী প্রবাহিত হয়, জাতীয় উদ্দীপনার দুন্দুভি নাদে মনঃপ্রাণ আকুল করিয়া তোলে, অসাড় অবসাদগ্রস্ত প্রাণেও আবার নব জাগরণের তরঙ্গ বহাইয়া দেয়। মূল্য আট আনা মাত্র।

৩। কৃষকের উন্নতি ও দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার ঃ—

কৃষককুলের বুকফাটা দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যদি দুফোটা অশ্রু ফেলিতে চান, তবে ইহা পাঠ করুন। কৃষকের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের বহুবিধ পন্থা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। আর দেখিতে পাইবেন জমিদারী জুলুমের নগ্নচিত্র। জমিদারীরূপ পরগাছাগুলিকে বাংলার মাটী হইতে উপড়াইয়া ফেলিবার নিমিত্ত— জমিদারী জুলুমের দফা নিকাশ করিবার নিমিত্ত কৃষকের ন্যায্য দাবী আদায় করিবার নিমিত্ত কৃষকের মরমের কথা ইহাতে আগুনের ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৪। ভোট ও ভোটার ঃ— এই গণতান্ত্রিক যুগে কাহাকে ভোট দিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে এই পুস্তকে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে।

৫। প্রজাস্বত্ত্ব আইন ঃ— অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব মৌলবী আবুল কাছেম ফজলুল হক ছাহেবের আমলে দরিদ্র প্রজাদিগের হিতকল্পে যে প্রজাসত্ত্ব আইন রচিত হইয়াছিল, ইহাতে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৬। মহাজনী আইন ঃ— মহাজন নামীয় 'মহাযম' গুলির কবল হইতে খাতকদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে আইন কানুন পাশ হইয়াছিল তাহাই এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

৭/৮/৯। আনওয়ারোল মাছায়েল বা বৃহৎ নামাজ শিক্ষা ঃ এত বড় নামাজ শিক্ষা সমগ্র পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে আর একখানিও নাই, তিন খণ্ডে সমাপ্ত, মূল্য প্রথম খণ্ড ২ ২য় খণ্ড ১ তৃতীয় খণ্ড।।০ মাত্র।

১০/১৪। তাবিজের কেতাব ঃ— জেন ভূত ছাড়াইবার জন্য অথবা সর্প দংশন জনিত ব্যাপারে এবং নানাবিধ বিপদ আপদে পড়িয়া কাফেরী মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা অপরের দ্বারা পড়াইয়া বহু অজ্ঞ মোছলমান দীন ও ঈমান বরবাদ করতেছিল। এই নিমিত্ত আমি ফুরফুরা শরীফের হজরতের তাবিজের বেয়াজ হইতে ও মরহুম শাহ অলিউল্লাহ ছাহেবের কওলোল জামিল ও অন্যান্য চিকিৎসা পুস্তক হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া মোছলমান ভ্রাতা ভগ্নিদিগের দীন ঈমান রক্ষার নিয়তে পাঁচ খণ্ড তাবিজাত লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। বর্ত্তমানে এই পাঁচ খণ্ড পুস্তক এখন ছাপা আছে। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ।। ৯০।

১৫। রমণী কণ্ঠহার ঃ— অভিনব বেশে ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। হাজার টাকার সোনার হারের পরিবর্ত্তে একখানা রমণী কণ্ঠহার মা-ভগ্নীদের হস্তে তুলিয়া দিন। মর্ত্তে নন্দন কাননের সুখ অনুভব করিবেন। জ্ঞান, পূণ্য ও নারী ধর্ম্ম পালনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ের সন্ধান ইহাতে পাইবেন, হায়েজ, নেফাছ, গোছল, বিবাহের আবশ্যকতা, নারীর হক, স্বামীর হক, বে-পরদার পরিণাম, নারী ও কাউন্সিল, স্বামীর মেজাজ পরীক্ষা,

গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম, সন্তানের চরিত্র গঠন, স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা, সহশিক্ষার কুফল, নারী ও ঈদের জামাত, এদ্দতের ২০/২৫ রকম মছলা, অতিরিক্ত সহবাসের কুফল ও স্ত্রী সহবাস সম্বন্ধীয় ৪০/৪৫ প্রকার নিয়ম কানুন সহ বহু বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইহাতে করা হইয়াছে। মনোরম প্রচ্ছদপট সহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য দুই টাকা মাত্র।

১৬। হকুফোল এছলাম ঃ— এই পুস্তকে আল্লাহ, রাছুল ফেরেস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া পিতা, মাতা, প্রতিবেশী, অতিথি মোছাফের ইত্যাদি কাহার প্রতি কাহার কত হক আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। মূল্য ১০/- মাত্র।

বঙ্গানুবাদ খোৎবাহ ঃ— এই কেতাবখানি ধর্ম্ম সাহিত্য ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত খোতবায়ে এবনে নাবাতা (রহঃ) এর মূল আরবী সহ ৬৪ খোতবার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। সমগ্র পৃথিবীতে এই খোতবাহ পরম সমাদরে পঠিত হইতেছে। হৃদয়গ্রাহী ওয়াজ ও কোরআন হাদিছের এবারাত ও আয়াত মালায় ইহার কলেবর পরিপূর্ণ। এতদিন যাহা আরবী ভাষায় নিগড় তিমিরে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহা বাংলার সাহিত্যাকাশে পরিদৃশ্যমান হইল। মূল খোতবা ৬৩টি খোতবাহ ছিল, আমরা উহার সহিত নেকাহ খোতবাহটিও সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি। পুনরায় পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত ৩য় সংস্করণ বিরাট আকারে ছাপা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবার উহার আরবী অক্ষর, জের, জবর, পেশ ও বাংলা অক্ষরগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু মোটা অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। এবার কেতাবখানিকে একখানা নূতন কেতাব বলিলেও চলে। অষ্টবিংশতি ভাষাভিজ্ঞ জনাব মাওলানা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছাহেব এম, এ, বি, এল, পি, এইচ, ডি, ডিপ্লো ফোন (ক্যাল্) ও ডি, লিট (প্যারিশ), রাজশাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রফেসার জনাব মাওলানা হায়দার আলী এম, এ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের প্রোফেসার জনাব মাওলানা আবদুল হামিদ, অধুনা লুপ্ত হানাফী ও মোসলেম সম্পাদক

জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম প্রমুখ বহু সাহিত্যিক সাংবাদিক ও উচ্চ শিক্ষিত মহোদয়গণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ)এর আশীর্ব্বাণী

২৪ পরগণা, দেগঙ্গা—কেয়াডাঙ্গা চাঁদপুর নিবাসী মাওলানা গোলাম রছুল ছাহেব বলিয়াছেন—"বিগত ১৩৪৯ সালের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে শর্ষিণার পীর ছাহেবের বিরাট ইছালে ছওয়াবের মহফেলে আমি জনাব মাওলানা হামিদী ছাহেবের কেতাবের দোকানে বসিয়া আছি, এবং তিনিও তথায় বসিয়াছিলেন। এমনই সময়ে আমারই সম্মুখে জনাব মাওলানা হামিদী ছাহেবের নিকট ত্রস্তপদে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে ছালাম ও হস্ত চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হুজুর। বিগত শবে বরাতের রাত্রিতে আমি জনাব হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) কে খোয়াব দেখিয়াছি। তিনি আমাকে আপনার নাম ধরিয়া বলিয়াছেন—"তাহার বঙ্গানুবাদ খোতবাহ খানি আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে, তুমি তাঁহাকে আমার একখানা জীবনী লিখত বলিও।" উক্ত স্বপ্ন দর্শন কারীর নাম হাফেজ মোহাম্মদ এমরান, সাং পাতারহাট পোঃ বদরটুলী, জেলা বরিশাল।

হুজুর যখন কেতাবখানি কবুল করিয়া লইয়াছেন, তখন আশা করা যায় যে, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের প্রত্যেক মাছজেদে ও প্রত্যেক ওয়াজ শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে ইহা শোভা পাইবে। কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় নিমিত্ত আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহার কথঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি। মূল্য ৫।।০ টাকা মাশুলাদি পৃথক। খোতবার সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং ও ডাক ব্যয় গ্রাহকদিগকে দিতে হইবে না। কিন্তু কেবল মাত্র শুধু অর্ডার দিলে অন্ততঃ একটি টাকা অগ্রিম মনিঅর্ডার করিবেন, নতুবা পাঠান হইবে না।

১৮। ফাতাওয়ায়ে হামিদীয়া ঃ— প্রথম খণ্ড, কোরান হাদিছ ও ফেকাহ শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া এই অমূল্য নিধির উদ্ধার করা হইয়াছে। উহা বহু খণ্ডে বিভক্ত হইবে ইনশাঃ। মূল্য ১/- দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

১৯। নুতন নামাজ শিক্ষা ঃ— স্কুল, মাদ্রাছা, মক্তব, সমুহের কোমলমতি বালক-বালিকা ও নূতন নামাজ শিক্ষার্থীদিগের পাঠ্যোপযোগী করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১/- মাত্র। মফঃস্বলের দোকানদার পাইকার, স্কুল, মাদ্রাছা ও মক্তবের শিক্ষকগণের নিমিত্ত পাইকারী দর অত্যন্ত সুলভ। অতন্তঃ একটি টাকা মনিঅর্ডার করিয়া মাত্র একখানি পুস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

২৯। আদর্শ জীবন ঃ— জগতের মহা মহা জ্ঞানী, গুণী, ধাৰ্ম্মিক ও তাপসদিগের জীবনের সুমহান আদর্শের বিচিত্র সমাবেশ। "আদর্শ জীবন" পথহারা মানবের দীপ্ত আলোক বৰ্ত্তিকা। এই পুস্তকখানি জাতি-ধৰ্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মধ্যম, হাইস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাছা মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীদিগের চরিত্র উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে "আদর্শ জীবন" ধৰ্ম্মমূলক অতিরিক্ত পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই ধরণের পুস্তক বাংলা সাহিত্যে আর প্রকাশিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। মূল্য ১/- টাকা মাত্র।

২১। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও হজরতের ভবিষ্যৎদ্বাণী ঃ— সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কেতাব, পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। মূল্য ১/- মাত্র।

২২। হাদিছ শিক্ষা ঃ— নামেই পুস্তকের পরিচয়। নূতন ওয়াজ শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতি উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ১০ মাত্র। পাইকারী দর—অত্যন্ত সুলভ। দেশের বহু বেশরা মোল্লা, ওয়ায়েজ ও খোনকার বহু -------

আওড়াইয়া এবং যাহা হজরতের হাদিছ নহে, তাহা হাদিছ বলিয়া প্রচার করিয়া মজলেছ সরগরম করিয়া তুলিতেছে। এই শ্রেণীর ওয়ায়েজদিগকে হজরতের ছহিহ হাদিছের দ্বারা ওয়াজ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই হাদিছ শিক্ষা লিখিত হইয়াছে।

২৩। এরশাদে ছিদ্দীকীয়া বা মা'রেফাত দর্পণ ঃ— এল্‌ম মা'রেফাত শিক্ষা করিবার সুবৃহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। সম্পূর্ণ অনাঘ্রাত অনাস্বাদিত বিরাট আকারে ছাপা হইতেছে, মূল্য ৩/- টাকা মাত্র।

২৪। ওয়াজ ভাণ্ডার ঃ— নামেই পুস্তকের পরিচয় (ছাপা হইতেছে) মূল্য প্রথম খণ্ড ১/- মাত্র।

২৫। কাজের কথা বা ধনবান হইবার উপায় ঃ— এই দুর্দ্দিনে বহু বেকার সমস্যার সমাধান ইহাতে পাইবেন। মূল্য চারি আনা মাত্র।

২৬।২৭।২৮। সরল টোটকা চিকিৎসা ঃ— মানুষ বিপদ আপদে পড়িয়া যাহাতে শেরেক বেদআত পরিত্যাগ করিয়া গাছ গাছড়ার দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই এই পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। তিন খণ্ডে সমাপ্ত প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৯/- ২৯। সরল অজিফা শিক্ষা ঃ—চারি তরিকার প্রাথমিক অজিফার দোওয়া দরূদ ও বিস্তারিত বিবরণ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। মূল্য ০/- মাত্র।

৩০। কর্ম্মবীর মাওলানা রূহল আমিন ঃ—মূল্য ৩/- মাত্র।

৩১। গো কোরবাণী (যন্ত্রস্থ)

৩২। হামিদীয়া পঞ্জিকা। বাজারে প্রচলিত হিন্দু পঞ্জিকা গুলিতে যেরূপ ভাবে গায়েবী বর্ণনা লিখিত আছে, উহা বিশ্বাস করিলে মোছলমানদিগের দীন ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে। এখনও পর্য্যন্ত বহু অজ্ঞ মোছলমান ঠাকুরের উপদেশ অনুসারে পঞ্জিকা দেখিয়া পুত্র কন্যার বিবাহের দিন ধার্য্য করিতেছে। স্থানে স্থানে বহু অশিক্ষিত মোছলমান এখনও পঞ্জিকা না দেখিয়া ধান্য কলাই বপন করেনা। নূতন বাটী দালান ঘর ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মোছলমানদিগের দীন ঈমান রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই হামিদীয়া পঞ্জিকা লিখিত হইয়াছে। এবং স্বল্প কালের মধ্যেই ইহা বাংলার ঘরে ঘরে স্থান লাভ করিয়াছে ইহাই আনন্দের কথা।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আঞ্জমানে ওয়ায়েজীনের প্রচার

ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর ছাহেব কেবলা মরহুম সমগ্র বঙ্গ আসামের আলেম সমাজকে একত্রিত করিয়া সমাজের স্তরে স্তরে ইছলাম রীতিনীতি ও শরা শরিয়ত শিক্ষা দিবার মানসে আঞ্জমানে ওয়ায়েজীন নামক একটী শক্তিশালী প্রচার সমিতি গঠন করেন। তিনি উক্ত আঞ্জমানের নিমিত্ত বহু টাকা চাঁদা উঠাইয়া কয়েকজন বেতনভোগী প্রচারক নিযুক্ত করিয়া বঙ্গের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ও পল্লীতে পল্লীতে তাঁহাদিগকে প্রচারের নির্মিত্ত পাঠাইয়া ছিলেন। প্রচারকগণ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন, সামাজিক দ্বন্দ্ব কলহের মীমাংসা, বহু হাফেজীয়া, কেরাতিয়া মাদ্রাসা মক্তব স্থাপন বয়তুল মাল ফণ্ড স্থাপন, মামলা মোকদ্দামার নিষ্পত্তি করণ, ইত্যাদি বহু জনহিতকর কার্য্য করিতে লোকদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। এই আঞ্জমনের তদানীন্তন কতকগুলি প্রসিদ্ধ প্রচারের নাম এস্থলে লিখিত হইল।

পোড়াদহের জনাব মাওলানা ফজলর রহমান, ফরিদপুরের মৌলভী হবিবর রহমান ছাহেব, ২৪ পরগণার মাওলানা ইয়াদ আলী ছাহেব নদীয়া, হাতিয়ার মুন্‌শী এবরাহীম ছাহেব, হরিপুর ঝিনাইদহার মৌলভী আবদুল আর্জিজ মরহুম, বগুড়া আটাপাড়ার মৌলভী আবদুল মজীদ, ২৪ পরগণা শশীপুরের মৌলবী আবদুল জব্বার, রাজসাহী ভাণ্ডারপুরের মৌঃ মকবুল হোছেন আক্কেলপুরী, চট্রগ্রামের মাওলানা ফজলর রহমান নেজামী মরহুম, ঝিনাইদহের হাজী মুন্‌শী জহীরউদ্দীন মরহুম, মাহীগঞ্জের মাওলানা অজিহুদ্দীন, কপুরহাটের মৌলভী মোজাফফর হোছেন প্রমুখ ১২/১৩ জন আলেম বেতন ভোগী স্থায়ী প্রচারক ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত অনারারী প্রচারক কত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই দ্বীন খাদেমও উহার অনারারী প্রচারক ছিল। অনারারী প্রচারকগণের মধ্যে মরহুম জনাব মাওলানা ছাহেবই উহার শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তিনি উক্ত আঞ্জমনের বহু খেদমত করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জনাব মাওলানা ছাহেবের ওয়াজ

পাঠকগণ, আপনারা পূৰ্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, হজরত পীর ছাহেব কেবলার আদেশেই তিনি চাকুরী ত্যাগ করিয়া সমাজ সেবার নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। জনাব মাওলানা ছাহেব জীবনে মোট কতটী সভা করিয়া গিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করে? তিনি দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ও পল্লীতে পল্লীতে ওয়াজ করিয়া বেড়াইতেন। লুপ্তপ্রায় এছলামকে পুনর্জীবিত করা তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল। এই নিমিত্ত জীবনে তিনি যে কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, কে তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করে? তিনি কখন পদব্রজে, কখনও গো-যানে কখনও ট্রেনে, কখনও ষ্টীমারে, কখনও পাল্কীতে ওয়াজ করার জন্য ভ্রমণ করিতেন। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন দ্বীনের মোছাফের। পথে ঘাটে রেলে ষ্টীমারে দোয়াত, কলম, কাগজ ও কেতাব তাঁহার জীবনের চিরসঙ্গী ছিল। ফুরফুরার ঈছালে ছওয়াবের মাহফেলে একই সময়ে ৩/৪ স্থানে ৩/৪ জন বক্তা ওয়াজের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন। কিন্তু পীর ছাহেব কেবলা যখন ঘোষণা করিতেন—"এইবার বশিরহাটের বড় মাওলানা ছাহেব ওয়াজ করিবেন" তখন সমস্ত সভা ভাঙ্গিয়া সকলেই চুম্বকের ন্যায় বড় জলছার দিকে ভীড় জমাইতেন, দেখিতে দেখিতে উক্ত বৃহৎ সভাস্থলটী একটি বিরাট জন সমুদ্রে পরিণত হইয়া যাইত। তাঁহার ওয়াজ ছিল এমনই সুমধুর মূল্যবান।

একদা মাওলানা ছাহেব, উক্ত জলছায় ওয়াজ করিতেছিলেন, এমন সময় আলা হজরত পীর কেবলা (রহঃ) তথায় তশরীফ আনিলেন, তখন মাওলানা ছাহেব ওয়াজ বন্ধ করিয়া দিয়া হজরত পীর ছাহেবের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

হজরত পীর ছাহেব কেবলা সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন— "বাবা আমি খোয়াবের মধ্যে দেখিয়াছি যে, বশিরহাটের মওলানা রূহল আমিন ছাহেব, হজরত এমামে রব্বানি আহমদ ছেরহান্দী মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ)-এর সমাধি ঝাড়ু দিতেছেন।

জনাব মাওলানা ছাহেব কত বড় কামেল, মোকাম্মেল ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাহা হজরত পীর ছাহেবের উপরোক্ত বাণী হইতে স্পষ্ট

প্রতীয়মান হয়।[*] এই নিমিত্তই তাঁহার কোরআন ও হাদিছের মূল্যবান ওয়াজ শ্রোতাদিগের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করতঃ প্রাণ আকুল করিয়া তুলিত।

বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত দাওয়াত স্বীকার করিয়া তিনি কোন সভায় উপস্থিত হন নাই, তাঁহার জীবনে এইরূপ ঘটনা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হইবে।

আলেম ফাজেল ও পীর অলীগণ এছলামের যে মহান খেদমত করিয়া গিয়াছেন, বহু মোছলমান বাদশাহগণও তাহা পারেন নাই। বিগত ১৩৫২ সালে জমিয়তে ওলামার সভায় বরিশালের মাননীয় পীর জনাব হজরত মাওলানা শাহ ছুফী নেছার উদ্দীন আহমদ ছাহেব তাঁহার সভাপতির অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, দিল্লীতে মোছলমানদের হাতে যখন ছোলতানাত ছিল, এবং শাহানশাহ জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহগণ যাহা এছলাম ও মোছলমানগণের জন্য করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক কাজ করিয়া গিয়াছেন, হজরত খাজা আজমিরী (রহঃ), হজরত এমামে রব্বানি আহমদ ছেরহান্দী মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) ও হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) প্রমুখ মহামান্য অলি-উল্লাহগণ। আমরাও সেই সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান যুগে ফুরফুরা শরীফের মহামান্য পীরজাদাগণ, মওলানা মোহাম্মদ রূহল আমিন (মরহুম) ও বরিশালের জনাব জরত মাওলানা নেছারউদ্দীন ছাহেব প্রমুখ ওলামায়ে কেরামগণ এছলামের জন্য যে মশাল জ্বালাইয়াছেন, এবং কওমী তরক্কীর নির্ম্মিত্ত তাঁহারা যাহা করিয়াছেন বা করিতেছেন, বর্ত্তমান লীডারগণের দ্বারা তাহা হইতেছে না। আলেম ফাজেল ও অলিউল্লাহগণের এছলাম প্রচারের ফলে আজ বাংলা ও পাঞ্জাবে মোছলমানগণ সংখ্যা গরিষ্ঠ, কিন্তু সুদীর্ঘ ৭০০ বৎসর এছলামী ছোলতানাত কায়েম থাকা সত্ত্বেও রাজধানী দিল্লীর বুকে এখনও মোছলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ। সত্যই আমরা যখন মহামান্য পীরজাদাগণ, মাওলানা মোহাম্মদ রূহল আমিন ও মাওলানা মোহাম্মদ নেছার-উদ্দীন ছাহেবানের নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার কথা স্মরণ করি, তখন তাঁহাদের অনুপাতে অপরের কওমী খেদমত হয় বলিয়াই আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইবে।

(ক) মাওলানা রূহল আমিন ছাহেবের জীবন ছরিত ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য —লেখক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সংবাদ-পত্র পরিচালনায় মাওলানা ছাহেব—সাতক্ষীরা হইতে "মাস্জেদ" পত্রিকা প্রকাশ

আমার যতদূর মনে হয়, ১৩২৪ সালে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা হইতে তথাকার বিখ্যাত সমাজসেবী জনাব মোহাম্মদ গোলাম রহমান মরহুম ও তিনি উভয় মিলিয়া সাতক্ষীরা হইতে "মাসজেদ" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। উক্ত পত্রিকায় মাওলানা ছাহেব যথারীতি প্রবন্ধ লিখিয়া সমাজসেবা করিতে থাকেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সুমধুর বক্তৃতার খ্যাতি ও লেখনীচালনার দিগন্তেপ্রসারী প্রতিভা দেখিয়া মোছলমান সমাজ স্তম্ভিত হইয়া যান। এই পত্রিকাখানি পরিচালকের নিজস্ব প্রেস না থাকায় কলিকাতা কড়েয়া রোডস্থিত রেয়াজুল এস্লাম প্রেস হইতে মুদ্রিত হইত। দুঃখের বিষয় সমাজের যথোপযুক্ত সহানুভূতির অভাবে পত্রিকা খানির অকাল মৃত্যু ঘটে।

শরিয়ত পত্রিকার জন্মলাভ

সাতক্ষীরার 'মাছ্জেদ' বিরান হইয়া যাইবার কয়েক বৎসর পর মাওলানা ছাহেবের প্রিয় ছাত্র যশোহরের মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী ছাহেব "শরিয়ত" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। জনাব মাওলানা ছাহেব উক্ত শরিয়ত পত্রিকায় যথারীতি প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন।

বিশেষ কোন কারণে "শরিয়ত" এর পরিচালক সাহেব বাধ্য হইয়া উহার নাম পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। অতঃপর উহা "শরিয়তে এছলাম" নামে পূনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত শরিয়তে এছলামে মাওলানা ছাহেব ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত লেখনী চালনা করেন।

ছোন্নাতোল জামাতের প্রতিষ্ঠা

অতঃপর তিনি ফুরফুরা শরীফের মরহুম পীর কেবলা (রহঃ) এর দোওয়া ও আশীর্ব্বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া "ছোন্নাতোল

জামায়াত'' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। মরহুম পীর কেবলা ছাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেই উহার নাম ''ছোন্নাতোল জামায়াত'' রাখিয়া দিয়াছিলেন। জনাব মাওলানা ছাহেব নিজেই উহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ছোন্নাতোল জামায়াত গ্রাহক সংখ্যা সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই ১০/১২ হাজারে পরিণত হয়। মোছলমান পরিচালিত কোন বাংলা মাসিকের ভাগ্যে এত গ্রাহক হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সমস্ত পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মোছলমানগণ ছোন্নাতোল জামাত পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে মাওলানা ছাহেব আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি সুযোগ বুঝিয়া আর একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

হানাফী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা

ইতঃপূৰ্ব্ব তিনি ''হানাফী'' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বন্ধুবর মওলবী আবদুল হাকিম ছাহেব। মওলবী আবদুল হাকিম ছাহেবের পরিচয় বোধ হয় দেশবাসীকে দিতে হইবে না। ফরিদপুর জেলার মকসুদপুর থানার অধীন নগর সুন্দরদী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম ছাহেব যখন ''মোসলেম হিতৈষী'' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করেন তখন এই মওলবী ছাহেব উক্ত পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অতঃপর তিনি ''ইস্‌লাম দর্পণ'' নামে একখানা উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা কয়েক বৎসর যাবৎ পরিচালনা করেন। দুঃখের বিষয়, সমাজের সহানুভূতির অভাবে পত্রিকা খানির অকাল মৃত্যু ঘটে। মওলবী আবদুল হাকিম ছাহেবের সমাজের জন্য সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁহার ও তাঁহার সহকৰ্ম্মী মওলবী আলী হাছান মরহুম ছাহেবের বঙ্গানুবাদিত ''কোরআন''। ইহা

ব্যতীত তিনি সম্পূর্ণ ধর্ম্মীয় ভিত্তিতে "পল্লী সংস্কার" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি মিলন, প্রতিদান, শরেহ বেকায়ার তরজমা, ইস্‌লাম ও সঙ্গীত, আছরার ছালাত, এশকে গোলজার ও জেহাদে হিন্দুস্থান বা ভারত বিজয় কাব্য ইত্যাদি বহু সদগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক সাংবাদিত ও কোরআনের অনুবাদক ও সমালোচক।

সুতরাং জনাব মাওলানা ছাহেব যোগ্য হস্তেই হানাফীর সম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে 'হানীফী' পত্রিকাখানি, ছোন্নাতোল জামাতের ন্যায় পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের ঘরে ঘরে প্রচালিত হইয়া গেল। মোছলমান সমাজ ইহার যথাযোগ্য আদর ও কদর করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই হানাফী সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল। জনাব মাওলানা ছাহেব তো সর্ব্বদাই বিদেশে অবস্থান করিতেন, একখানা উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করিতে হইলে নিজেদের সদাসর্ব্বদা অফিসে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু মাওলানা ছাহেবের নিজস্ব কোন তদ্রুপ বিশ্বাসভাজন লোক না থাকায় অগত্যা 'পর' খাটাইয়া তাঁহাকে এই পত্রিকাখানি পরিচালনা করিতে হইত। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। পত্রিকাখানি এক মাত্র যোগ্য হস্তের অফিস পরিচালনার ত্রুটিতে একেবারে নষ্ট হইয়া গেল।

মোস্‌লেম পত্রিকার প্রতিষ্ঠা

কিন্তু জনাব মাওলানা ছাহেব দমিবার পাত্র নহেন। তিনি কয়েকমাস পরে আবার "মোসলেম" নাম দিয়া ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট হইতে আবার পূর্ণোদ্যমে আর একখানি পত্রিকা বাহির করিলেন। উহাও অল্প দিনের মধ্যে বেশ প্রচলিত হইয়া গেল। মোছলমান সমাজ এই নবাগত অতিথিকে যথাযোগ্য আদর ও কদর করিতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন পত্রিকা পরিচালনার পর আর এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

কলিকাতায় জাপানী বিমানের হানা

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের দাবানল তখন সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হঠাৎ একদিন কলিকাতা মহানগরীর বক্ষে জাপানী বিমানের বোমা বিস্ফোরণ দেখা দিল। সমগ্র কলিকাতাবাসী ত্রস্ত ও চকিত নেত্রে এই অবস্থা লক্ষ্য করিতে ছিলেন, ঠিক এমনই সময় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর পুনরায় দ্বিতীয়বার কলিকাতা মহানগরীর বক্ষে জাপানী বিমানের আক্রমণ আরম্ভ হইল। এই অবস্থা দেখিয়া বহু লোকে তাঁহাদের কারবার গুটাইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জনাব মাওলানা ছাহেবও বিপদ বুঝিয়া তাঁহার অফিসও কলিকাতা হইতে বশিরহাটে স্থানান্তরিত করিলেন। এই জন্য পত্রিকা খানির কয়েক সপ্তাহের প্রচার বন্ধ ছিল। অতঃপর পুনরায় উহা সমাজের খেদমতে আত্মপ্রকাশ করিল।

জনাব মাওলানা ছাহেব এইরূপে সুদীর্ঘ ৪০/৪৫ বৎসর দেশ সেবা করিতে করিতে তাঁহার বার্দ্ধক্য আসিয়া দেখা দিল। এবং ক্রমান্বয়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। ডাক্তারেরা তাঁহাকে এই সময় কয়েক মাসের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ ও হাওয়া পরিবর্ত্তনের পরামর্শ প্রদান করিলেন। তিনি ডাক্তারের পরামর্শ মত হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু সাপ্তাহিক মোসলেমের ভার কাহার উপর অর্পণ করিয়া যাইবেন এই চিন্তায় তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। শেষ বেলা তিনি তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া মোসলেম পত্রিকা পরিচালনের নিমিত্ত একটি "পরিচালক বোর্ড" গঠন করিলেন এবং উক্ত পরিচালক বোর্ডের প্রধান পরিচালক ও কর্ম্মকর্ত্তা কাহাকে নির্দ্ধারিত করা যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা চালাইবার জন্য তিনি আমাকে তাঁহার বশিরহাটের বাটিতে দেখা করিতে পত্র লিখেন। আমি যথাসময়ে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখি— তাঁহার সে স্বাস্থ্য আর নাই। আমি তাঁহার স্বাস্থ্যের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইলাম।

তিনি আমাকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন ও বলিলেন, বাবা। আমি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং আমারও

উহাতে পূর্ণ সমর্থন আছে—"এই পরিচালক বোর্ডের প্রধান পরিচালকের পদ আপনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।" আমি যদিও এপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য তবুও আমি একমাত্র তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বীকৃত হইলাম ও বলিলাম, আল্লাহর ইচ্ছায় যে প্রকারে হউক পত্রিকা আমরা চালাইব, আপনি আপনার ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে বাহির হউন।"

তিনি কয়েক দিন পরে হাজারীবাগ জেলায় হাওয়া পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বাহির হইলেন। তথায় তিনি প্রায় আড়াই কি তিন মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহর শুভ ইচ্ছায় তাঁহার স্বাস্থ্যের একটু পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি দেশে আসিয়া পুনরায় পত্রিকা পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পুনরায় তিনি অফিস কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। কলিকাতা হইতে মোস্‌লেম পত্রিকাখানি আবার আত্মপ্রকাশ করিল, কিন্তু আত্ম-প্রকাশ করিলে কি হয় তাঁহার স্বাস্থ্য যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আজ ভাল কাল মন্দ, আজ মন্দ কাল ভাল এইরূপ ভাবে তাঁহার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। একদা তিনি বাটীতে একটু হাওয়া পরিবর্ত্তনের আশায় ১৯৪২ সালের আষাঢ় মাসে নৌকা যোগে খুলনা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে রওয়ানা হইলেন। এই ছফরে তিনি নৌকায় থাকিয়াই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কচিৎ ২/১ জনের বাটীতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালনা মাদ্রাছা প্রাঙ্গণ হইতে অনতিদুরে উক্ত মাদ্রাছার তদনীন্তন সুযোগ্য সেক্রেটারি মুনশী শেখ জহিরুদ্দিন সাহেবের বাটীতে তিনি একবার কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞান হইয়া যান। অতঃপর বহু সেবা শুশ্রয়ার ফলে তিনি বহুক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হন। নিজের অবস্থা এইরূপ দেখিয়া তিনি ব্যাথাহত চিত্তে অশ্রু সজল নেত্রে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত বিদায় বাণী দিয়াছিলেন ঃ—

"বৎসগণ। আমি বোধ হয় আর তোমাদের দেশে আসিব না। ইহাই আমার শেষ যাত্রা বলিয়া অনুমান হইতেছে ঃ আমি মাওলানা হামিদী ছাহেবকে দেশের জন্য রাখিয়া গেলাম। আমি তাঁহাকে নিজ সন্তান অপেক্ষাও অধিক ভালবাসি। তোমরা তাঁহার নিকট মুরিদ হইও, ও ওয়াজ নছিহত, ফৎওয়া ফারায়েজ ইত্যাদি শুনিও" ইত্যাদি। অতঃপর তিনি এইরূপ অসুস্থাবস্থায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বশিরহাট মাদ্রাছা ও এতিমখানা স্থাপন

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব তাঁহার মূল্যবান ওয়াজ নছিহতের দ্বারা সমগ্র পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়নে যে কত শত মাদ্রাছা মক্তব, মাছজেদ ও এতিমখানা ইত্যাদি স্থাপন ও উহার চাঁদা উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বগুড়ার হজরত খওয়াজা গরীবনওয়াজ এতিম খানার উন্নতি ও স্থায়ীত্তের নিমিত্ত তিনি দেশবাসীকে মুক্ত কণ্ঠে উহার সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। জীবনের বহু সময়ে তিনি উক্ত এতিমখানায় অবস্থান করিয়া গিয়ছেন। উক্ত এতিমখানাটী এখনও পর্য্যন্ত সুপরিচালিত অবস্থায় আছে। জীবনের গোধুলি লগ্নে তাঁহার জন্মভূমি বশিরহাটের বুকেও একটী এতিমখানা ও একটী ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা স্থাপন করিবার বাসনা জাগিয়া ওঠে। এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে উক্ত মাদ্রাছাটী যাহাতে সুচারুরূপে চলিতে পারে তজ্জন্য একটী ইছালে ছওয়াবের মাহফেল স্থাপন করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। বিগত ১৩৫১ সালে তিনি .বশিরহাটের বুকে উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বোর্ডিংয়ে এখন ৪০/৪৫ জন দরিদ্র ছাত্র বিনা বেতনে আহার পাইতেছে। মাদ্রাছা গৃহটি ১২৫ হাত দীর্ঘ করিয়া বিরাট আকারের বিল্ডিং নির্ম্মিত হইতেছে। মাদ্রাছা এখন ছিনিয়ার দরজায়ে আলেম ক্লাস পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। উপরের দুইটী ক্লাসও শীঘ্রই খোলা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মরহুম জনাব মাওলানা ছাহেবের প্রিয়পাত্র মাওলানা মোহাম্মদ বজলর রহমান দরগাহপুরী ছাহেব উক্ত মাদ্রাছার সেক্রেটারীরূপে কার্য্য পরিচালনা করার নিমিত্ত মাদ্রাছাটি শৈনঃ শৈনঃ উন্নতির পথ অগ্রসর হইতেছে।

বশিরহাট ইছালে ছওয়াব

বশিরহাটের ইছালে ছওয়াবের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে—আমরা যাহা কল্পনা করিতে পারি নাই—মনের কোণে স্থান দিতে পারি নাই, এখানে ঠিক তাহাই হইয়াছে। ১৩৫১ সালে ইছালে ছওয়াবের মাহফেলে নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে বিপুল লোক সমাবেশ

দেখিয়াছিলাম, তাহা যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। উক্ত মাহফেলের তারিখ ২১।২২।২৩ ফাল্গুন তারিখে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। তজ্জন্য বহু মোছলমান উক্ত তারিখটী সমর্থন করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় উক্ত তারিখটী পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ দিয়া যান। ফলে উহা এখন ১৭।১৮।১৯ ফাল্গুন তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ১৩৫১ সালের ফুরফুরা শরীফের জলছায় যদিও তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি আমাকে তীব্রভাবে আদেশ দিয়াছিলেন যে—"আমার শরীর খুব সুস্থ নহে, বশিরহাট ইছালে ছওয়াবের মাহফেলের প্রেসিডেন্ট আপনাকেই নিযুক্ত করিলাম, আপনি খুব লক্ষ্য রাখিবেন যেন আপনার বিনা আদেশে কেহ ওয়াজ করিতে দণ্ডায়মান না হন এবং কেহ যেন ফুরফুরার গদ্দীনশীন পীর ছাহেবের অথবা মেঝ ভাই ছাহেবকে নিন্দা না করে।"

বলা বাহুল্য তাঁহার এই আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতি পালিত হইয়াছিল।

অতঃপর ১৩৫২ সালের ১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার তাঁহার এন্তেকালের পর তাঁহারা ধারণা করিয়াছিলেন যে, বশিরহাটের ইছালে ছওয়াবের মাহফেল আর হইবে না—তাঁহারাও ইছালে ছওয়াবের মাহফেল দেখিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আল্লাহর ফজলে উহা প্রতি বৎসর ১৭।১৮ ও ১৯শে ফাল্গুন তারিখে বশিরহাট আমিনীয়া মাদ্রাছা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের অগণিত মোছলমান ও বহু ওলামা, ফোজালা, হাফেজ, কারী ও ছুফী দরবেশগণ এই পাক মাহফেলে যোগদান ও মরহুম মাওলানা ছাহেবের রওজা শরীফ জেয়ারাত করিয়া ধন্য হইতেছেন। বশিরহাট ইছালে ছওয়াব মাহফেলের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উক্ত মাহফেলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত শান বাঁধা পুকুরটির পানি বারমাসই লবনাক্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু উক্ত মাহফেলের তিন দিনই অল্লাহর অফুরন্ত রহমতে উহার পানি মিষ্ট মধুর অবস্থায় থাকে। সন্দিগ্ধ চিত্তে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এই বিশুদ্ধ ইছলামী জলছায় কেহ বিড়ি, সিগারেট, চুরুট ও তামাক ব্যবহার করেন না। অজস্র লোকের একই এছলামী পোষাক ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, আদব-কায়দা দেখিলে অন্তরের মধ্যে এক অব্যক্ত শান্তি সুধা ঢালিয়া দেয়।

এই সভায় পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান হইতে বহু নামজাদা ওয়ায়েজ ও ওলামাগণ যোগদান করিয়া থাকেন। বহু লোকে এখান হইতে বহু জটীল জটীল মছলার মীমাংসা করাইয়া লইয়া থাকেন।

এখানে কেহ বাজে কেচ্ছা ও কাহিনী বর্ণনা করিতে অথবা রাগ-রাগনী সহ গজল পাঠ করিতে পারে না।

ফজরে ও মাগরেবে খাণিকক্ষণ অজিফা ও মোরাকাবার পর ওয়াজ নছিহত আরম্ভ হয়।

উক্ত জলছায় হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের বহু আলেম তাঁহাদের মুল্যবান ওয়াজ নছিহতের দ্বারা জনসাধারণকে বিমোহিত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত আলেমদিগের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। জনাব হজরত মাওলানা শাহ ছুফী মোহাম্মদ আহমদ আলী হামিদ জালালী। (কলিকাতা)

২। মাওলানা মোহাম্মদ রূহল কুদ্দুছ ছাহেব, বশিরহাট।

৩। মাওলানা মোহাম্মদ বজলর রহমান দরগাহপুরী ছাহেব, ২৪ পরগণা।

৪। মাওলানা মোহাম্মদ বোরহানুদ্দীন ছাহেব খুলনা ।

৫। মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার ছাহেব খুলনা।

৬। মাওলানা মোহাম্মদ তমিজুদ্দীন ছাহেব খুলনা।

৭। মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মোহিত ছাহেব মুর্শিদাবাদী

৮। মাওলানা মোহাম্মদ মুফিজুদ্দীন আহমদ বাজিতপুরী (রংপুর)

৯। মাওলানা মোহাম্মদ এলাহী বখ্শ ছাহেব (রংপুর)

১০। মাওলানা মোহাম্মদ লোকমান আহমদ ছাহেব খুলনা।

১১। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রসিদ দেবীপুরী ২৪ পরগণা।

১২। মৌলভী মোহাম্মাদ আয়নদ্দীন ছাহেব রাজাপুর ২৪ পরগণা।

১৩। মৌলানা এবরাহিম মোহাব্বতপুরী বগুড়া।

১৪। মৌলবী ফজলল হক বশিরহাট।

১৫। মৌলবী কাছেদ আলি ছাহেব বশিরহাট।

১৬। মৌলানা এলাহী বখশ খানপুরী খুলনা।

সময়ের অল্পতা বশতঃ নাম ও ঠিকানা অবগত হইতে না পারায় বহু আলেমের নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ এসম্বন্ধে আমাদিগকে সহায়তা করিবেন।

পাঠক! শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, বিগত ২৫শে বৈশাখ ১৩৫৫ সালে বশিরহাট শেখ পাড়ায় যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, উক্ত সভায় ফুরফুরা শরীফের বর্ত্তমান ছাজ্জাদানশীন পীর জনাব হজরত মাওলানা সাহ ছুফী মোহাম্মদ আবদুল হাই ছিদ্দীকী ছাহেব প্রকাশ্য ভাবেই বশিরহাটের ইছালে ছওয়াবের মাহফেলে যোগদান করিবেন বলিয়া দেশবাসীকে আশ্বাস বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন দেশবাসী সাগ্রহে সেই শুভক্ষণেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

মাহফেলে শুধু ওয়াজ হইয়া থাকে না। তথায় বহু ধর্ম্ম সংক্রান্ত কেতাবও বিক্রয় হইয়া থাকে। আগন্তুক ব্যক্তিগণ যাঁহার যে কেতাবের আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা খরিদ করিয়া লইয়া থাকেন। ইহাতে স্থায়ী হেদায়াত হইয়া থাকে। ফুরফুরা শরীফের অতি বিরাট মহফেলেও এইরূপ কেতাবাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। মরহুম হজরত পীর ছাহেব কেবলা (রহঃ) জীবিত থাকা কালীন উপস্থিত লোকদিগকে উক্ত কেতাবগুলি ক্রয় করিয়া লইতে উৎসাহিত করিতেন।

বশিরহাট মাদ্রাছার জন্য এই দীন খাদেম কিছু কিছু চাঁদা উঠাইয়া থাকে, তাহাতে কাহারও কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। সমস্তই এতিম, দরিদ্র ও অসহায় তালেবোল এল্‌মদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়া মাদ্রাছার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, সমাজের এই দীন হীন অযোগ্য খাদেম তাহার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও "গদ্দীনশিন" হওয়ার পর হইতে যাহা কিছু 'নজরানা'-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার সমস্তই উক্ত মাদ্রাছা ও মাদ্রাছা সংশ্লিষ্ট কার্য্যে ব্যয়ত হইয়া আসিতেছে। উহার এক কপর্দ্দকও এ দ্বীন খাদেম অদ্যাপি গ্রহণ করে নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মাওলানা ছাহেবের সন্তান সন্ততি

জনাব মাওলানা ছাহেবের এক স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা ও একজন ভ্রাতা বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর নাম মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল অহীদ ছাহেব। ইনি ছিনিয়ার ছালে দুওম পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবার পর দুরন্ত পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় ২৫।২৬ বৎসর বয়সে জনাব মাওলানা ছাহেবের জীবদ্দশায় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। (ইন্না-লিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন) মৃত্যু কালে ইনি ছালেহা নাম্নী এক মাত্র কন্যা রাখিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কন্যাটী খোদার ফজলে এখনও জীবিতা আছে, বিগত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৫৪) বুধবার বেলা চারিটার সময় তাঁহার একটী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কণ্যাটির নাম কোহিনূর বেগম। জনাব মাওলানা ছাহেব তাঁহার এই জ্যৈষ্ঠ পুত্রের নাম অনুসারে তাঁহার লাইব্রেবীর নাম "অহিদী লাইব্রেরী" বলিয়া রাখিয়াছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম জনাব মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ ছাহেব। ইহার বয়স বর্ত্তমানে অনুমান ৩১ বৎসর হইবে। ইহার এক পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমানে আছে। সংসারের যাবতীয় কার্য্যের পরিচালনার ভার এখন ইহার উপর ন্যস্ত।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম মোসামাৎ ছায়ীদা খাতুন। ইহার বয়স এখন আন্দাজ ৩৫/৩৬ বৎসর হইবে। তাঁহার জন্মভূমি সৈয়দপুরের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। জামাইয়ের নাম মোহাম্মদ আবদুল বারী ছাহেব, ইনি মরহুম মৌঃ আবদুর রহমান ওরফে ডোমন মৌলভী ছাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। ৪/৫ বৎসর হইল তাঁহার জামাতা এন্তেকাল করায় তাঁহাকে পুনরায় অন্যত্র বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

কনিষ্ঠা কন্যাটীর নাম মোছাম্মাৎ হাছিনা খাতুন। জনাব মাওলান ছাহেবের ভ্রাতুস্পুত্র জনাব মৌলানা রুহল কুদ্দুস ছাহেবের মধ্যম পুত্র মৌলভী ফজলল হক ছাহেবের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন। কয়েক মাস হইল তাঁহার একটি কন্যা সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে বিগত ১৩৫৪ সালের ৩রা বৈশাখ তারিখে উক্ত কন্যাটী তাহার দুঃখিনী মাতার উজ্জ্বল ক্রোড় চিরতরে অন্ধকার করিয়া কোন্ অজানা প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে (ইন্নালিল্লাহে)। সম্প্রতি (১৩ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার) তাঁহার আর একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

জনাব মাওলানা ছাহেব তাঁহার উভয় জামাতার বাসস্থানের নিমিত্ত একটী সুন্দর পাকা বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

এইবার আমরা জনাব মাওলানা ছাহেবের ভ্রাতার পরিচয় প্রদান করিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—তাঁহার নাম মৌলানা রুহল কুদ্দছ ছাহেব । ইনি একজন পরহেজগার আলেম ও আমেল। মরহুম জনাব মাওলানা ছাহেবকে আমাদের সম্মুখে বহু সভায় বলিতে শুনিয়াছি—“আমার ভ্রাতা মৌঃ রুহল কুদ্দুছ ছাহেব জ্বেন, ভূত, বদ-নজর আছর ইত্যাদি দূর করিতে বিশেষ পারদর্শী, আপনারা ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট হইতে তদবির করাইয়া লইতে পারেন। দেশে তাঁহার বহু ভক্ত ও মুরীদান বৰ্ত্তমান। বেশ সরল প্রকৃতির লোক। এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রসাঙ্গিক হইবে না। জনাব মাওলানা ছাহেব নিজের এই সমস্ত জ্বেন, ভূত, ইত্যাদি তদবির করিতেন না। মফঃস্বলে কেহ এই সম্বন্ধে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রতিকার প্রার্থী হইলে, তিনি তাঁহার জীবনের বহু বৎসরের সঙ্গী মৌলবী হাজী খায়রুল্যাহ ছাহেবের নিকট হইতে তদবীর করিয়া লইতে বলিতেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

হজরত মাওলানা ছাহেবের কারামত

পাঠক। নবী ও পীরগণের হৃদয় এত জ্যোতির্ম্ময় যে তাঁহারা দূর দেশের অবস্থা দেখিতে পান।

হজরত নবীয়ে করিম (ছাঃ) সূর্য্যগ্রহণকালে বেহেশত ও দোজখ দেখিয়াছিলেন। মেশকাত ১২৯ পৃষ্ঠা।

হজরত মক্কা শরীফে থাকিয়া বয়তুল মোকাদ্দাছ দেখিয়াছিলেন। মেশকাত ৫২৯ পৃষ্ঠা।

হজরত ওমর (রাঃ) মদীনা শরীফে খোতবাহ পাঠকালে "নাহাওয়ান্দ" শহরের যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া "ছারিয়া" নামক সেনাপতিকে সর্তক করিয়া দিয়াছিলেন।

(১)

মাওলানা মোহাম্মদ বজলর রহমান দরগাহপুরী ছাহেবের বর্ণনা ঃ— যেদিন জনাব মাওলানা ছাহেব এন্তেকাল করেন, ঠিক সেই দিন অনুমান বেলা ৭/৮টার সময় কৃষ্ণ বর্ণের পোষাক পরিহিত জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি এক বস্তা চাউল মস্তকে করিয়া লইয়া বশিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাছা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বলেন। "মাওলানা ছাহেব মাদ্রাছার এতিম ছেলেদের জন্য এই চাউল পাঠাইয়া দিয়াছেন। কোথায় চাউল রাখিব? মাদ্রাছার জনৈক মওলবী ছাহেব বলিলেন "মুন্‌শী মনছুর আলী ছাহেবের বাটীতেই মাদ্রাছার ছেলেদের চাউল জমা থাকে, ঐ খানেই আপনি লইয়া যান।"

সেই কৃষ্ণ বর্ণের পোষাক পরিহিত আগন্তুক ভদ্রলোকটী পুনরায় চাউলের বস্তা কান্ধে লইয়া মোহাম্মদ মনছুর আলী মিয়ার বাটীতে রাখিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৩৫২ সালের ১৬ই কার্ত্তিক তারিখের বেলা অনুমান ৭/৮ টার সময়ে। অথচ জনাব মাওলানা ছাহেব ঐ তারিখের ভোর ৫ টার সময় এন্তেকাল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সংবাদ তখনও বশিরহাটের বুকে আসিয়া পৌছিয়াছিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে

তাঁহার লাশ মোবারাক অপরাহ্ন সাড়ে তিন টায় সময় আনীত হইয়াছিল, তিনি ১৬ই কার্ত্তিক ভোর বেলা এন্তেকাল করিয়াছিলেন। বেলা ৭/৮ টার সময় আগন্তুক আসিয়া বলিল "মাওলানা ছাহেব এই চাউল পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

পরে তাঁহাকে বহু চেষ্টা করিয়াও আর পাওয়া যায় নাই। উক্ত চাউল বহু দিন পর্য্যন্ত মাদ্রাছার ছেলেরা ভক্ষণ করিয়াছিল।

(২)

বশিরহাটের মরহুম জনাব ছুফী আব্দুশ শাফী ছাহেব যিনি জনাব মাওলানা ছাহেবকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহারই সুযোগ্য জামাতা মোহাম্মদ মুজীবর রহমান ছাহেব। উস্তাদের জামাতা বলিয়া শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের সঙ্গে তাঁহার একটা গভীরতর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি দলিল লেখক ছিলেন। মরহুম মাওলানা ছাহেব স্বীয় জীবদ্দশায় সাংসারিক ও বৈষয়িক বহু কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ আবদুর রহিম ছাহেবও বহু বর্ষকাল তাঁহার কলিকাতা অফিসের ম্যানেজারী করিয়াছিলেন। উক্ত ম্যানেজার ছাহেব বলিয়াছেন, "আমার ওয়ালেদ ছাহেব বলিয়াছেন—

১৭ই কার্ত্তিক দিবাগত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি—জনাব মাওলানা ছাহেব যে এন্তেকাল করিয়াছেন, এবং তাঁহার লাশ যেন বশিরহাটের বুকে আনীত হইয়াছে। আমি অবাক হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাই। আপনি জীবনে বাঁচিয়া থাকা কালীন সাংসারিক, বৈষয়িক ও অন্যান্য বহু ব্যাপারে আমার যুক্তি পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করিতেন না, আর আজিকার এই বিদায়ের গোধুলী লগ্নে কেন আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া গেলেন? মাওলানা ছাহেব বলিলেন—"ভাই। আমার এই চির বিদায়ের দিনে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু কি বলিব ফুরফুরার জনাব পীর ছাহেব কেবলা আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবা। তুমি অবিলম্বে ফজরের নামাজ পড়িয়া আমার সহিত মিলিত হও, বর্ত্তমান যুগের অবস্থা আদৌ ভাল নহে। তুমি কাল বিলম্ব না করিয়া

অবিলম্বে আমার সহিত চলিয়া আইস, এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। এই কারণে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই।" এই স্বপ্ন দেখিয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। পরদিন সত্যই দেখি যে, জনাব মাওলানা ছাহেবের লাশ বশিরহাটের বুকে আনীত হইয়াছে।

(৩)

মাওলানা ছাহেব ছিলেন পীর কেবলার খাস্ খলিফা। সেজন্য তিনি যে শুধু বড় পণ্ডিত ছিলেন তাহা নয় তিনি ছিলেন একজন বড় সিদ্ধ পুরুষ। কোমলপুরের মৌলভী গয়সুদ্দিনের মুখে শুনিয়াছি, মাওলানা ছাহেব যে শুক্রবারে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, তার আগে বুধবারে তিনি মাওলানা ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বহুক্ষণ অবধি কথাবার্ত্তা করেন। যখন তিনি মাওলানা ছাহেবের নিকট হইতে চলিয়া আসিতেছিলেন তখন জনাব মাওলানা ছাহেব বলিলেন বাবা আমার শরীরের অবস্থা খারাপ আর হয়ত তোমার সহিত আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তখন মৌলভী ছাহেব বলিলেন ঃ হুজুর আপনি কি বলিলেন? আমার বাটীতে আপনি বৎসরে একবার করিয়া সভা করেন। এ বৎসর ত সভা হইল না। তখন মাওলানা সাহেব বলিলেন, দরগাপুরী এখন এখানে নাই তিনি থাকিলে তাঁহাকে তোমার ওখানে একটি সভা করিতে বলিতাম। অতঃপর জনাব মাওলানা ছাহেবের এন্তেকালের সংবাদ মৌলভী গয়সুদ্দিন শ্রবণ করেন এবং তিনি তখন এত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি বলেন আমার কেরাত পড়িতে ভুল হইয়া গিয়াছিল। তিনি শনিবার দিবস বশিরহাট গিয়াছিলেন এবং যখন তিনি জনাব মাওলানা ছাহেবের লাশ মোবারক দেখিলেন তিনি বলেন যে, মাওলানা ছাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি যেন ঠিক পূর্ণিমার চন্দ্র বলিয়া মনে হইতেছিল। জেন্দা অবস্থায় যেরূপ মুখের ছেহারা ছিল তার তিন গুণ যেন বাড়িয়া গিয়াছে। মৌলভী ছাহেব বলেন যে এন্তেকালের পরেও হুজুরকে আমি খোয়াবের মধ্যে দেখিয়াছি। এক রাত্রে দেখি, হুজুর

আমার নিকট আসিয়া বলিতেছেন বাবা ওয়াজ তোমার এখানে আর হইবে না। তবে তোমাকে জানাইতেছি যে হালাল হারাম খুব পরহেজ করিয়া চলিবে। তোমার মুরিদগণকে তাছাউফ শিক্ষা দিবে। মৌলভী সাহেব বলিলেন, হুজুর আপনি আমাকে যে কুয়তের ফয়েজ দিয়াছেন তাহাতে আমি ইচ্ছা করি যে জেনের বাদশাকে হাজির করাইব। তখন জনাব মাওলানা ছাহেব বলিলেন, না বাবা তাহা করিওনা, তুমি তাহা সামলাইতে পারিবেনা।

(৪)

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একখানি গ্রামের নাম নজন্নগর। গ্রামের সম্মুখেই দক্ষিণে বিদ্যাধরী নদী। নদীর পরপারে হজরত সৈয়দ শাহ আব্বাস আলী সহীদ ওরফে গোরাচাঁদ পীর ছাহেবের (রঃ) মাজার। পীর গোরাচাঁদের ও তাঁর অনুচর ও ভক্ত হজরত সাহ সোন্দলের (রঃ) কথা এবং দেঁউলার স্বাধীন নরপতি চন্দ্রকেতুর অন্যতমা সেনাপতিদ্বয় আকানন্দ ও বাকানন্দ রায়ের সহিত হজরত সৈয়দ ছাহেবের জেহাদ এবং শহীদ হইবার কথা বাঙ্গলার অনেকেই জানেন। শুনিয়াছি জনাব মাওলানা ছাহেব একদিন শহীদ ছাহেবের মাজার জিয়ারত করিতে গিয়াছিলেন। মাওলানা ছাহেব গিয়া শহীদ আব্বাস আলী (রঃ) ছাহেবকে সালাম জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু কাশফে কোন উত্তর পাইলেন না। দ্বিতীয়বার সালাম জানাইলেন। তথাপিও সালামের উত্তর পাইলেন না। তখন মাওলানা ছাহেব যেন একটু নাখোশ হইলেন এবং তৃতীয়বার একটু জোরের সহিত সালাম জানাইলেন। এবার মাওলানা ছাহেব সালামের উত্তর পাইলেন কিন্তু মনে হইল যেন উত্তর একটু দূর হইতে আসিয়াছে। অতঃপর পীর গোরাচাঁদ ছাহেব বলিতেছেন যে, ভাই মাওলানা আমার উত্তর দিতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপনি হয়ত একটু নাখোশ হইয়াছেন কিন্তু আমি এখানে ছিলাম না। আমি ছিলাম বোগদাদ শরীফে হজরত বড় পীর ছাহেবের (রঃ) দরবারে। আপনি প্রথমে যখন সালাম জ্ঞাপন করেন তখন আমি সেইখানে। দ্বিতীয়বার যখন

সালাম জানান তখন আমি মধ্যপথে এবং তৃতীয়বার সালাম জ্ঞাপন করার সময় আমি আপনার সালামের উত্তর দিতে সক্ষম হইয়াছি। জনাব মাওলানা ছাহেব যে কত বড় সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাহা উপরোক্ত ঘটনা হইতে বিশেষ ভাবে জানা যায়।

(৫)

জনাব মাওলানা ছাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আবদুল ওহীদ। আল্লাহতালা অহীদকে অল্প বয়সেই দুনিয়ার বুক হইতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। ওহীদ বড় মেধাবী এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। ওহীদের এন্তেকালে জনাব মাওলানা ছাহেব শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁর দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হইলে বহু লোক ও আলেম দূরদূরান্তর হইতে তাঁহার জানাজাতে শরীক হইবার জন্য আসিয়াছিলেন। জানাজার পর যখন লাশকে দাফন করা হইল, লোকজন এবং আলেমবৃন্দ মাজার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু মাওলানা ছাহেব তাঁহার পুত্রের মাজার ত্যাগ করিলেন না। তিনি কবরের সম্মুখে চক্ষু দুইটি বুজাইয়া দাঁড়াইয়া রইলেন। আলেমবৃন্দ হুজুর মাওলানা ছাহেবের অপেক্ষায় একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছু ক্ষণ পরে জনাব মাওলানা ছাহেবকে বলিতে শুনিলেন "ভয় কি বাবা অহীদ জবাব দাও। আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।" ইহাতে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, মনকির নকির ফেরেশতাদ্বয় ওহীদকে আল্লাহরহুকুমে জেন্দা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সওয়াল করিয়াছেন মান রাব্বোকা, মান নবীয়োকা, মান দ্বীনোকা কিন্তু অহীদ ফেরেশতাদের কথার যথারীতি জওয়াব দিতে পারিতেছে না এবং একটু ঘাবরাইয়া গিয়াছেন দেখিয়া জনাব মাওলানা ছাহেব তাঁহার স্নেহের পুত্রকে সাহস প্রদান করিলেন। কিছু পরে মাওলানা ছাহেব কবর ত্যাগ করিলেন তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, ওহীদ ছাহেব মোনকের নকীর ফেরেশ্তাদ্বয়ের কথার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত সকলেই আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিতে লাগিলেন ঃ "হে আল্লাহ! জনাব মাওলানা রূহল আমিন

তোমার একজন সিদ্ধপুরুষ, তুমি তাঁকে মোছলমানদের খেদমতের জন্য দুনিয়াতে বেশী দিন জিন্দা রাখিও।"

বগুড়া, পাঁচবিবি, মহব্বতপুর নিবাসী বিখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিক বহু ধৰ্ম্মগ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা মোহাম্মদ এবরাহিম মহব্বতপুরী ছাহেবের বর্ণনা ঃ—

মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেব (রঃ) বিচিত্র কৰ্ম্মময় জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়েই যেন অসাধারণ কৰ্ম্ম প্রেরণা, তৎপরতা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। আল্লাহতালা এছলামের খেদমত করাইয়া লইবার জন্যই তাঁহাকে অতিশয় প্রতিভাবান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পাক জবানেই শুনিয়াছি—"মাত্র সতর কি আঠার দিনে তিনি "ছরফ মীর" নামক দুরূহ আরবী ব্যাকরণখানা আদ্যান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।" যখন তাঁহার বড় ছাহেব জাদা মৌঃ আবদুল অহীদ ছাহেব এন্তেকাল করেন তাঁহার কিছুদিন পরেই তিনি বগুড়া জেলার জামালগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের ৩ মাইল পশ্চিমে নুমুজ জুনিয়ার মাদ্রাসার সভায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি কতা প্রসঙ্গে বলেন—"আমার বড় ছেলে এন্তেকাল করায়, আমি যেরূপ শোক সন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যদি আমার ছিনায় আলাহতালার পাক কালাম ও নূরনবীর আঠার হাজার হাদীছ না থাকিত, তবে আমি এই শোকে কৰ্ম্ম-শক্তি হারাইয়া ফেলিতাম।" ইহাতে বুঝা যায় যে, "তিনি অন্ততঃ আঠার হাজার হাদীছের হাফেজ ছিলেন।" তদবধি তাঁহাকে "হাফেজে হাদীছ" আখ্যায় আখ্যাত করা হইত। তাঁহাকে আরও কয়েকবার বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন, "আমি যে কেতাবখানা মাত্র একবার মনোযোগের সহিত দেখিয়াছি, তাহা আর কখনও ভুল হয় নাই।" সত্য সত্যই তিনি যখন ওয়াজ-নছিহতের ষ্টেজে অনর্গল মধুর কণ্ঠে রাছুলের অমিয় বাণী হাদীছ শরীফের মূল এবারতগুলি আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, তখন কোথাও একটুকু ইতস্ততঃ করিতে বা আটকাইতে দেখি নাই। বাংলা আসামের লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এই সত্য কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কথিত

আছে যে, “তিনি যখন ওয়াজ নছিহত করিতেন, তখন কেতাবসমূহের মূল এবারতগুলি অন্তদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন।”

“তাক্‌রীর ও তাহ্‌রীর”—বক্তৃতা ও লিখনী এই দুই প্রকারেই এছলাম প্রচার সম্ভব হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ‘কামালাতে বাতেনী’ বা পূর্ণ আধ্যাতিক শক্তি দ্বারা উহা সুদৃঢ় হয়। কিন্তু একাধারে এই দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন মহাপুরুষের আর্বিভাব বৰ্ত্তমান যুগে অতি বিরল। বশেষতঃ আমাদের এই বাংলা দেশে মরহুম মাওলানা ছাহেবের (রঃ)-এর ন্যায় গুণসম্পন্ন কোন বাঙ্গালী আ'লেম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও বাংলার ইতিহাসে কোন প্রমাণ নাই। দীর্ঘ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ বিশাল বঙ্গ-আসামের প্রায় প্রতি নিভৃত পল্লীতে তাঁহার কণ্ঠে আল্লাহ্‌ ও রাছুলের অমিয় বাণীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার এই সুমধুর কণ্ঠস্বর কালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দেড় শতাধিক ধৰ্ম্মগ্ৰন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পূৰ্ব্ব হইতেই তিনি মহফিলে মহফিলে বলিয়া গিয়াছেন—“আমি চিরতরে চলিয়া যাইব, কিন্তু যাঁহারা আমার গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, তথায় আমি বিরাজ করিব।” তিনি ইছলাম-প্রচার ব্যাপদেশে বাংলা আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন, সুতরাং কোথাও ধীর স্থিরভাবে লিখিবার মত অবকাশ তিনি মোটেই পাইতেন না, এইজন্য পথিমধ্যে, ট্রেনে, ষ্টীমারে, গোগাড়ীতে ও সভামধ্যে তিনি সমভাবে কলম চালাইয়া যাইতেন। এইরূপ কৰ্ম্মতৎপরতার ভিতর দিয়া তিনি যে একজন গ্রন্থকারই ছিলেন, তাহাই নহে—তিনি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, রাজনৈতিক এবং সাংবাদিকও ছিলেন। সাপ্তাহিক “হানাফী” ও মাসিক “ছুন্নত-অল-জামায়াত” তাঁহার অক্ষয় কীৰ্ত্তি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ সাপ্তাহিক হানাফী ও অন্তিমকাল পৰ্য্যন্ত ‘মোস্‌লেম’ ও মাসিক “ছুন্নত অল্‌ জামায়াত” এক অভিনব বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। যাহা অদ্যাবধি কোনও আলেমের পক্ষ্যে সম্ভব পর হয় নাই। এতদ্ব্যতী তিনি বিভিন্ন সাময়িক সংবাদপত্রে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ, প্রতিবাদ, সমালোচনা ও

মছলা মাছাএলের উত্তর ইত্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন। বহু গ্রন্থকারের গ্রন্থাদি সংশোধন ও অনুমোদন করিয়াছেন। মূল কথা তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের যে দিকেই লক্ষ্য ও আলোক সম্পাত করা যাইবে তাহাই যেন কল্পনাতীত ও বর্ণনাতীত। এস্থলে কেবল মাত্র তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কিরূপ উন্নত পদমর্য্যাদা ও স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমার জানা কয়েকটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করতঃ বক্ষমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) 'গাজী কালু-চাম্পাবতী'র পুথি বাংলায় খুব সুবেদিত। বাংলা সাহিত্যে 'গাজী' নামক একখানা জীবনেতিহাস গ্রন্থ ও আছে। বাংলার বাদশাহ্ তদানীন্তন রাজধানী পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত 'আদীনা মস্‌জিদের' প্রতিষ্ঠাতা, সেকান্দার শাহের পুত্র এই গাজী। রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তিনি হইয়াছিলেন একজন সংসারত্যাগী বাক্‌সিদ্ধ 'অলিআল্লাহ্।' তাঁহার জীবনীতে দেখিয়াছি, তাঁহার দোওয়ায় গৌড়ে কিছুক্ষণ স্বর্ণ-বৃষ্টি হইয়াছিল। কথিত আছে, এই জন্যই গৌড়ের অপর নাম 'সুবর্ণ গ্রাম' বা সোনার গোড়। এই হজরত গাজী পীর (রঃ) ছাহেব রাজ সিংহাসন উপেক্ষা করতঃ আজীবন দীনবেশে দীন-এসলাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমি এই গাজী পীর (রঃ) ছাহেবকে স্বপ্নযোগে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উদিত হইয়া উত্তর বাংলার শেষ সীমা পর্য্যন্ত ছায়ের (পরিভ্রমণ) করিতে ও বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন,—

يَا عُلَمَاءُ الْبَجَالَةِ اِنْتَبِهُوْا

"বাংলার আ'লেমগণ। সাবধান হউন।" এই সময় মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেব (রঃ) অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ও বহুক্ষণ যাবৎ আলোচনা করিলেন। আমি ভয়ে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অবশেষে মরহুম মাওলানা ছাহেব (রঃ) আমাকে আহবান করায় আমি নিকটে গিয়া তাঁহার সহিত 'মোছাফাহ' (কর্মমর্দ্দন) করিলাম। এখনও যেন তাঁহার মোছফাহার শৈত্যভাব অমার হাতে ও অন্তরে বিদ্যমান আছে।

(২) বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া থানার জিয়ানগর নামে একটী পল্লীগ্রাম আছে। আক্কেলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৬/৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই গ্রামটী অবস্থিত। উক্ত গ্রামে একটি প্রাচীন মাজার আছে। উক্ত মাজারে এখনও অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ উক্ত পীর ছাহেব (রঃ)-এর পবিত্র নাম "জিয়াউদ্দীন" হইতে উক্ত গ্রামটির নাম জিয়ানগর হইয়াছে। প্রায় চৌদ্দ পনের বৎসর আগের কথা। আমি তখন বাড়ী হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে। তথায় এই পীর ছাহেবকে স্বপ্নযোগে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হুজুর। আমি কাহার নিকট মুরিদ হইব?" তিনি বলিলেন, আমার ছোট ভাইয়ের নিকট।" আমি বলিলাম, "তবে কি আপনি হজরত মাওলানা রূহল আমিন ছাহেবের নিকট মুরিদ হওয়ার ইঙ্গিত করিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" তখন ফুরফুরা শরীফের আ'লা হজরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) হায়াতে ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান থাকিতে মাওলানা ছাহেবের নিকটে মুরিদ হওয়ার ইঙ্গিত হওয়ায় মনে খট্‌কা হইল। অতঃপর ফুরফুরা শরীফের "ইছালে ছওয়াব মহফিলে" গিয়া কোন কিছু না বলিয়া হজরত মাওলানা ছাহেবের কেতাবের দোকানে তাঁহারই নিকটে নীরবে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি কেতাবের দোকান হইতে উঠিয়া পড়িলেন, আমাকেও ডাকিলেন, অমি পিছনে পিছনে চলিলাম অবশেষে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া "দায়েরা শরীফে" হজরত পীর ছাহেব কেবলার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার বৃত্তান্ত বর্ণনা করতঃ দোওয়া করিতে বলিলেন। তিনি দোওয়া করিলেন ও 'এজাজত' দিলেন। আমি স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া বিস্মৃত হইলাম। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উক্ত স্বপ্ন দেখার কয়েক দিন পরে আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে আমার ওয়ালেদ আমাকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কেহ স্বপ্নযোগে রোজা রাখিতে বলিলে কি সেই রোজা রাখিতে হইবে?" আমি বলিলাম, "রোজা যখন আল্লাহতায়ালার একটি খাছ এবাদত, রাখাই ভাল।" তবে কি কেহ আপনাকে স্বপ্নযোগে রোজা

রাখিতে বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, "হাঁ বাবা, স্বপ্নযোগে জিয়ানগরের পীর ছাহেব (রঃ) আমাকে দুইটি রোজা রাখিতে বলিয়াছেন।" অতঃপর আমি এই স্বপ্নের তারিখ ও সময় জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আমিও ঠিক ঐ তারিখে উক্ত সময়েই তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। অনন্তর এখনও আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে, "আব্বাজানকে রোজা রাখিতে বলিয়া আমাকে এইরূপ অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কি নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে। এই জন্যই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে হয়,

اِنَّ كَرَمَةَ الْاَوْلِيَاءِ لَحَقٌّ *

"নিশ্চয়ই অলিআল্লাহগণের অলৌকিকতা অতি সত্য।"

(৩) বিগত ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে আমি স্বপ্নযোগে ফুরফুরা শরীফের মরহুম হজরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) দস্ত মোবারকে 'বয়য়ত' হই। 'বয়য়ত' গ্রহণের পর তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা এখন মাওলানা রূহল আমিন ছাহেবও আছেন, আপনি তাঁহারই নিকট শিক্ষালাভ করিতে থাকুন।" অতঃপর তিনি এক গ্লাস শরবতের কিছু পরিমাণ পান করিয়া অবশিষ্টাংশ আমাকে পান করিতে দেওয়ায় আমি উহা পান করিলাম। উক্ত সালের ২০শে আষাঢ় জোহরের সময়ে আমি মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেবকে (রঃ) স্বপ্নযোগে দেখিয়া তাঁহার নিকটে জ্বেনের তদ্‌বীরের 'এজাজত' প্রর্থনা করায়, তিনি আমাকে একটি তাবীজ এবং আরও একটি জিনিষ দিয়া উক্ত এজাজত প্রদান করেন। অতঃপর অনেক অচৈতন্য জ্বেনগ্রস্ত রোগীর নিকটে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছি। একদা কোন সভায় একই গো-গাড়ী হইতে তাঁহার সহিত অবতারণকাল লক্ষ্য করিলাম যে, কয়েকটি ঘুর্ণিবাত্যা গাড়ীটির সম্মুখে আসিয়া বিলীন হইয়া গেল। আমি বলিলাম—"হুজুর, ইহা কি?" তিনি ঈষৎ হাসিতেছিলেন। আমি বুঝিলাম, "তাঁহাকে অভর্থনা করিতে শুধু মানুযই আসিয়া থাকে না,

অনেক জ্বেনও অজ্ঞাতসারে আসিয়া থাকে।" স্মরণ করিতেও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। হুজুর যে রাত্রিতে এন্তেকাল করেন উক্ত রাত্রিতে আমি জয়পুরহাটের তিন মাইল পূর্ব্বে হেলকুণ্ডা গ্রামে ছিলাম। কেহ মারা গেলে আমাদের এতদঞ্চলে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে তাহার আত্মীয় স্বজন বিলাপ করিয়া কাঁদিয়া থাকে, শেষ রাত্রিতে আমি তেমনই ক্রন্দন রোল শুনিতে পাইলাম। সকালে সন্ধান লইয়া দেখিলাম, তথায় তেমন দুর্ঘটনা মোটেই ঘটে নাই। আমি হতভম্ব হইলাম, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পরে যাহা বুঝিয়াছি, সে হৃদয়-বিদারক ব্যথা আজীবনও ভুলিতে পারিব না। হায়। তাঁহার বিরহে জ্বেন-পরীও বিলাপ করিয়া বেড়াইতেছে। তিলকপুর রেল ষ্টেশনের তিন মাইল পূর্ব্বে চেঁচুড়িয়ার জনাব মুন্‌শী মোঃ কেরামত আলী ছাহেব বলিয়াছেন, "হুজুরের এন্তেকালের পরে তিনি এই গরীবালয়ের যে যে স্থানে অজু, গোছল, এস্তেঞ্জা ও উপবেশন করিয়া গিয়াছেন, জনৈক অপরিচিত পাগল ঠিক সেই স্থানসমূহে দাঁড়াইয়া বিলাপ করিয়া গিয়াছে?" আমার নিজ গ্রাম মহব্বতপুরে জ্বেনের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। এমন কি সময় সময় গভীর রাত্রিতে আমার ওয়ালেদা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৌঃ এছমাইল ছাহেবকে নাম ধরিয়া ডাকিত। অতঃপর হুজুর তথায় সভা করিয়া যাওয়ার পর হইতে অদ্যাবধি আর কোন উপদ্রব বুঝিতে পারা যায় না। সভাঅন্তে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—"তাহারা ধরাশায়ী হইয়া ছটফট করিতেছে।"

(৪) হুজুরের এন্তেকালের কিছু দিন পরে আমি, তিলকপুরের মৌঃ হাজী মোঃ আবদুর রহমান নূরনগরী ও চেঁচুড়িয়ার মুন্‌শী মোঃ কেরামত আলী সাহেব, আক্কেলপুরের মাত্র এক মাইল উত্তরে খাদাইলা গ্রামে একটি সভা করিয়া একই গৃহে রাত্রিতে শুইয়াছিলাম। শেষ রাত্রিতে একই সময়ে আমরা তিন জনে কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি স্বপ্ন যোগে দেখি যে, হুজুর কোনও একটী সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পাসে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিতেছি। কেহ যেন তাঁহার "শেষ বাণী" খানা আমার

হাতে দিয়া পড়িয়া শুইনাবার জন্য বলিল। ইহাতে তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"উহা পড়িয়া শুইনাবার কোন দরকার নাই। আপনি যে ভাবে ওয়াজ করিতেছেন, তেমনই ওয়াজ করিতে থাকুন। আপনার ওয়াজ ঠিক হইয়াছে।" মুন্‌শী ছাহেব বলিলেন—আমি দেখি যে তিনি বলিলেন—"আমাদের এই পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে। অনেকে আপনাদের শত্রুতা করিতে পারে। সুতরাং অমুক অমুক আমল করিতে থাকুন।" হাজী ছাহেব বলিলেন, "আমি তাঁহাকে এমন মনোরম উচ্চ আসনে সমাসীন দেখিলাম—যাহা বর্ণনাতীত। হুজুরের চেহারা মোবারক যেন পূর্ণিমার চাঁদ।" ঠাকুরগাঁর বাহাছ সভায় যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি আমাকে স্বপ্ন যোগে বলিয়াছিলেন, "অমুক অমুক আমল করিয়া প্রস্থান করুন।" মনে হয় এই আমলের বরকতেই আমি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলাম। সময় সময় সমস্ত রাত্রিই তিনি স্বপ্ন যোগে কাটাইয়া দিয়াছেন। স্বপ্ন অন্তে এস্তেঞ্জা করিয়া শুইয়াছি, আবার স্বপ্ন আরম্ভ হইয়াছে, ইহা কিস্বপ্ন না অন্য কিছু, কিছুই বুঝিতে পারিনা। এই গত আশ্বিন মাসে স্বপ্ন যোগে কোনও নিভৃতগৃহে তিনি আমাকে তাওয়াজ্জোহ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমার কঠিন হৃদয়ে কিন্তু মোটেই তাছীর, হইতেছিল না, অবশেষে তিনি আমার কর্ণে ফুৎকার দিতে লাগিলেন।" কয়েকদিন পরে অবিকল এইরূপ স্বপ্নে ফুরফুরা শরীফের আ'লা হজরত পীর ছাহেব (রঃ) কেবলার বড় ছাহেবজাদা বর্ত্তমান গদ্দীনশীন পীর জনাব হজরত মাওলানা হাজী শাহ ছুফী মোঃ আবদুল হাই সিদ্দিকী (কোঃ) সাহেবকেও আমার কর্ণে ফুৎকার দিতে দেখিলাম। তবে কি এখনও ইঁহাদের মধ্যে বেতার-বার্ত্তা রহিয়াছে। হায়। আমরা কত বড় অন্ধ।।

(৫) প্রায় আট দশ বৎসর হইতে মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেব (রঃ) আমাদের পাঁচবিবিতে প্রতি বৎসরই একবার শুভাগমন করিতেন। তিনি যে বৎসর এন্তেকাল করেন, সেবারও তাঁহাকে লওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কিছুতেই উহা সম্ভবপর

হইয়া উঠে নাই। অবশেষে তাঁহার এন্তেকালের কিছুদিন পরে আমার চাচা শ্বশুর জনাব মোঃ ফয়েজউদ্দীন ছাহেব তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিলে তিনি বলেন যে, "মহব্বতপুরী ছাহেব আমাকে দাওয়াৎ দেওয়ার জন্য অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, আমি নিতান্ত ব্যস্ততা ও অসুস্ততার জন্য পার্থিব জীবনে তাঁহার দাওয়াৎ স্বীকার করিবার অবকাশ পাই নাই। আগামী ৬ই ফাল্গুন, সোমবার, তাঁহার দিন দিলাম, আপনি তাঁহাকে বলিয়া দিবেন।" অতঃপর, এই স্বপ্নপ্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট তারিখে একটি ওয়াজ মহফিলের আয়োজন করি। এই মহফিলে হুজুরের বৰ্ত্তমান একমাত্র ছাহেবজাদা মৌঃ মোঃ আবদুল মাজেদ ছাহেব ও বৰ্ত্তমান ছাজ্জাদানশীন পীর, বঙ্গ -বিখ্যাত আলেম ও এছলাম প্রচারক জনাব মাওলানা মোহাম্মদ ময়জ্জদ্দীন হামিদী ছাহেব শুভাগমণ করেন। সভা অন্তে শেষ রাত্রীতে জনাব মাওলানা হামিদী ছাহেব আমাকে বলেন, "আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম যে, মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেব (রঃ) আপনার এই সভার ষ্টেজে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিতেছেন।" অনন্তর তিনি আরও বলেন—"আমার অনেক সভাতেই তাঁহাকে আমি এইরূপে দেখিতে পাইয়া থাকি।"

(৬) গত আশ্বিন মাসে তিলকপুরের মৌঃ হাজী মোঃ আবদুর রহমান নূরনগরী ছাহেব হুজুরের গোর জেয়ারতের জন্য বশীরহাটে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে স্বরূপ নগর ষ্টেশনে জিনিষ-পত্রাদিসহ তাঁহার সুটকেসটী হারাইয়া যায়। তিনি নিতান্ত ক্ষুন্নমনে হুজুরের গোর জেয়ারত কালে উহা পওয়ার জন্য তাঁহার রুহনী দোওয়া কামনা করেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি অতি আশ্চৰ্য্যভাবে উহা ফেরৎ পাইয়াছেন।

(৭) বগুড়া সদরের দুই মাইল দক্ষিণে পগুগ্রামের জনৈক মৌলবী ছাহেব বলেন যে,—"আমি রংপুরে চাকুরী করিবার সময় হজরত মাওলানা ছাহেব একটী সভায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি অজু করিবার সময় বলিতেছিলেন—"আপনাদের দেশের

ভেন্‌লামুখী ইক্ষু নাকি খুব নরম ও সুস্বাদ।'' তাঁহার অজু করা শেষ না হইতেই দেখি যে, একব্যক্তি তাঁহাকে দেওয়ার জন্য উক্ত প্রকার কিছু ইক্ষু লইয়া আসিয়াছেন। খাইতে বসিয়া তিনি বলিলেন, ''আমি কাগজী লেবু খাইয়া থাকি, কিন্তু আজ আমার নিকটে একটীও লেবু নাই।'' এমন সময় দেখি যে, এক ব্যক্তি কয়েকটী লেবু লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা পূরণের জন্য দৈব কেন যে এরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তবে আমরা জানি যে ইহাই বলে বাক্‌সিদ্ধ (مستجاب الدعواة) অলিআল্লাহ।

(৮) তাঁহার সুমধুর চিত্তার্যক ওয়াজ নছিহত শুনিয়া লক্ষ্য লোক 'হেদায়েত' হইয়াছেন, তেমনই একটী মাত্র ফুৎকারে অথবা সহস্র দুরারোগ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

(৯) তাঁহার ওয়াজ নছিহতের এমনই একটী বৈশিষ্ট্য ছিল যে, যখন তিনি ওয়াজ নছিহত আরম্ভ করিতেন, তখন যে পশু-পক্ষী ও বৃক্ষের পাতা হইয়া নীরব হইয়া যাইত। সহস্র লোকের মধ্যে একটী টু শব্দ শুনাও দূরের কথা, তাঁহাদের নড়াচড়া বা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও যেন শুনা যাইত না, অথচ শ্রোতৃমণ্ডলীর চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত। তাঁহার 'এলহানে দাউদী' যেন শ্রোতৃমণ্ডলীর মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইত। তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিয়া ওয়াজ নছিহত করিতেন না, অথচ বেদয়াতী বেসরাদের সাক্ষাৎ আজরাইল ছিলেন। কোন মক্তব মাদ্রাসাহ বা প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা চাহিলে, পকেটের টাকা পয়সা তো অতি দূরের কথা, গায়ের কাপড় চোপড় অলঙ্কার পত্র, ক্ষেত শস্য ও বিষয় সম্পত্তি পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে লোকে দান করিয়া ফেলিত। এই প্রকারে তিনি শত সহস্র মক্তব মাদ্রাসাহ, বাংলা আসামের বুকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বহু মক্তব মাদ্রাসার সভা তিনি বিনা খরচে করিয়া গিয়াছেন। কোনরূপ টাকা পয়সার চুক্তি করিয়া কোন সভা করিয়াছেন অথচ চাঁদা উঠাইয়াছেন বলিয়া কেহ

প্রমাণ দিতে পারিবেন না। তিনি কোন বড়লোক বা অত্যাচারীর 'পরওয়া' ও করিতেন না। উপস্থিত সভাতেই জিজ্ঞাস্য মছলা-মাছাএলের উত্তর অনর্গল বলিয়া দিতেন। তিনি একজন সুদক্ষ রাজ-নীতিবিদও ছিলেন। কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট ও কৃষক প্রজাপাটি যখনই ভুলভ্রান্তি করিয়াছে, অথবা বিপথে চালিত হইয়াছে ফুরফুরার আলা হজরত পীর ছাহেব কেবলার (রঃ) সহযোগীতায় তিনি তখনই তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। অবশেযে তিনি 'মোসলেম লীগে' যোগদান করতঃ উহা প্রচার করিতে থাকেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের তিনি ছিলেন সুযোগ্য সহকারী সভাপতি। অনন্তর যখন তিনি প্রস্তাব করেন যে, "বাংলা আসামের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের পীর, ফুরফুরা শরীফের আ'লা হজরত পীর ছাহেব কেবলার বড় ছাহেবজাদা, জনাব হজরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী ছাহেবকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি করা হউক।" তখন তাঁহার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, তিনি তদীয় সহকারীর পদ প্রত্যাখ্যান করেন ও কতিপয় লীগ কর্ণধারের শরিয়ত-বিরুদ্ধ কার্য্যাদির তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করেন। এমতাবস্থায় তাঁহার পরপারের ডাক আসায়, তিনি বাংলা আসামের মুসলমানদের এই জীবনমরণ সন্দিক্ষণে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। মুমুর্ষকালেও তিনি এছলাম ও মুছলমানদের কথা ভুলিতে পারেন নাই, তাই যে রাত্রিতে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, সেই রাত্রিরও প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত জনাব মৌঃ আবদুল হাকিম সাহেবের নিকট তাঁহার অন্তরের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

(১০) তিনি স্বপ্নযোগে হজরত এমাম আবু হানিফা (রঃ) ও জেয়ারতকালে উম্মহাতুল মো'মেনীন হজরত খাদীজাতুল কোবরার (রাঃ) সহিত মোলকাত লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। জেলা পাবনা, পোঃ দোগাছি মনোহরপুর নিবাসী অফির মোহাম্মদ সুফী সাহেব স্বয়ং রছুলোল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেন। ইহাতে খোদ রছুলোল্লাহ (ছাঃ) তাঁহাকে নিজের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মঙ্গলকোটের পীর হামীদ বাঙ্গালী ছাহেব (রঃ) তাঁহাকে 'মোজাদ্দেদ' বলিয়া প্রচার করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্তিমের পথে মাওলানা ছাহেব

"বেদনার রঙে মরমের খুনে,
রেঙেছে অসীমাকাশ।
ব্যথার বারিধি মাথিয়া উঠেছে,
করুণ হাহা শ্বাস।।

অতঃপর জনাব মাওলানা ছাহেব নিজ স্বাস্থ্যের চিকিৎসার নির্মিত্ত তিনি কলিকাতায় স্থাপন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকেন। এই ব্যাপারে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহাকুমার তালা থানা ও উক্ত গ্রামের অধিবাসী, অবিভক্ত বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের তদানীন্তন ডেপুটি স্পীকার, সর্ব্বজন পরিচিত মিঃ জালালুদ্দীন হাশেমী মরহুম ছাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কলিকাতার সুবিখ্যাত স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের নিকট তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী জনাব মৌলভী আবুল কাছেম ফজলুল হক ছাহেবের পার্কসার্কাসস্থিত ঝাউতলা রোডে তাঁহার কন্যার একটি দ্বিতল বাটিতে মাওলানা ছাহেবের চিকিৎসার জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় তাঁহাকে যথারীতি চিকিৎসা করিতে থাকেন। কলিকাতা মহানগরীর ও মফঃস্বল হইতে তাঁহার অজস্র ভক্ত ও মুরীদান তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বাহ্যিকভাবে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহাতে মনে হইতেছিল, যেন তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার পুত্র মৌলভী আবদুল মাজেদ ছাহেব নিজেই বলিয়াছেন,—"আমি বাপজানের এন্তেকালের ৪ দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত দেখা করি, তাহাতে আমি বুঝিলাম তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমান্বয়ে ভালর দিকেই যাইতেছে। মৌলভী আব্দুল হাকিম ছাহেবের মুখে আমি শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন, জনাব মওলানা ছাহেবের অবস্থা জানিবার জন্য আমি প্রায়ই ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট হইতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। ১৩৫২ সালের ১৫ই কার্ত্তিক রাত প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত অনেক কিছু আলাপ-আলোচনা করি। তিনি আমাকে বলিলেন, "মৌলভী ছাহেব। মাওলানা হামিদী ছাহেব বাটীতে আছেন কি মফঃস্বলে আছেন জানিনা, আপনি এখনই তাঁহাকে

আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিন।'' রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না ইহা আমি স্বপ্নেও বুঝিতে পারি নাই। আমি বলিয়াছিলাম, ''আপনি আল্লাহর ফজলে সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। মওলানা হামিদী ছাহেবের নিকট অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া টেলিগ্রাম করিয়া লাভ কি? আমি কল্যাই তাঁহাকে এখানে আসার জন্য একখানা পত্র দিব— ইত্যাদি।'' মওলানা ছাহেবের কলিকাতা থাকাকালীন খুলনা জেলারছুফী মোহাম্মদ ফজলল করিম ছাহেব, ত্রিপুরা জেলার কাজি তমিজদ্দীন ও খুলনা মাছিআড়া নিবাসী জনৈক কাজি ছাহেব তাঁহার খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের এই প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে, জনাব মওলানা ছাহেব এই অসুস্থতার ভিতরে একটি ওয়াক্তেরও নামাজ ও অজিফা তিনি কাজা করেন নাই। ১৩৫২ সালের ১৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার রাত্রি বারটার পর তাহাজ্জুদের নামাজ শেষ করিয়া আবার শয্যাগ্রহণ করিলেন। প্রেমিক যেমন তাহার প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইবার জন্য কত না আগ্রহ প্রকাশ করে— জনাব মওলানা ছাহেবও তাঁহার প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইবার জন্য তদ্রূপ আকুলী ব্যাকুলী করিতেছিলেন। চক্ষুতে তাঁহার নিদ্রা ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ছুফী ফজলল করিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নামাজের ওয়াক্ত হইয়াছে কি?

ছুফী ছাহেব বলিলেন—না, ''এখনও হয় নাই, ঘড়ীতে মাত্র তিনটা বাজিয়াছে।'' তিনি আবার নিদ্রিত হইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না, আবার কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন— ''ছুফী ছাহেব। নামাজের ওয়াক্ত হইয়াছে কি?'' ছুফী ছাহেব বলিলেন— ''হাঁ, হুজুর এবার ফজরের নামাজের আউয়াল ওয়াক্ত হইয়াছে।'' হুজুর বলিলেন—''আমার তায়াম্মুমের মাটী দাও।'' ছুফী ছাহেব তায়াম্মুমের মাটি দিয়া বলিলেন—''হুজুর! আমিও আপনার সঙ্গে নামাজ পড়িব।'' তিনি বলিলেন—''না, তুমি মাছজেদে গিয়া নামাজ পড়।''

আমি তাঁহার কথামত নিকটস্থ মাছজেদে নামাজ পড়িতে চলিলাম। জনাব মাওলানা ছাহেব তায়াম্মুম করিয়া ফজরের নামাজ সমাধা করিয়া তছবিহ্ হস্তে লইয়া স্বীয় দেহ বস্ত্রাবৃত করতঃ অজিফা পড়িতে পড়িতে চির নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন।

ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন

ছুফী ছাহেব ফজরের নামাজ সমাপ্ত করিয়া মাওলানা ছাহেবের কামরায় আসিয়া দেখেন, তিনি তছবিহ্ হস্তে করিয়া বস্ত্রাবৃত অবস্থায় যেন অজিফা পাঠ করিতেছেন। বহুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহার কোন নড়ন-চড়ন না দেখিয়া সন্দেহ হওয়ায়, তাঁহার পবিত্র দেহে হস্ত স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রাণ-বিহঙ্গ দেহ-পিঞ্জর হইতে বহু পূর্ব্বে উড়িয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে জনাব মাওলানা ছাহেবের ওফাতের সংবাদ বিদ্যুৎ-বেগে সমগ্র কলিকাতা মহানগরী ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

কলিকাতায় জানাজার নামাজ পাঠ

সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ফুরফুরা শরীফের মধ্যম পীর জাদা জমিয়তে-ওলামায়ে-বাংলার সুযোগ্য মুফ্‌তী জনাব হজরত মওলানা শাহ ছুফী মোহাম্মদ আবু জাফর অজিহুদ্দীন মোজতবা ছাহেব কলিকাতা ১১নং মার্কেট ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিও এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি মরহুম মাওলানা ছাহেবকে দেখিতে আসেন। মৌলভী আবদুল হাকিম ছাহেব তাঁহাকে জানাজার নামাজ পড়িতে অনুরোধ করায় তিনি আগ্রহ সহকারে উহা স্বীকার করেন। অতঃপর তিনি বেলা আন্দাজ ১১টার সময় তাঁহার জানাজার নামাজ আদায় করিয়া দেন। এত অল্প সময়ের মধ্যেও জানাজার নামাজের সময় সহস্রাধিক লোক জানাজাহের নামাজে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার বেলা প্রায় ২টার সময় তাঁহর লাশ-মোবারক বশিরহাটে আনীত হইলে, সমগ্র বশিরহাটে একটা শোকের ছায়া জমাট বাঁধিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে সমগ্র বশিরহাটের স্কুল, মাদ্রাছা, হাট, বাজার ও দোকান-পাট সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়। সমগ্র বশিরহাট আজ বিষাদ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। গোটা পৃথিবীটা

যেন বিষধর ভূজঙ্গের ন্যায় সমগ্র বশিরহাট ও খুলনাবাসীকে দংশন করিতেছে। আকাশ যেন পাহাড়ের মত বশিরহাটকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। বশিরহাটের ফুটন্ত বস্‌রাই গোলাব—যাহা এতদিনে সমগ্র হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান ও উহার বাহিরেও তাহার সুগন্ধ বিস্তার করিতেছিল, কালের করাল ঝটীকাঘাতে আজ তাহা বৃন্তচ্যুত হইল।

সূক্ষ্মশরীরী ফেরেশতা ও অদৃশ্য-আত্মা সকল বশিরহাট ময়দানে উপস্থিত হইয়া অদৃশ্যভাবে অশ্রুপাতও মহামানবের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জানাইবার জন্য দলে দলে আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। সসাগরা বসুধা প্রকম্পিতা হইয়া যেন বশিরহাটের বুকে মহা প্রলয়ের সূচনা করিয়া দিল। কল্লোদিলী ইছামতী শোকে মুহ্যমান হইয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন উজান বহিতেছিল, বৃক্ষ, লতা-পাতা ও টাউনের অট্টালিকা সমূহ যেন শহীদানে কারবালার খুনের মত লাল বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। গগনমার্গে বিচরণশীল মেঘ-কদম্বও শোকে অভিভূত হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া যেন রক্ত-ভ্রকুটী প্রকাশ করিতেছিল। সমগ্র বশিরহাটের বুকে মাতমের রোল পড়িয়া গেল। এই মৰ্ম্মবিদারী অবস্থা দেখিয়া মরিচীমালী যেন ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল।

অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। নীরব ও নিস্তব্ধ বশিরহাট ভূমির ভৈরবী মূর্ত্তি যেন গোরস্তানের ঘ্রাণ লইয়া মানব জীবনের অস্থায়ীত্ব ঘোষণা করিতেছিল। হায় রূহল আমিন। তুমি আজ তোমার অযুত ভক্তদিগকে অকুল শোকসাগরে ভাসাইয়া কোন্ অজানা অচেনা পথের যাত্রী সাজিয়াছ? তাই আজ তাঁহার চির বিদায়ের বেদনা-জড়িত শোক-বাসরে তাঁহার পূণ্য স্মৃতি স্মরণ করিয়া কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"তোমার অভাবে সমাজ তরণী
ঐ যে ডুবিয়া যায়।
হায় এ অকুলে আজিকে আমরা
উঠিব কাহার নায়?
কোন আশা নাহি আর—
চারিদিকে হ'তে ঘণায়ে আসিছে
মরণ-অন্ধকার।"

আজ ১৭ই কার্ত্তিক শনিবার। ভোর বেলা আমি ফজরের নামাজাদি সাঙ্গ করিয়া সাইকেলে চড়িয়া কলারোয়ায় আসিয়া ডাকের কাজ করিতেছি—এমনই সময়ে জৈনক হিন্দু যুবক সাইকেলে আসিয়া আমাকে বলিল,—"মাওলানা হামিদী ছাহেব কে? তাঁহার ছাপাখানা ঘর কোনটী? তিনি কোথায় আছেন?" আমি বলিলাম,—"আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন?" তিনি বলিলেন—তাঁহার একটী টেলিগ্রাম আছে, আমি এখান হইতে ১১ মাইল ধূরে সাতক্ষীরা সাব পোষ্টাফিস হইতে আসিয়াছি।" টেলিগ্রামখানি দেখিয়া আমি মনে মনে ধারণা করিলাম—উত্তরবঙ্গ হইতে হয়ত কোন দাওয়াতের টেলিগ্রাম আসিয়া থাকিবে। উক্ত টেলিগ্রাম নিম্ন লিখিত রূপ মন্তব্য ছিল ঃ— "মাওলানা হামিদী ছাহেব, হামিদপুর, কলারোয়া, খুলনা। মাওলানা রূহল আমিন ছাহেব এন্তেকাল করিয়াছেন, শীঘ্রই আসুন।

—মোহাঃ আব্দুল মাজেদ"

কিন্তু হায়! কি বলিব! টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া আমার মাথায় যেন সপ্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। হাতের কলম হাত হইতে যে কখন পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার কিছুই বলিতে পারি না। তাড়াতাড়ি প্রেস গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া এই টেলিগ্রামখানি কলারোয়া বাজারে বহু লোককে দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাজারে একটা বিষাদের করাল ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাটীতে চলিলাম। বাটীতে গিয়া এই নিদারুণ সংবাদ প্রচার করা মাত্র আমার আহলিয়া

ছাহেবা গভীর শোকে অভিভূতা হইলেন। আমি আর কোন দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া সাইকেলযোগে বশিরহাটে উর্দ্ধশ্বাসে রওয়ানা হইলাম। বাটী হইতে তেরো মাইল দূরে সাতক্ষীরা টাউনে জেলা বোর্ডের রাস্তার ধারে বন্ধুবর ডাক্তার মাহতাব উদ্দীন ছাহেবের সঙ্গে দেখা হইল, তিনিও বশিরহাটের অধিবাসী। এক সময়ে তিনি খুলনা জেলা-বোডের অধীনে থাকিয়া কয়েক বৎসর ডাক্তারী করিয়াছিলেন। এখন তিনি স্বাধীনভাবেই সাতক্ষীরায় ডাক্তারী করিতেছেন। ডাক্তার ছাহেব বেশ সমাজ হিতৈষী নামাজী ও মোছল্লী-মোত্তাকীধরণের লোক। তিনি "হজব্রত" ও উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

যাহা হউক, ডাক্তার ছাহেব আমাকে বলিলেন,— "জনাব মাওলানা ছাহেব গত কল্য ভোর বেলা কলিকাতায় এন্তেকাল করিয়াছেন এবং তাঁহার লাশ-মোবারাক অনুমান বেলা ২টা বা ৩টা সময় বশিরহাটে আনীত হইয়াছে।" আমি বলিলাম—"ডাক্তার ছাহেব। আমি তাঁহার জানাজায় শরীক হইতে পারিব কিনা?" ডাক্তার ছাহেব বলিলেন— "অনুমান হয় যে, তাঁহার জানাজাহের নামাজ এখনও সম্পন্ন হয় নাই, আপনি খুব জোরে সাইকেল চালাইয়া যান, জানাজায় শরীক হইতে পারিবেন।" পাঠক! সাতক্ষীরা হইতে বশিরহাট তখনও ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি তাঁহার জানাজায় শরীক হইব বলিয়া এই চৌদ্দ মাইল রাস্তা সাইকেল যোগে যে কি ভাবে আসিয়াছিলাম, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি এখন তাহার উত্তর দিতে পারিব না।

যাহা হউক, আমি এই অবস্থায় বশিরহাট শাহী-মাছজেদে আসিয়া জোহরের নামাজ সমাপ্ত করিয়া অতি কষ্টে বশিরহাটের যেখানে তাঁহার লাশ মোবারক আনীত হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি প্রায় ৫/৬ হাজার লোক এই মহামানবের জানাজায় শরীক হইয়া শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। আমি উন্মাদের মত তাঁহার লাশ মোবারকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি—

এছলামের এই ঝাণ্ডাবাহী বীর সেনাপতি রণক্লান্ত সৈনিকের ন্যায় যেন গভীর নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। আমি আর

অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। উপস্থিত জনমণ্ডলী ও সমগ্র বশিরহাট টাউনবাসী আজ বিযাদ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। এ বিষাদময় দৃশ্য যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন— এক মাত্র তিনি ব্যতীত লেখনী দ্বারা এ চিত্র অঙ্কন করিবার শক্তি আমার ন্যায় অযোগ্য ও অধম লেখকের নাই।

বশিরহাটে দ্বিতীয়বার জানাজার নামাজ পাঠ

উপরোক্ত বিরাট জন সমুর্দ্রের মধ্য হইতে পুনরায় তাঁহার জানাজার নামাজ পাঠের প্রস্তাব উত্থিত হয়, ঐ সময়ে কলিকাতা হইতে মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ছাহেবও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় একবার তাঁহার জানাজার নামাজ পাঠ করা হইয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয়বার তাঁহার জানাজার নামাজ পাঠ করা জায়েজ হইবে কিনা, ইহা লইয়া প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা মৌলানা মোহাম্মদ রূহল কুদ্দুছ ছাহেব ও আমি বলিলাম—"কলিকাতায় যখন তাঁহার জানাজার নামাজ পাঠ করা হইয়াছিল, তখন তাঁহার পুত্র অথবা ভ্রাতা কেহ উপস্থিত থাকিয়া সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন কিনা?" সকলেই বলিলেন, "না, তখন তাঁহারা কেহই তথায় উপস্থিত ছিলেন না।" অতঃপর তাঁহার পুত্র মৌলভী আবদুল মাজেদকে ডাকাইয়া ও তাঁহার সম্মতি লইয়া তাঁহার জানাজার নামাজ পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। জনাব মাওলানা ছাহেবের স্বগোত্রের বহু বিশিষ্ট লোক আমাকে জানাজার নামাজ পড়াইবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম, "তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা যখন বর্ত্তমান আছেন, তখন তিনি পড়ালেই তো ভাল হয়, অতঃপর জনাব মাওলানা রূহল কুদ্দুছ ছাহেবেই জানাজার নামাজের এমামতি করিবেন বলিয়া স্থিরকৃত হইল।

ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা

অতঃপর জনাব মাওলানা রূহল কুদ্দুস ছাহেব তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, "যদি তোমার পিতার নিকট কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে,

তাহা তুমি শোধ করিতে স্বীকৃত আছ কিনা?” মওলবী আবুল মাজেদ ছাহেব বলিলেন, “হাঁ, আমার পিতার নিকটে যদি কাহারও কিছু দাবী থাকে তাহা আমিই পরিশোধ করিব, আপনি আমার ওয়ালেদ মরহুমের জানাজার নামাজ পাঠ করাইয়া দিন।”

গদ্দীনশীনের প্রশ্ন

বলা বাহুল্য, এই সময় জনাব মাওলানা রূহল কুদ্দুছ ছাহেব বলেন, মাওলানা ছাহেবের তিরোধানের পর কে তাঁহার গদ্দীনশীন বা স্থলাভিষিক্ত হইবেন—সৰ্ব্ব প্রথমে এই সমস্যার সমাধান করা হউক, এই সময়ে নানা মুনির নানা মত দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন মওলবী আব্দুল হাকিম ছাহেব। তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।

“উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলী। আপনারা আমার ছালাম গ্রহণ করুন। অতঃপর মরহুম মাওলানা ছাহেবের গদ্দীনশীন যে হইবেন, তৎসম্বন্ধে আমি আপনাদের সমক্ষে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, সমগ্র বঙ্গ আসামে তাঁহার বহু লক্ষ মুরিদ ও অসংখ্য আলেম খলীফা বৰ্ত্তমান আছেন। তাঁহারা এখানে কেহই নাই। এখন যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা বড় জোর ২৪ পরগণা জেলার বশিরহাট ও বারাসাত মহকুমার অধীবাসী ব্যতীত আর কেহই উপস্থিত নাই?” সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাঁহার গদ্দীনশীন নিৰ্ব্বাচন করা ঠিক হইবে না। আগামী ১৭/১৮/১৯শে ফাল্গুন তারিখে যখন বশিরহাটের ঈছালে ছওয়াবের মাহফেলে সমস্ত বঙ্গ আসাম হইতে অসংখ্য মুরিদান ও আলেম খলিফা উপস্থিত হইবেন, তখন তাঁহাদের নিৰ্ব্বাচনে গদ্দীনশীন ঠিক করা সমীচীন হইবে। এখন তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। আর নিতান্তই যদি কাহাকেও গদ্দী নশীন করিতে চান, তাহা বড় জোর অস্থায়ী ভাবে কাহাকেও করিতে পারেন।”

এই প্রস্তাব সকলেই একমত হইয়া মৌঃ রূহল কুদ্দুছ ছাহেবকেই অস্থায়ী গদ্দীনশীন করাই স্থিরীকৃত হইল।*

অতঃপর মৌঃ রূহল কুদ্দুছ ছাহেব আমিনীয়া মাদ্রাছা প্রাঙ্গণেই তাঁহার মরহুম ভ্রাতার জানাজার নামাজ পাঠ করাইয়া দেন।

(ক) অতঃপর ১৩৫২ সালের ১৮ই ফাল্গুন শনিবার বেলা আন্দাজ ১১টার সময় বশিরহাট ঈছালে ছওয়াবের মাহফেলে কাহাকে গদ্দীনশীন করা হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচিত হয়। উক্ত সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে মরহুম হুজুরের পরম ভক্ত ত্রিপুরা মহামায়া নিবাসী জনাব মুন্‌শী মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ পাটওয়ারী ছাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর, সর্ব্ব প্রথমে বশিরহাট আমিনীয়া মাদ্রাছার তদানীন্তন হেড মৌলভী জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল খালেক (নোয়াখালী) ছাহেব বলেন ঃ—

"আমি আজ ১৪/১৫ বৎসর যাবৎ হুজুরের বাটীতে থাকিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেছি। বষাকালে তিনি যখন বাটীতে অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার বার্দ্ধক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ স্থলাভিষিক্ত কে হইবেন, তৎসম্বন্ধে আমি বহুবার তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছি। তিনি তাঁহার উত্তরে সর্ব্বদাই বলিতেন— "মাওলানা হামিদী ছাহেব ব্যতীত আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।" সুতরাং আমি তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া জনাব মাওলানা হামিদী ছাহেবকেই গদ্দীনশীন করার প্রস্তাব করিতেছি।"

প্রস্তাবটী ২৪ পরগণা বশিরহাট রাজাপুর নিবাসী জনাব মুন্‌শী মোহাম্মদ রাহাতুল্ল ছাহেব সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গেই উহা সর্ব্বসাধারণ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই প্রসঙ্গে জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মোহীত মুর্শিদাবাদী, জনাব মাওলানা তমিজুদ্দিন, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ বোরহানুদ্দীন, জনাব মাওলানা আবদুল জব্বার মাওলানা লোকমান আহমদ প্রমুখ বিভিন্ন জেলার বহু গণ্যমান্য আলেম, মাওলানা আবদুল খালেক ছাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। মাত্র দুইজন ভদ্র লোক ব্যতীত সভাস্থ ৩০/৪০ হাজার মোছলমান সকলেই জনাব মাওলানা আবদুল খালেক ছাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। এমন কি অন্দর মহল হইতেও পরম শ্রদ্ধেয়া পীর আম্মা ছাহেবা ও তস্য ছাহেবজাদা জনাব মেলভী আবদুল। মাজেদ ছাহেবও জনাব মাওলানা হামিদী ছাহেবকেই গদ্দীনশীন পদে মনোনীত করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে মরহুম হুজুরের স্মৃতি প্রিয় ভক্ত জনাব ছুফী মোহাম্মদ ফজলল করিম সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি গত রাত্রি পশ্চিম পাড়ার মাছজেদেই নিশাযাপন করিয়াছিলাম, শেষ রাত্রি আমি স্বপ্নে দেখিতেছি যে, হুজুর আমাকে বলিলেন—"মাওলানা হামিদী সাহেবকেই যেন গদ্দীনশীন করা হয়।"

ইহা শুনিয়া সভাস্থ জনমণ্ডলী বিপুল তকবীর ধ্বনির পর সকলেই পরমানন্দে জনাব ম্যাওলানা, হামিদী সাহেবের হস্তে "বয়রত" গ্রহণ করেন। —প্রকাশক

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

লাশ মোবারক দাফন করার নিমিত্ত বাটীতে আনয়ন

অতঃপর তাঁহার লাশ মোবারক খাটীয়ায় করিয়া তাঁহার নিজ বাটীতে আনয়ন করা হইলে অগণিত বিরাট জন-সমুদ্র অশ্রু সজল নেত্রে এই মহামানবের দফন কার্য্যের নিমিত্ত পঙ্গ পালের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটীতে থাকে। ১৭ই কার্ত্তিক (১৩৫২ সাল) অপরাহ্ন প্রায় চারি ঘটিকার সময় তাঁহার লাশ মোবারকের দফন ক্রিয়া সমাধা করা হয়। এই সময়ে তাঁহার বাটিতে যে বিরাট "মাতম রোল" পড়িয়াছিল, তাহা বোধ হয় আল্লাহর অরশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল। জাতি-ধৰ্ম্ম নিব্বিশেষে পথে, ঘাটে, রেলে, যে যেখানে ছিল সেই অবস্থায় পরম কারুনিক। বিশ্ব-পালকের দরবারে হস্ত উঠাইয়া তাঁহার পারলৌকিক আত্মার সদ্‌গতির জন্য কল্যাণ কামনা করিয়াছিল।

সমগ্র বশিরহাট আজ গভীর শোকে মুহ্যমান। বশিরহাটের বুকে সেই দিনকার এই "কেয়ামতে ছোগরা" যিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তিনি ব্যতীত অপরকে ইহা বুঝানো অসম্ভব।

যাও রূহল আমিন। জীবনের এই গোধুলী লগ্নে তোমাকে ধরিয়া রাখার ক্ষমতা আমাদের নাই। বেহেশতের রেজওয়ান ঐ যে তোমার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ যে বেহেশতের হুরবালাগণ হাতছানী দিয়া তোমাকে ডাকিতেছে। তুমি যাও, মনের আনন্দে তোমার প্রিয় মা'বুদের দরবারে—তোমার সত্যকার প্রেমাস্পদের দরবারে যাইয়া উপস্থিত হও, মহান্ এছলামের খেদমতের জন্য পথে, ঘাটে, রেলে, ষ্টিমারে একদিনও তোমাকে শান্তির সহিত বিশ্রাম করিতে দেখি নাই। অভাগা দেশের জন্য জন্য এই পাপতাপদগ্ধ ধরিত্রীর বুকে কেবল জ্বালা-যন্ত্রণার বোঝা বহিয়াই তুমি সারা হইয়াছ। জীবনে সুখ-শান্তি ভোগ করা তোমার ভাগ্যে

ঘটিয়া উঠিয়াছিল না। তোমার জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের আজ পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে তাই মাবুদ বড় সাধ করিয়া আজ তোমাকে নিজের দরবারে ডাকিয়া লইয়াছেন। আজ তুমি নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর ধামে গমন করিয়াছ। আশা করি, সেই অমর পুরী বাগে এরমের সুধা স্নিগ্ধ ছায়ায় তোমার ব্যবহৃত হৃদয়ের সকল তাপ, সকল জালা জুড়াইয়াছে। জানি না, এখন আমাদের কথা জীবনের পরপারে বসিয়া তোমার মানস্ পটে উদিত হয় কিনা? আমরা কিন্তু আজিও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই, আর জীবনে পারিব বলিয়াও মনে হয় না। এই যে ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ ইহা সেই আঘাতের ফল। জীবনে বাঁচিয়া থাকা কালীন তুমি সমাজের বহু দাবী পূরণ করিয়া গিয়াছ, আজ তুমি জীবন সমুদ্রের পরপারে জনমের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছ কিন্তু তোমার নিকট আমাদের একটী মাত্র দাবী—

কেয়ামতে ভীষণ দিবসে

তুমি যেন আমাদিগকে ভুলিও না। আজ কবির ভাষায় তোমাকে শেষ বিদায় দিয়া বলিতেছি ঃ—

"এনেছিলে সঙ্গে করি
মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন সংবাদ পত্রের অভিমত

মাওলানা রূহল আমিন—কলিকাতা "মাদ্রাছায়ে আলীয়ার" শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত মাদ্রাছার ইতিহাসে গত দেড়শত বৎসর কালের মধ্যে যে দুই বা তিন জন আলেম তাঁহাদের 'এল্‌মিয়তে'র জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, মরহুম মাওলানা রূহল আমীন ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। বাগ্মী, মোহাদ্দেছ ও মোফাছ্-ছেররূপে তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর মত অক্লান্তকর্ম্মী আলেম অধুনা অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি কয়েকখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। মাত্র তেষট্টি বৎসর বয়সেই তিনি ইহ-লীলা সংবরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের গভীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁর পরলোকগত আত্মা শান্তি-লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

—সাঃ মোহাম্মদী ২৩শে কার্ত্তিক ১৩৫২ সাল

মাওলানা রূহল আমিন ছাহেবের মহাপ্রয়াণে

(মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ, বেদকাশী-খুলনা)

বাঙ্গালা মায়ের কৃতী ছেলে শূণ্য করি মায়ের কোল,
দূর সাগরের পারে গেছে বঙ্গে তুলি কান্নার রোল,
কোন্ অজানা ঝঞ্চাবাতে নিব্‌লো উজল দীন-মশাল,
কার মায়াতে হইল সে আজ মানব চোখের অন্তরাল,
নীল গগনের শ্বেত চাঁদিমা আজ হয়েছে রাহুর গ্রাস,
ঝাপ দিল মার কোল থেকে সেই ছিন্ন করি বালুর পাশ,

ঝড়-ঝটিকার নৃত্য-লীলায় উপড়ে প'লো তরুর মূল,
কোন্ তপনের তাপে ঝ'রে পড়লো ফোটা বস্‌রা-গুল,
কোন্ জোয়ারের উথলে ওঠা দুকুল ছাপা জোর বানে,
পারের তরী ডুবে গেছে ইছামতীর মাঝখানে,
অঙ্গহারা পঙ্গু আজি বঙ্গবাসী মোছলমান,
কোন্ সাহসীর বজ্রাঘাতে খস্‌লে তাদের শিরস্ত্রাণ,
কার ডাকে আজ উড়ে গেছে বঙ্গবাগের বুলবুলি,
শান-পাথরে ঠুকছে মাথা হোসেনহারা দুলদুলি,
হাবিল-শোকে কেঁদেছিল আদম হাওয়া দম্পতি,
দুধের শিশু হারিয়ে কাঁদে শহরবানু হায় সতী,
আর ছাকিনা কেঁদেছিল কাসেম বিনা প্রেমরাগে,
সিরাজ শোকে লুৎফা যেমন কেঁদেছিল খোশবাগে,
সোরাব গলে ছুরি হেনে রোস্তম কেঁদে যায় গ'লে,
আজ কেঁদেছে বাঙ্গালা তেমন "রুহল আমিন" কই ব'লে,
শত্রুদিগের অত্যাচার আর বুক পাতিয়া কে-ই লবে,
মণিহারা ফণীর পারা পাগল মোছলমান সবে,
শূণ্য আসন পূর্ণ হবে কে-ইবা এমন—কার দ্বারা,
নীল আকাশের কোল থেকে ওই খসে গেছে শুকতারা,
অমৃত নিস্যন্দী বাণী শুনবো যে আর কার কাছে,
এমন সাধু কোন্ মহাজন বাঙ্গালাতে আর দুই আছে,
যাও সাধু যাও বেহেতে-পুরে তোমায় নিতে হুরবালা,
দাঁড়িয়ে আছে পথের পরে হাতে নিয়ে ফুলমালা,

—মোসলেম, ১৭/৮/৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বিয়োগ ব্যথা

(মোবারক আলী, টাকী-সৈয়দপুর)

তপনিষ্ঠ ধর্ম্মবীর—উন্নত করিয়া শির,
রেখে ছিলে আলো করি
এ বঙ্গ কুটির দ্বার।

তোমারই অবসানে, কি বিষাদের প্লাবনে,
বহাইলে দিবা নিশি
তব ভক্ত অশ্রু-ধার।

এ জনম ধন্য করি, এনেছিলে সঙ্গে করি
এ বঙ্গ-কুটির দ্বারে
তব মৃত্যু হীন প্রাণ।

জীবনের অন্তিম কালে, ভাষায়ে আঁখির জলে,
তাই বুঝি দিয়ে গেলে—
প্রেম, প্রীতির প্রতিদান।

তোমার বিয়োগে হায়! কত অশ্রু বয়ে যায়,
হায় হায়! শোক ধ্বনি,
এবে দিগন্ত ব্যাপিয়া।

বিলাপ বিষাদ কত, মন মুখে অবিরত,
শিষ্য ভক্ত প্রাণে আজি
উঠিছে যে জাগিয়া।

শত কোটি ভক্ত-প্রাণ করিলে জীবন দান
তুষিতে ব্যথিত প্রাণ
আসিবে নাক ফিরিয়া।

ভঙ্গ ভূমি করি ধন্য হইয়া দেশ বরেণ্য,
সর্ব্ব স্থান করি শূণ্য—
গেলে চলি অনন্ত ধাম।
তোমারে যাবনা ভুলে রেখে গেছ পথ খুলে,
অনুস্মরি তাই মোরা
পুরাইব মনস্কাম।

—মোসলেম, ১৭/৮/৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

পরলোকে মাওলানা রূহল আমিন
বাংলার বিশিষ্ট আলেমের এন্তেকাল

বাংলার প্রসিদ্ধ আলেম ও বাগ্মী মাওলানা রূহল আমিন ছাহেব ২রা নভেম্বর শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহ ....)।

কয়েক মাস হইতে তিনি নানা রোগে ভূগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পত্নী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

পার্কসার্কাস ময়দানে 'জানাজা' সম্পন্ন করিয়া তাঁহার মৃত্যুদেহ তাঁহার বাসস্থান বশিরহাটে লইয়া যাওয়া হয়।

মাওলানা ছাহেব বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। ২৪ পরগণা জেলার বশিরহাটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাছার একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। শামছুল ওলামা মাওলানা ছৈয়দ ওয়াছিউদ্দীন, মাওলানা ছিদ্দীক আহ্মদ প্রভৃতি তাঁহার

সহপাঠী ছিলেন। তিনি সুনামের সহিত মাদ্রাছার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তবলীগ ও এশায়াতের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

মাওলানা ছাহেব 'হানাফী' 'মোসলেম' "ছুন্নত-আল-জামায়াত" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তা'ছাড়া তিনি তবলীগ ও এশায়াত সম্পর্কেও বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। মছায়েলে শরয়িয়া সম্পর্কীয় রচনাসমূহ ব্যতীত তিনি কোরআন মজীদের আমপারার তফ্ছীর লিখিয়াছেন। "রদ্দে কাদিয়ানী" তাঁহার একখানা প্রসিদ্ধ পুস্তক। তাঁহার এন্তেকালে বাংলাদেশ একজন বিশিষ্ট আলেম হারাইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনদের শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং আল্লাহর দরগাহে তাঁহার রূহের মাগ্‌ফেরাৎ কামনা করি।

—দৈনিক আজাদ, ১৭ই কাত্তিক, কলিকাতা, (১৩৫২)

পরলোকে মাওলানা রুহল আমিন

কলিকাতা, ২রা নভেম্বর—মাওলানা রূহল আমিন শুক্রবার রাত্রে মিঃ এ, কে, ফজলুল হকের বাসগৃহে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি গত কয়েক মাস যাবৎ রোগে ভূগিতেছিলেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। মাওলানার মৃত্যুদেহ বশিরহাটে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। অদ্য পার্কসার্কাস ময়দানে এক শোক-সভার অনুষ্ঠান হয়। মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, মিঃ শামসুদ্দিন আহ্‌মদ, মৌলভী আহ্‌মদ আলী, মিঃ জালালুদ্দিন হাসেমী, চৌধুরী গোলাম চৌধুরী, মাওলানা মমতাজউদ্দীন, মাওলানা হাবিবুল্লা, মাওলানা ওয়াজিহউল্লা এবং মওলভী আবদুল হাকিম প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের শোক প্রকাশ

শুক্রবার রাত্রে মাওলানা রূহল আমিন পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

আমি মাওলানা রূহল আমিনের মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত মৰ্ম্মাহত হইয়াছি। মোছলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে পীর বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে একমাত্র মোছলমানগণই যে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহা নহে। জাতির বৰ্ত্তমান সঙ্কটে তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতের বিরাট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন ও বিপুল সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় উন্নতমান ধাৰ্ম্মিক দেশপ্রেমিক ভারতে আর দ্বিতীয় পাওয়া যাইবে না।

—যুগান্তর, ১৭ই কাৰ্ত্তিক, শনিবার ১৩৫২ সাল।

নানা স্থানে শোকসভার অনুষ্ঠান

যশোহর-ভালাইপুর

মরহুম মাওলানা ছাহেবের অতুলনীয় এছলামী খেদমতের ও অমুপম প্রতিভার উল্লেখ করিয়া শোক জ্ঞাপন এক প্রস্তাব ভালাইপুর মছজিদ প্রাঙ্গণে ২৩শে কাৰ্ত্তিক তারিখের এক সভায় গৃহীত হয়।

—আল্‌কাদেরী।

ভাঙ্গড়ে শোকসভা

চব্বিশ পরগণা, ভাঙ্গড়ের কারবালা ঈদের মাঠে, বাদ ঈদের জমায়াত বিখ্যাত বক্তা মওলবী মোজাম্মেল হোছেন আল্‌কাদেরী ছাহেবের পরিচালনায় এক বিরাট শোক-সভা হয়। সভায় প্রায় চারি হাজার ধৰ্ম্মপ্রাণ মোছলমান উপস্থিত ছিলেন।

—মোঃ আকরম আলী

বারুইপুরে শোকসভা

৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে বারুইপুর আঞ্জুমানের উদ্যোগে কাছারী মছজিদ প্রাঙ্গণে প্রবীণ আলেম মাওলানা বাবর আলী ছাহেবের সভাপতিত্বে মরহুম মাওলানা ছাহেবের এক শোকসভা হয়। মাওলানা মোহাম্মদ খেজের ও মওলবী রফিকুল হাসান প্রভৃতি আলেমগণ বক্তৃতা দিয়াছেন —মোনাজাত আলী

বশিরহাটে বিরাট শোকসভা

বিগত ২৪শে কাৰ্ত্তিক শনিবার বশিরহাট আমিনীয়া ওল্ডস্কিম মাদ্রাছার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে মরহুম মাওলানা রূহল আমিন ছাহেবের একটি শোকসভা হয়।

বশিরহাটের মাননীয় এস, ডি, ও বাহাদুর ছাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত সভা হয়। সভায় মওলবী মোঃ কাসেদ আলী (ভাইস চেয়ারম্যান, বশিরহাট মিউনিসীপ্যালিটী) মাওলানা বজলুর রহমান দরগাহপুরী মাওলানা রূহল কুদ্দুছ মাওলানা আবদুল খালেক, মওলবী আইউব উল্লাহ, হাফেজ হবিবর রহমান ছাহেবান সহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রায় দুই হাজার লোক উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেলা আড়াইটা হইতে প্রায় রাত্র ৮ঘটিকা পর্যন্ত হুজুরের কৰ্ম্মময় জীবনী সম্বন্ধে বিতস্ত্ব আলোচনা হয়। —মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

কামরূপে শোকসভা

বিগত ২০শে কাৰ্ত্তিক জেলা কামরূপে বরপেটা রোডের এম, ই, স্কুল প্রাঙ্গণে স্থানীয় কৃষক-প্রজা সমিতির একটি বিরাট শোকসভা হইয়াছিল। সভায় জমিয়তে ওলামার সহ সেক্রেটারী মওলানা বজলর রহমান ছাহেব দর্গাহপুরী ও মওলবী কাসেদ আলী ছাহেব, বর্ত্তমান যুগের ইছলামিক রীতিনীতি ও প্রজাসমিতির কর্ত্তব্যাদিও কোরআন ও হাদিসের দ্বারা যুক্তিযুক্ত ভাবে বিশদ আলোচনা করেন।

—সংবাদদাতা

রংপুরে শোকসভা

বিগত ২৩শে ,কাত্তিক রোজ শুক্রবার মাদারগঞ্জ জুনিয়ার মাদ্রাছা প্রাঙ্গণে হজরত মাওলানা শাহ সুফি মোহাম্মদ রূহল আমিন (রহঃ)-এর এন্তেকালের জন্য একটি শোক-সভা হয়। সভায় কোরআন খতম, কলমাখানি ও মিলাদ পাঠ করা হয়। সভায় অনুমান দুই শত আলেম, ফাজেল, মুন্‌শী, মওলবী ও বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

—সংবাদদতা

মালদহে শোকসভা

জেলা মালদহ থানা নবাবগঞ্জের অন্তর্গত চরজোত প্রতাপ ইছলামিয়া ওল্ডস্কীম মাদ্রাছা প্রাঙ্গণে ১লা অগ্রহায়ণ শনিবার বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ আলেম মোজাদ্দেদে জামান, হাফেজুল হাদিছ ও ফকিহ মওলানা মোঃ রূহল আমিন ছাহেবের অকাল তিরোধানে তাঁহার রূহের খায়রিয়াতের জন্য মাদ্রাছার শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ ও তাঁহার বিশিষ্ট মুরীদ মোতাকেদ চৌহদ্দী পাড়া গ্রামবাসী ও অন্যান্য দেশস্থ মুরীদগণসহ একটী ঈছালে-ছওয়াবের জলসা হইয়াছে।

—আবদুল মজিদ

ত্রিপুরায় শোকসভা

কাশিপুর মাদ্রাছার ছাত্র ও মোদারেছগণ এক সভায় মরহুম মাওলানা ছাহেবের বিভিন্নমুখী প্রতিকার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ ও আত্মার মগ্‌ফেরাৎ কামনা করেন।

—মওলানা ছাইয়েদুজ জামান

ভাঙ্গড় (উড়িয়া পাড়ায়) শোকসভা

১০ নং ইউনিয়ন জমিয়তে ওলামার উদ্যোগে ২৪শে কাত্তিক মরহুম মাওলানা ছাহেবের জন্য এক শোকসভা হয়।

—মোহাঃ ছাহেব আলী

শোকজ্ঞাপক পত্রাদি

(১)

মাওলানা ছাহেবের এন্তেকালে বাস্তবিকই বাঙ্গালর আলেম শ্রেণী এবং প্রকৃত সুফী ও পরহেজগারদের আত্মায় আঘাত লাগিয়াছে। আমরা এমন একজন মোছলেম সমাজের খাদেম হারাইলাম যাহা সমগ্র বাঙ্গলায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।

—মাওলানা মোঃ ইচ্ছমাইল (ঢাকা)

(২)

জনাব মাওলানা ছাহেবের এন্তেকালে আমরাও আপনাদের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি এবং আল্লাহ পাকের দরগাহে তাঁহার আত্মার জন্য দোওয়ায়ে মঘ্ফেরাৎ কামনা করিতেছি।

—এম টি শামসুন্ নাহার ও বেগম সিদ্দিকা খাতুন।
পাকুড়িয়া (সাঁওতাল পরগণা)

(৩)

সংবাদপত্রে মাওলানা ছাহেবের এন্তেকালে সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। —ছাইয়েদ মোঃ এ, রহীম আহমদ
নাসিক (বোম্বে)

(৪)

জনাব মাওলানা ছাহেবের তিরোধানে আমি বড়ই দুঃখিত। আমি তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। —ডাঃ কে, এম, হাফেজ (শ্রীপুর, হুগলী)

(৫)

জনাব মাওলানা ছাহেবের আকস্মিক তিরোধানে বাস্তবিকই শোকে অধীর হইয়াছি। দুঃখ—ইছলামদ্রোহী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করিবে কে? আসন্ন সংগ্রামে যিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি, হায়! তিনি চলিয়া গেলেন।

—(মওলবী) সোলতান আহমদ, চাট্‌খিল, নোয়াখালী।

(৬)

তিনি নায়েবে নবী ছিলেন। এই মহাপ্রাণ আলেমের তিরোধানে দীন-ইছলামের ক্ষতি ও মোসলমান সমাজ এতীম হইল। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার আত্মার উপর শান্তিধারা বষর্ণ করুন।"

—মোঃ খবিরুদ্দিন, গোপালপুর হামিদিয়া মাদ্রাছা, রংপুর।

(৭)

"হজরত মাওলানা ছাহেবের মৃত্যুতে সারা বাঙ্গলা আজ শোকে অভিভূত। খোদাতায়ালা তাঁহার আত্মার উপর শান্তি বষর্ণ করুন।"

—মাওলানা সিরাজদ্দিন আহমদ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

(৮)

"দ্বীন ইছলামের অক্লান্ত কর্ম্মবীর, চির সত্যের কৃতী সন্তানের আকস্মিক পরলোকগমনে বাঙ্গলা আসাম একটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হারাইল। —মোঃ আবদুল আজিজ গয়ড়া।

এতদ্ব্যতীত আরও বহুস্থানের সভায় মরহুম মওলানা ছাহেবের গৌরমণ্ডিত কর্ম্মজীবনের বিভিন্নমুখী আলোচনা ও তাঁহার জন্য শোক জ্ঞাপন করা হইয়াছে। স্থানাভাবে। আমরা সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তন্মধ্যে প্রাপ্ত সভাস্থলের নাম প্রকাশ হইল মাত্র।

বিভিন্ন স্থানে শোকসভা

রংপুর ঃ— রৌমারী কেরামতিয়া জুনিয়ার মাদ্রাছা জলপাইগুড়ী —পাটকিয়া ভাঙ্গা ঈদের মাঠ, মুর্শিদাবাদ— বেলডাঙ্গা দারুল হোদা মাদ্রাছা, যশোহর-মণিরামপুর যুবক সমিতি, খুলনা—হিজালিয়া মাদ্রাছা, কলিকতা— শিমলা রোড। মোসলেম, ১৮/৭/৫২

দৈনিক নবযুগে প্রকাশিত সংবাদ

বাঙ্গলার জমিতে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ রূহল আমিন ছাহেব, মওলবী এ, কে, ফজলুল হকের

কলিকাতার বাসাবাটীতে গতকল্য শুক্রবার এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে)। এন্তেকালের সময় তাহার বয়স প্রায় ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি গত কয়েক মাস হইতে রোগে ভূগিতেছিলেন।

এন্তেকালের সময় তিনি এক পুত্র, দুই কন্যা ও বিধবা পত্নী রাখিয়া গিয়াছেন।

শুক্রবার পাক সার্কাস ময়দানে তাঁহার "জানাজা" অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে মওলবী এ, কে, ফজলুল হক, মিঃ শামসুদ্দিন আহমদ, মাওলানা আহমদ আলী, মিঃ জালালুদ্দিন হাশেমী, ঢাকার চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ, মাওলানা মমতাজুদ্দিন মাওলানা হাবিবুল্লা, মওলানা আজিহউল্লা মওলবী আবদুল হাকিম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

শুক্রবার প্রাতে যখন আমরা টেলিফোনে মওলবী ফজলুল হক ছাহেবের নিকট হইতে মাওলানা ছাহেবের এন্তেকালের সংবাদ পাইলাম, তখন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে আকস্মিক ভাবে পড়িয়া গেলে যে দশা হয়, আমাদের সেইরূপ দশা হইল। তাড়াতাড়ি গিয়া সংবাদ লইয়া জানিলাম, বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রি ১২টার পর তাঁহার সামান্য জ্বর হইয়াছিল। তিনি ভোর পাঁচ ঘটিকায় ওজু করিয়া ফজরের নামাজের অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং পৌণে ৬টার সময় ফজরের নামাজ আদায় করিয়া ও কয়েক মিনিট ওজিফা পড়িয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়েন। অল্পক্ষণ পরেই জানা গেল, তাঁহার প্রাণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই মানব জীবন। একটি ফুৎকারেই সমস্তই শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুকালে মাওলানা ছাহেবের বয়স ৬৩ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র ও দুইটি কন্যা এবং বহু আত্মীয় স্বজন ও লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরিদ রাখিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

মাওলানা রূহল আমিন একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন আলেম ছিলেন। তফছীর, হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রে

তাহার অগাধ জ্ঞান ছিল এবং সেই জ্ঞানকে তিনি কৃপণের ধনের ন্যায় হৃদয়কন্দরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া সেই জ্ঞানবর্ত্তিকা হাতে করিয়া বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমপূর্ব্বক সহস্র সহস্র পথভ্রষ্ট গোমরাহকে হেদায়াত করিয়াছেন। তাঁহার কোরআন ও হাদিছ ব্যাখ্যান শুনিয়া শেরেক-বেদআতের অন্ধকারময় গুহায় অবস্থানকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ ঈমানের আলোকপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মুছলমানের জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।....

—(মন্তব্য), দৈনিক নবযুগ ১৭/৭/৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অস্তমিত বঙ্গরবি

মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব আর নাই। বাঙ্গলার দীপ্ত সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আলেম সম্প্রদায়ের গৌরব মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে। বিগত ২রা নভেম্বর শুক্রবার ফজরের নামাজ পড়িয়া শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পবিত্র আত্মা চির বঞ্চিত অমর-ধামে প্রয়ান্ করিয়াছে। বাঙ্গলার বড় গৌরবের এবং বাঙ্গালী মোসলমানের অতি আদরের ও পরম ভক্তি শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ আধার মাওলানা ছাহেব গত শুক্রবারের সুপ্রভাতে তাঁহার স্ত্রী পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরিদানকে কাঁদাইয়া এই নশ্বর দুন্‌ইয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।—ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলাইহে রাজেউন।

মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব ২৪ পরগণা জেলার বশিরহাট সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত নারায়ণপুর, গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য-শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর, তিনি কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাছায় ভর্ত্তি হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত মাদ্রাছার একজন বিশিষ্ট মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। শামসুল ওলামা মাওলানা ছৈয়দ ওয়াসিউদ্দিন ও মওলানা ছিদ্দিক আহমদ প্রমুখ সুবিখ্যাত আলেমগণ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত

সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত করিকাতা মাদ্রাছার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাদিছ, তফছীর ও ফেকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়নে নিহত হন এবং সাধারণ মেধা ও ধীশক্তি প্রভাবে ঐ সকল শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অনন্তর তিনি দুনইয়ার ভোগ-বিলাস, সুখ-সম্পদ ও আয়েশ-আরামের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া আল্লাহ তায়ালার মনোনীত সত্যকার নায়েবে নবীর ন্যায় ধৰ্ম্ম প্রচার, সমাজ সংস্কার, এশায়াত ও তবলীগের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, এবং পাথিব জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি অচল অটলভাবে স্বীয় কৰ্ম্মজীবনের এই মহান কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

মাওলানা ছাহেব ইছলামী ধৰ্ম্মশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র কোরান, হাদিছ ও ফেকাহ শাস্ত্রের মূলমৰ্ম্ম ও নিগূঢ়-তত্ত্ব তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার এই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাঙ্গলা দেশ অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেক সময় সৰ্ব্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন আলেমগণও তাঁহার ফৎওয়া ও অভিমত প্রর্থনা করিতেন। হাজীগঞ্জের বিখ্যাত বাহাছ্ সভায় উহার সভাপতি দিল্লীর বিখ্যাত আলেম মাওলানা আহমদ সায়ীদ সাহেব এবং চৌমুহানীর ওলামা সম্মেলনে হজরত মওলানা সৈয়দ হোছেন আহমদ মাদানী ছাহেব, মওলানা রূহল আমিন ছাহেবের কোরান হাদিসের ব্যাখ্যান এবং ফেকাহ-তত্ত্বের বিশ্লেষণ শ্রবণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। মওলানা ছাহেবের এই অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য তিনি কৃপণের ধনের মত সংগোপনে লুকাইয়া রাখেন নাই। তিনি স্বীয় বক্তৃতা ও লেখনি-মুখে তাঁহার সেই জ্ঞানরাশি বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুই হাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং শের্ক-বেদায়াত ও কোফ্রী দ্বারা কলুষিত লক্ষ লক্ষ লোকের হেদায়েতের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

মাওলানা ছাহেবের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের বিশালতার বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ধর্ম্ম-প্রচার ও সমাজ সংস্কারে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিবার পর বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া তিনি সমগ্র বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন জেলায় প্রায় প্রত্যহই ধর্ম্মসভায় যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি সারা বৎসরে পূর্ণ একটি মাসও বিশ্রাম করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আবার এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পবিত্র কোরান, হাদিছ, ফেকাহ্ ও তাছাওফ সম্বন্ধে প্রায় দেড়শত কেতাব লিখিয়া উহা যথারীতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম ও শরিয়তের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি বহু বাহাছ ও মোনাজারা সভায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তিবলে সর্ব্বত্রই শত্রুদিগকে পরাস্ত ও নিস্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন। শিয়া, কাদিয়ানী ও ওহাবীরা মাওলানা ছাহেবের নাম শুনিলে থর থর করিয়া কম্পিত হইত এবং বেদাতীরা তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিলে সভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইত। তাঁহার লিখিত বাহাছের কেতাবগুলি পড়িলে তদীয় জ্ঞানের গভীরতা এবং যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা প্রদান ও গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যতীত দেশের জাতীয় আন্দোলন, সংবাদপত্র পরিচালন, মাসিকপত্র প্রচার এবং ওলামা সংগঠনেও মওলানা ছাহেবের দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার জন্যও তিনি বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেণীর মোছলমানের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অন্যায়-অত্যাচার ও শরিয়ত দ্রোহিতার বিরুদ্ধে মওলানা ছাহেব ছিলেন দীপ্ত তরবারী সদৃশ। শের্ক, বেদাত ও অনাচার, প্যাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল নির্ভয়ে জেহাদ করিয়া গিয়াছেন। কোন বিষয় ভাল বুঝিলে তিনি যেমন প্রমাণ দিয়া উহার সহিত সহযোগিতা করিতেন, তেমনি মন্দ বলিয়া জানিলে উহা তন্মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না।

মাওলানা ছাহেবের আকস্মিক তিরোধানে আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে 'মোসলেম হিতৈষী' অফিসে মওলানা ছাহেবের সহিত প্রথম পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের পরিণতি-স্বরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। তারপর "হানাফী" ও "মোসলেম" পত্রিকার সম্পাদকরূপে, "ইসলাম দর্শন" শরিয়ত" ও "ছুন্নত-অল জামায়াতে"র সহযোগীরূপে এবং "আঞ্জমনে ওয়ায়েজীন ও "জমিয়তে-ওলামায়ে বাঙ্গলার" সেক্রেটারীরূপে মওলানা সাহেবের সহিত সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরের কর্ম্ম-জীবন এক সঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছি। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে এবং নানারূপ বাধা-বিঘ্ন ও ঝড়-ঝাপ্‌টার মুখে পড়িয়াও একপথে চলিয়াছি। মতভেদ যে কখনও হয় নাই এমন নহে, কোন কোন সময় মতান্তর তীব্র হইয়াই দেখা দিয়াছে এবং উহা মনান্তর পর্য্যন্ত গিয়াও পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সে সাময়িক মাত্র। আবার যখনই দেখা হইয়াছে—তখনই প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনা হইয়াছে, তখনই তাহা মিটিয়া গিয়াছে। আবার পূর্ব্ববন্ধুত্ব প্রগাঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। কখনও তিনি আমাদিগকে নিজ মতে আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং কখনও আমরা তাঁহাকে সমতে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি। আন্তরিক সরলতা ও সদুদ্দেশ্যের জন্য আমাদের মতভেদ কখনই স্থায়ী হইতে পারে নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা মাদ্রাছা হইতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ছাত্র উচ্চ ডিগ্রি লইয়া বা শেষ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইতেছেন। কিন্তু বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গলার মোছলমানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে একটীর বেশী ফজলুল হক এবং কলিকাতা মাদ্রাছা হইতে একটীর বেশী রূহল আমিন সৃষ্টি হয় নাই। ভবিষ্যতে কত দিনে হইবে তাহাও জানি না। মরহুম মাওলানা ছাহেবের মত সরল, অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার ও উদারপ্রকৃতির আলেম আর আমরা দেখি নাই। আয়েশ-আরাম ও ভোগ-বিলাসের নিকৃষ্ট লালসা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি তাঁহার শৈসব ও কৈশোরের একমাত্র সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিনী স্ত্রীর সহিতই সারাজীবন শান্তি ও সদ্ভাবের সহিত অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার আলেম সমাজে এ আদর্শ সম্পর্ণ বিরল। আজ মাওলানা ছাহেবের কথা, তাঁহার সুমধুর প্রকৃতি, তাঁহার উদার চরিত্র ও তাঁহার স্নেহধারা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার যতই মনে পড়িতেছে, ততই অন্তর অধীর ও আকুল হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সব কথা গোছাইয়া বলিবার শক্তি আজ আমাদের নাই। তাই আজ আর অধিক কিছু না বলিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মাগ্‌ফেরাত কামনা সহ তদীয় শোকার্ত্ত স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদ্বয়ের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াই আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

—মোসলেম

ইস্‌লামের ঝাণ্ডাবাহী মহাপুরুষের কর্ম্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি

বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদীর আকস্মিক তিরোধান

বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদী—দেশবিখ্যাত বাগ্নী ও ধর্ম্মপ্রচারক এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে-ওলামার সর্ব্বজনমান্য সভাপতি মোজাদ্দেদে জামান হজরত মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ রূহল আমিন ছাহেব, গত ১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার ফজরের নামাজের অব্যবহিত পরে কলিকাতায় জনাব মওলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের ঝাউতলা রোডের বাটীতে এন্তেকাল করিয়াছেন।—"ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে-রাজেউন।"

মৃত্যুকালে মওলানা ছাহেবের বয়স প্রায় ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার কৈশোর জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিনী স্ত্রী, একটী পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা পার্ক সার্কাসে প্রথমতঃ তাঁহার 'জানাজা' নামাজ পাঠ করা হয়। ফুরফুরার মধ্যম পীরজাদা জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবুজাফর ছিদ্দিকী ছাহেব এই জানাজার এমামত করেন কলিকাতা মাদ্রাসার বহু মোদার্‌রেস ও ছাত্র এবং মওলবী এ, কে ফজলুল হক, মওলানা মোমতাজুদ্দিন, মওলানা হবিবুল্লাহ, মওলানা অজিহউল্লাহ, মিঃ আহমদ, মওলানা শামছুদ্দিন, মিঃ জালালুদ্দিন হাশেমী, মিঃ হুমায়ুন কবির, মওলানা আহমদ আলী, মৌলবী মোঃ আব্দুল হাকিম ও মিঃ নুরুল ইসলাম প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় মোছলমান এই জানাজায় যোগদান করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার মৃতদেহ তদীয় বাসস্থান বশিরহাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বশিরহাটে পরদিন শনিবার জোহর বাদ মওলবী আবদুল হাকিম ছাহেবের প্রস্তাবে ও মওলানা মোয়েজ্জদ্দিন হামিদী

ছাহেবের সমর্থনে এবং মওলানা ছাহেবের পুত্র মওলবী আবদুল মাজেদ সাহেবের সম্মতিক্রমে মরহুম মাওলানা ছাহেবের ভ্রাতা মওলবী রূহল কুদ্দুছ ছাহেব অস্থায়ীভাবে গদ্দিনশীন হইয়া অন্যুন ৫ হাজার লোকের জামাতে জানাজা, সম্পন্ন করেন। তৎপর মওলানা ছাহেবের অছিয়ত মত তাঁহার বাড়ীর সহিত সংলগ্ন কবরস্থানে তদীয় মৃতদেহ দফন করা হয়।

জনাব মওলানা ছাহেব গত কয়েক মাস হইতে নানা রোগে ভূগিতেছিলেন এবং গত আশ্বিন মাসে তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি নিজের ছুন্নত-অল-জামাত অফিসে অবস্তান করিয়া অভিজ্ঞ্য ডাঃ কে, আহমদের দ্বারা চিকিৎসা করেন। অতঃপর কয়েকদিন তিনি শ্যামবাজারে তাঁহার ভক্তদের গৃহে অবস্থান করেন। কলিকাতা তাঁহার পরিজনদিগকে আনিবার উদ্দেশ্যে একটী বাড়ীর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাড়ী না পাওয়ায়, ফজলুল হক ছাহেব তাঁহার অবস্থানের জন্য নিজের ঝাউতলার বাড়ীর দুইটী কামরা ছাড়িয়া দেন এবং তিনি বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়া মিঃ জালালুদ্দিন হাশেমী, মৌঃ শামছুদ্দিন আহমদ ও মওলবী আবদুল হাকিম সাহেবের সহযোগিতায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র বায়ের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই চিকিৎসার ফলে প্রথমতঃ তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যাঁহার পরলোকের ডাক আসিয়াছে, পার্থিব চিরিৎসায় তাঁহার কি হইবে?

মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা পুনরায় একটু খারাপের দিকে যায়, কিন্তু সে এমন বিশেষ কিছুই নহে এবং তদ্দারা যে তাঁহার শেষের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র অনুভব করা যায় নাই। মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গলার মোছলমানদিগের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ ও নির্দ্দেশ মত মওলবী আব্দুল হাকিম ছাহেব

ঐ বিবৃতিটা লিখিয়া লন। বলা বাহুল্য, বাঙ্গলার মোছলমানদের জন্য ইহাই তাঁহার শেষ-বাণী। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তিনি মওলবী আবদুল হাকিম ছাহেবের সহিত ঐ বিবৃতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মওলবী ছাহেবকে বিদায় দেন এবং বলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে। আপনি যান, আজ আর আপনাকে কষ্ট দিব না, কাল একবার আসিবেন।" আমাদের সহিত ইহাই তাঁহার শেষ কথা। রাত্রি শেষে তিনি ফজরের নামাজ পড়িবার জন্য সকলকে ডাকিয়া তুলেন। তারপর নিজেও নামাজ পড়িয়া শুইয়া পড়েন। শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

মাওলানা ছাহেব কলিকাতা মাদ্রাছার অত্যুজ্জল রত্ন এবং সর্ব্বোত্তম প্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত বাঙ্গলা দেশে ইতিপূর্ব্বে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভবিষ্যতেও কেহ তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতে পারিবেন কি না, তাহা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী আল্লাহতায়ালাই জানেন। সমগ্র কোরান, হাদিস ও ফেকার সার মর্ম্ম তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার ন্যায় সরল উদার, সত্যানুরাগী ও মহাপ্রাণ আলেম আমরা আর দেখি নাই। মওলানা ছাহেব কোরান শরিফের আলিফ লাম, সাইয়াকুল ও আমপারার তফছীর লিখিয়াছেন এবং হাদিস মেশকাত শরীফের কিয়ংদশ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত সায়েকাতুল মোছলেমীন, ফের্‌কাতুন্‌ নাজিন, বোরহানুল মোকাল্লেদীন, রদ্দে কাদিয়ানী রদ্দে শিয়া ও তরিকত দর্পণ প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান পুস্তক। এতদ্ভিন্ন তিনি মজহাব, এশায়াত, তবলীগ ও মছলা-মছায়েল সম্বন্ধে শতাধিক কেতাব লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মসাহিত্যে

এই বিরাট দানের জন্য তিনি বাঙ্গলার মোছলেম সমাজে অমর ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বাঙ্গলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে এবং সাময়িক সাহিত্যেও মাওলানা ছাহেবের দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই সুবিখ্যাত ''হানাফী'' ও মোসলেম'' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং 'শরিয়ত' ও ছুন্নত অল জামাত'' মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। তিনি ''আঞ্জুমনে ওয়ায়েজীন'' প্রতিষ্ঠা হইয়া বাঙ্গলার বিভ্রান্ত মোছলেম সমাজে নবযুগে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ''জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গলার'' প্রতিষ্ঠা করিয়া আলেম সমাজে নবচেতনা আনিয়া দিয়াছেন। তাহারই প্রভাব, প্রতাপ ও তীব্র সমালোচনায় সন্ত্রস্ত হইয়া উচ্চপদস্থ, দাম্ভিক ও ধনবান, এমন কি ধর্ম্মদ্রোহী ও ওলামা-বিদ্বেষী নেতারা পর্য্যন্ত আলেমদিগকে সম্মান প্রদর্শন ও সমীহ করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান গোমরাহী ও ধর্ম্মদ্রোহিতার যুগে একজন আলেমের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সাফল্য ও কৃতিত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে।

মওলানা ছাহেবের এন্তেকালে বাঙ্গলা দেশ তথা বাঙ্গলার আলেম সম্প্রদায়ের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, জানি না সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আবার কবে ও কত দিনে সেই ক্ষতি পূরণ করিবেন।

—মোস্‌লেম, ১৯/৭/৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।